Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

পিতা মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

কাজী সুরাইয়া

রোলঃ 23090121600

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

পিতা মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

কাজী সুরাইয়া

রোলঃ 23090121600

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " পিতা মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে কাজী সুরাইয়া, আইডিঃ 23090121600 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " পিতা মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: জিল্লুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

কাজী সুরাইয়া

(স্বাক্ষর)

কাজী সুরাইয়া

আইডিঃ 23090121600

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

সূচিপত্র

১. ভূমিকাঃ.....5

২. পিতা-মাতার মর্যাদাঃ.....7

৩. কোরআন হাদিসের আলোকে পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্যঃ.....9

৪. সাহাবিগণ তাদের পিতা-মাতার সাথে সদ্বাচারিত ব্যবহারঃ.....11

হযরত ওসমান বিন আফফান (রাঃ) এর উদাহরণ.....11

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) এর উদাহরণ.....11

ওসামা বিন যায়েদের উদাহরণ.....12

সাহাবি হারেছাহ বিন নু'মানের উদাহরণ.....13

ওয়ায়েস কারনী (রহঃ)-এর উদাহরণ.....13

যাবইয়ান বিন আলীর উদাহরণ.....15

ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর উদাহরণ.....15

আলী বিন হুসাইনের উদাহরণ.....15

হায়াত বিন শুরাইহ্-এর উদাহরণ.....16

ত্বালক বিন হাবীবের উদাহরণ.....16

ইয়াস বিন মু'আবিয়ার উদারহণ.....16

৫. আল্লাহর পরে পিতা-মাতার হকঃ.....18

মাতা-পিতার বদলা.....18

পিতা-মাতার প্রতিদান.....19

৬. পিতা-মাতার আনুগত্যের ব্যাপারে রাসুল (ﷺ)-এর উপদেশঃ.....21

৭. সন্তানের উপর পিতা-মাতার কবুলিয়াতের দোআঃ.....23

৮. মাতার অধিকার পিতার তিন গুণঃ.....24

পিতা হলেন পরিবারের আমীর.....25

৯. মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের জান্নাতঃ.....26

১০. মাতা-পিতার জন্য অর্থ ব্যয়ঃ 27
১১. ক্ষেত্র বিশেষ পিতা-মাতার সেবা করা জিহাদ অপেক্ষা উত্তমঃ 28
পিতামাতার খিদমত করা আল্লাহর পথে জিহাদরত থাকার সমতুল্য 29
১২. জীবিত অবস্থায় পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের করণীয়ঃ 30
পিতা-মাতার মাঝে দ্বন্দ্ব লাগলে সন্তানের করণীয় 32
১৩. অমুসলিম মাতা-পিতার প্রতি আচরণঃ 35
অমুসলিম পিতা-মাতাকে দান 36
অমুসলিম পিতা-মাতার হেদায়াতের জন্য দো'আ 37
অমুসলিম পিতা-মাতার কবর যিয়ারত 38
অমুসলিম পিতা-মাতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা 39
অমুসলিম পিতা-মাতাকে দাফন 41
১৪. পিতা-মাতার অর্থনৈতিক অধিকারঃ 42
পিতা-মাতা সন্তানের সম্পদ থেকে কি পরিমাণ ও কখন নিতে পারবেন 42
সন্তানের পরিত্যক্ত সম্পদে মাতা-পিতার অধিকার 44
১৫. আল্লাহর অবাধ্যতায় মাতা-পিতার আনুগত্য প্রত্যাখ্যান করাঃ 45
১৬. পিতা মাতার বন্ধু বান্ধব ও আত্মীয় স্বজনদের সাথে ভালো আচরন করাঃ 48
রক্তের সম্পর্ক ছিন্নকারীর সাথে সদ্ব্যবহারকারী ব্যক্তি আল্লাহর সাহায্য প্রাপ্ত 50
রেহেম রহমান হ'তে নিঃসৃত 51
আত্মীয়তায় জীবিকা ও আয়ু বৃদ্ধি পায় 53
১৭. পিতা-মাতার সাথে অসদাচরণের দুনিয়ায় ও পরকালে ভয়াবহ অবস্থাঃ 55
দুনিয়ায় ভয়াবহ পরিণতি 55
ইসলাম পূর্ব একটি ঘটনা-মায়ের বদ দোয়া 55
পরকালের ভয়াবহ পরিণতি 56
১৮. পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহারের প্রতিদান জান্নাতঃ 57

১৯. পিতা-মাতার মৃত্যুর পর সন্তানের করণীয়ঃ 59
পিতা-মাতার মৃত্যুর পর করণীয় 59
সন্তানের প্রার্থনার কারণে পিতা-মাতার সম্মান বৃদ্ধি করা হয় 62
পিতা-মাতার জন্য নবী-রাসূলগণের দোয়া 63
পিতা-মাতা জীবিত বা মৃত উভয় অবস্থায় তাদের জন্য দোয়া করা 64
ঋণ পরিশোধ করা 64
অছিয়ত পূর্ণ করা 67
মানত পূর্ণ করা 67
কাফফারা আদায় করা 68
বদলী হজ্জ ও ওমরা পালন করা 68
পিতা-মাতার জন্য সন্তানের দান-সাদাক্বাহ করা 68
২০. উপসংহারঃ 70

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

১. ভূমিকাঃ

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله

আল্লাহ তাআলা মানব জাতিকে আশরাফুল মাখলুকাত (সৃষ্টির সেরা জীব) হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। তিনি তাদের প্রতিপালক ও হায়াত-মউতের মালিক। মহাবিশ্বের আর সবকিছু তিনি তাদেরই কল্যাণে সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের সেবায় নিয়োজিত রেখেছেন। তারই কাছে আবার মানুষকে ফিরে যেতে হবে। হিসাব দিতে হবে জীবনের সকল কর্মকান্ডের। হিসাবে যারা সফলকাম হবে তারা প্রবেশ করবে অফুরন্ত নিয়ামতে পরিপূর্ণ জান্নাতে। আর যারা ব্যর্থ হবে তারা নিক্ষিপ্ত হবে কঠিন ও ভয়ানক শাস্তির নিবাস জাহান্নামে। ইহজগতে একটি সুখী ও সমৃদ্ধ সমাজ জীবন মানবতার একান্ত কাম্য।

পরিবার হলো সমাজ ও রাষ্ট্রের ভিত্তিমূল, এবং তা এর অন্যতম অঙ্গ। পরিবারের শান্তি, শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তার উপর কার্যত নির্ভর করে সামাজিক শান্তি, সমৃদ্ধি, শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা। পিতা-মাতা হচ্ছেন পরিবারের কর্ণধার, সন্তানের জন্মদাতা ও লালন-পালনকারী। সন্তানদের দায়িত্ব হলো তাদের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা, সহানুভূতি ও দায়িত্ববোধ রাখা। তাদের জীবনের প্রয়োজন ও অনুভূতিকে গুরুত্ব দিয়ে দেখা এবং প্রয়োজন হলে পাশে দাঁড়ানো।

যে কোন ব্যক্তির জন্য পিতা-মাতাই হচ্ছেন আল্লাহ তায়ালার সবচাইতে বড় নেয়ামত। সন্তানের অস্তিত্ব, জন্ম ও লালন-পালনের বিষয়ে আল্লাহর পরেই মাতা - পিতার অবদান সবচাইতে বেশী। এই কারণে সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার অধিকারও অনেক বেশি। তাই আল্লাহ তায়ালা মানব জাতির প্রতি তার ইবাদত-বন্দেগী করার পরেই পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার ও তাদের অধিকার আদায়ের প্রতি অধিক গুরুত্ব প্রদান করেছেন।

আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগী করলে এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার ও তাদের অধিকার আদায় করলে তাদের নাফরমানি করা থেকে বিরত থাকলে একদিকে যেমন সুখী ও সমৃদ্ধশীল পরিবার ও সমাজ গঠনের মাধ্যমে মানুষের ইহজীবন শান্তি, ক্ষমা, সমৃদ্ধি ও স্বাচ্ছন্দে ভরপুর হয়ে উঠবে। অপরদিকে পরকালীন জীবনে তারা লাভ করবে আল্লাহর অফুরন্ত নিয়ামতে ভরা জান্নাত। সেখানে রয়েছে সীমাহীন শান্তি ও অনাবিল সুখ সম্ভোগ।

আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা ও সামাজিক কাঠামো অনেকাংশেই ইসলামী শিক্ষার ভিত্তিতে গঠিত নয়; ফলে পিতা–মাতার সন্তানের প্রতি অধিকার এবং সন্তানের পিতা–মাতার প্রতি করণীয়,

এসব সম্পর্কে আমাদের অনেকেরই জানা নেই। বরং এ ব্যাপারে আমরা খুবই অসচেতন ও গাফেল। অথচ একটি সুন্দর জীবন, একটি সুখী-সমৃদ্ধিশীল সমাজ গড়ে তোলার জন্য পিতা-মাতার অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে সচেতন থাকা নিতান্ত প্রয়োজন।

সন্তান জন্মের পর বাল্যকাল থেকে শুরু করে কৈশোর পর্যন্ত পিতা-মাতার তত্ত্বাবধানে থাকে এবং সম্পূর্ণ অনুগত থাকে। অতঃপর যৌবনে বা সংসার জীবনে কোন কোন ক্ষেত্রে পিতা-মাতার সঙ্গে তার সন্তানদের মত পার্থক্য দেখা দিতে পারে এটা স্বাভাবিক। সেই জন্য মহাজ্ঞানী আল্লাহ তায়ালা পিতা-মাতার সঙ্গে তার সন্তানদের বাল্য জীবনের ভালোবাসার ন্যায় সারাজীবন তা মজবুত ও বহাল রাখার আদেশ দিয়েছেন।

২. পিতা-মাতার মর্যাদাঃ

মানব সৃষ্টির ইতিহাসে আদম ও হাওয়া ব্যতীত সকল সৃষ্টিই পিতা-মাতার মাধ্যমে পৃথিবীতে এসেছে। আল্লাহ তাআলা সৃষ্টির পরিকল্পনা পিতা-মাতার মাধ্যমে সমাধান করেন। আর এজন্য তার ইবাদত পালনের পরপরই পিতা-মাতার সাথে সদাচারণ করা আবশ্যক করে দিয়েছেন। তাদের আদেশ-নিষেধ আল্লাহ ও তার রাসূলের বিরুদ্ধে না হলে তা মান্য করে চলতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন-

وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُلْ لَّهُمَا أُفٍّ وَّلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيْماً- وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِيْ صَغِيْراً

“আর তোমার প্রতিপালক আদেশ করেছেন যে, তোমরা তাঁকে ছাড়া অন্য কারো উপাসনা করো না এবং তোমরা পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণ করো। তাদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়ে যদি তোমার নিকট বার্ধক্যে উপনীত হন, তাহলে তুমি তাদের প্রতি উহ শব্দটিও করো না এবং তাদেরকে ধমক দিয়ো না। আর তাদের সাথে নরম ভাবে কথা বল। আর তাদের প্রতি মমতাবশে নম্রতার পক্ষপুট অবনমিত করো এবং বলো, হে আমার প্রতিপালক! তুমি তাদের প্রতি দয়া করো যেমন তারা আমাকে ছোটকালে দয়াবশে প্রতিপালন করেছিলেন”। *(বনী ইসরাঈলঃ ১৭/২৩-২৪)।*

অন্যত্র তিনি বলেন-

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَاناً حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهاً وَّوَضَعَتْهُ كُرْهاً وَّحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاَثُوْنَ شَهْراً حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِيْ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيْ أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحاً تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِيْ فِيْ ذُرِّيَّتِيْ إِنِّيْ تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ

“আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহারের আদেশ দিয়েছি। তার জননী তাকে কষ্ট সহকারে গর্ভে ধারণ করেছে এবং কষ্ট সহকারে প্রসব করেছে। তাকে গর্ভে ধারণ করতে ও তার দুধ ছাড়াতে লেগেছে ত্রিশ মাস। অবশেষে সে যখন শক্তি-সামর্থ্যের বয়সে ও চল্লিশ বছরে পৌঁছেছে, তখন বলতে লাগল, হে আমার পালনকর্তা! আমাকে সামর্থ্য দাও, যাতে আমি তোমার নে‘আমতের শুকরিয়া আদায় করতে পারি, যা তুমি দান করেছ আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে এবং যাতে আমি তোমার পছন্দনীয় সৎকাজ করি। আমার সন্তানদেরকে সৎকর্মপরায়ণ করো, আমি তোমারই অভিমুখী হলাম এবং আমি আজ্ঞাবহদের অন্যতম”। *(আহক্বাফঃ ৪৬/১৫)।*

অত্র আয়াতে চল্লিশ বছর বয়স উল্লেখ করার কারণ হল যে সন্তান এ বয়স পর্যন্ত মাতা-পিতার সাথে সুন্দর আচরণ করে তারা এর পরের বয়সে সাধারণত মাতা-পিতার অবাধ্য হয় না। তাদের চিন্তা থাকে তারা মাতা-পিতার সাথে খারাপ আচরণ করলে তাদের সন্তানেরাও তাদের সাথে খারাপ আচরণ করবে। এ বিষয়ে আল্লাহ আরও বলেন-

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلَى وَهْنٍ وَّفِصَالُهُ فِيْ عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِيْ وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيْرُ

"আর আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি। তার মাতা তাকে কষ্টের পর কষ্ট স্বীকার করে গর্ভে ধারণ করেছে। তার দুধ ছাড়ানো হয় দু'বছরে। নির্দেশ দিয়েছি যে, আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। অবশেষে আমারই নিকট ফিরে আসতে হবে"। *(লোক্বমানঃ ৩১/১৪)।*

পবিত্র কুরআনের বাণীগুলোকে পরম শ্রদ্ধা ও বিনয়াবনত হৃদয়ে মূল্যায়ন করা উচিত। এখানে কোনো দ্বিমত বা ভিন্নমত পোষণ করা থেকে বিরত থাকতে হবে। আয়াতগুলোতে সাধারণভাবে মানুষকে আল্লাহর আনুগত্য ও ইবাদতের প্রতি অবিচল থাকার পাশাপাশি পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার, তাদের সেবা-যত্ন ও আনুগত্যের নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। আয়াতের প্রারম্ভে পিতা-মাতা উভয়ের সাথে সদ্ব্যবহারের আদেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু পরবর্তী সময়ে মাতার কষ্টের কথা উল্লেখ করেছেন। গর্ভ ধারণের সময়, প্রসব বেদনার কষ্ট ও দুধ পানের সময়ের কষ্ট সব সন্তানের জন্য মা'কে সহ্য করতে হয়। এরপর সকল আত্মীয়-স্বজন, আপনজন ও সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তির মধ্যে সর্বপ্রথম পিতা-মাতার হক সম্পর্কিত আলোচনা এসেছে। মহান আল্লাহ বলেন-

وَاعْبُدُوْا اللهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَبِذِيْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِيْنِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالاً فَخُوْراً

"উপাসনা করো আল্লাহর, শরীক করো না তার সাথে অপর কাউকে, পিতা-মাতার সাথে সৎ ও সদয় ব্যবহার করো এবং নিকট আত্মীয়, ইয়াতীম-মিসকীন, নিকট প্রতিবেশী, দূর প্রতিবেশী সঙ্গী-সাথী, মুসাফির এবং দাস-দাসীর প্রতিও। নিশ্চয়ই আল্লাহ পছন্দ করেন না দাম্ভিক, অহংকারীকে" *(নিসাঃ ৪/৩৬)।*

পবিত্র কুরআনে পিতা-মাতার হক সমূহকে আল্লাহ তা'আলার ইবাদত ও আনুগত্যের সাথে যুক্ত করে বর্ণনা করা হয়েছে। যাতে বান্দা তার জীবদ্দশায় সতর্কতা বজায় রেখে অকৃত্রিমভাবে পিতা-মাতার ন্যায়সঙ্গত অধিকার পূর্ণ করতে সক্ষম হয়।

৩. কোরআন হাদিসের আলোকে পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্যঃ

পিতা-মাতার প্রতিই সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য সর্বাধিক। যে পিতা-মাতার কারণে একজন সন্তান পৃথিবীতে ভুমিষ্ঠ হয়। রাব্বুল আলামিন আল্লাহ তায়ালা পিতা-মাতার মর্যাদা অনেক উপরে দিয়েছেন। পবিত্র কোরআনুল কারিমে আল্লাহ তায়ালা তার নিজের অধিকারের পরই পিতা-মাতার অধিকারের কথা উল্লেখ করেছেন। কোরআনে বর্ণিত হয়েছে-

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓاْ إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَآ أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ٢٣ وَٱخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِى صَغِيرًا ٢٤ رَّبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِى نُفُوسِكُمْ ۚ إِن تَكُونُواْ صَٰلِحِينَ فَإِنَّهُۥ كَانَ لِلْأَوَّٰبِينَ غَفُورًا ٢٥

‘আর তোমার প্রতিপালক আদেশ করেছেন যে, তোমরা তাঁকে ছাড়া অন্য কারো উপাসনা করো না এবং তোমরা পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণ করো। তাদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়ে যদি তোমার নিকট বার্ধক্যে উপনীত হন, তাহলে তুমি তাদের প্রতি উহ্ শব্দটিও উচ্চারণ করো না এবং তাদেরকে ধমক দিয়ো না। তুমি তাদের সঙ্গে নম্রভাবে কথা বলো’। ‘আর তাদের প্রতি মমতাবশে নম্রতার পক্ষপুট অবনমিত করো এবং বলো, হে আমার প্রতিপালক! তুমি তাদের প্রতি দয়া করো যেমন তারা আমাকে শৈশবে লালন-পালন করেছিলেন’। ‘তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের অন্তরে যা আছে তা ভালভাবেই জানেন। যদি তোমরা সৎকর্ম পরায়ণ হও, তবে তিনি তওবাকারীদের জন্য ক্ষমাশীল’। *(বনী ইসরাঈলঃ ২৩-২৫)।*

উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ স্বীয় ইবাদতের সঙ্গে পিতা-মাতার সেবাকে একত্রিতভাবে বর্ণনা করেছেন। এর মাধ্যমে এটিকে তাওহীদ বিশ্বাসের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ বুঝানো হয়েছে। এর কারণ সৃষ্টিকর্তা হিসেবে যেমন আল্লাহর কোনো শরীক নেই, জন্মদাতা হিসেবে তেমনি পিতা-মাতারও কোনো শরীক নেই। আল্লাহর ইবাদত যেমন বান্দার ওপর অপরিহার্য, পিতা-মাতার সেবাও তেমনি সন্তানের ওপর অপরিহার্য। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছ

أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

“অতএব তুমি আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। মনে রেখো তোমার প্রত্যাবর্তন আমার কাছেই” *(লোকমান: ৩১/১৪)।*

এখানেও আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা এবং পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞতাকে সমভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। উপরোক্ত আয়াতে وَقَضَىٰ رَبُّكَ ‘আর তোমার প্রতিপালক আদেশ করেছেন’। এই আদেশ অর্থ ‘চূড়ান্ত ফায়সালা’। কেননা আল্লাহর ইবাদতের ফায়সালা যেমন চূড়ান্ত, পিতা-মাতার সেবা করার ফায়সালাও তেমনি চূড়ান্ত। এই সিদ্ধান্তে কোনো পরিবর্তন বা নড়চড় নেই। যেমন অন্যত্র এসেছে-

قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ

“তোমরা যে বিষয়ে জানতে আগ্রহী, তার সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে”। *(ইউসুফঃ ১২/৪১)।*

অন্যত্র আল্লাহ নিজের অবদানের পাশাপাশি মায়ের অবদান সন্তানদের স্মরণ করিয়ে বলেন- وَاللهُ أَخْرَجَكُم مِّنْ بُطُوْنِ أُمَّهَاتِكُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ

"আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের মায়ের গর্ভ থেকে বের করেছেন। তোমরা কিছুই জানতে না। তিনি তোমাদেরকে কর্ণ, চক্ষু ও অন্তর দিয়েছেন, যাতে তোমরা অনুগ্রহ স্বীকার করো"। *(নাহলঃ ১৬/৭৮)।*

হাদীসের আলোকে পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য

একজন সাহাবী রাসুল (ﷺ) কে জিজ্ঞেস করলেন, আমার সদ্ব্যবহার পাওয়ার অধিকার সবচেয়ে বেশি কার? রাসুল (ﷺ) বললেন, তোমার মায়ের। সাহাবী পুনরায় প্রশ্ন করলেন, রাসুল (ﷺ) বললেন, তোমার মায়ের। সাহাবি আবারও জানতে চাইলেন, রাসুল (ﷺ) বললেন, তোমার মায়ের। এরপর সাহাবি জানতে চাইলে রাসুল (ﷺ) বললেন, তোমার বাবার। *(বুখারী ও মুসলিম)।*

রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, পিতা-মাতা হলো তোমার জান্নাত ও জাহান্নাম অর্থাৎ তুমি ইচ্ছা করলে তাদের খেদমত করে উত্তম আচরণের মাধ্যমে জান্নাত অর্জন করতে পারো; আবার ইচ্ছা করলে তাদের অবাধ্য হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করতে পারো। (*ইবনে মাজাহ)।*

পিতা-মাতার অবাধ্যতার জন্য যেমন রয়েছে অভিশম্পাত, তেমনই তাঁদের আনুগত্যের জন্য রয়েছে পুরষ্কারের ঘোষণা। রাসুলুল্লাহ (ﷺ) এরশাদ করেন- যখন কোন অনুগত সন্তান স্বীয় পিতা মাতার প্রতি অনুগ্রহের নজরে দৃষ্টিপাত করে, আল্লাহ তায়ালা তার প্রতিটি দৃষ্টির বিনিময়ে একটি করে কবুল হজ্বের সওয়াব দান করেন। *(বায়হাকি)।*

এক সাহাবি (রা.) রাসুলুল্লাহ (ﷺ) কে জিজ্ঞেস করলেন,ইয়া রাসুলুল্লাহ (ﷺ)! আমার পিতা মাতা ইন্তেকালের পরেও কি তাদের সঙ্গে উত্তম ব্যবহারের কোনো কিছু দায়িত্ব অবশিষ্ট আছে? তখন নবী করিম (ﷺ) বললেন, হ্যাঁ আছে। তা হলো তাদের জন্য দোয়া করা, তাঁদের গুনাহের জন্য তওবা-ইস্তিগফার করা, তাঁদের শরিয়ত সম্মত অসিয়ত গুলো আদায় করা, তাঁদের আত্নীয়দের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখা, তাঁদের বন্ধু-বান্ধবের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা। এগুলো পিতা-মাতার পরেও তাঁদের সঙ্গে উত্তম আচরণের শামিল। *(আবু দাউদ)।*

অন্য হাদিসে আছে, পিতা-মাতার সন্তুষ্টিতে আর আল্লাহর সন্তুষ্টি, পিতা-মাতার অসন্তুষ্টিতে আল্লাহর অসন্তুষ্টি। *(তিরমিযী)।*

৪. সাহাবিগণ তাদের পিতা-মাতার সাথে সদ্বাচারিত ব্যবহারঃ

হযরত ওসমান বিন আফফান (রাঃ) এর উদাহরণ

রাসুল (ﷺ) এর জামাতা ও ইসলামের তৃতীয় খলীফা হযরত ওসমান (রাঃ) ছিলেন মায়ের প্রতি সীমাহীন সেবা পরায়ণ। যেমন হাদিসে এসেছে-

عن عائشة رضي الله عنها تقول :رجلان من اصحاب النبي صلي الله عليه وسلم كانا ابر من كان في هذه الامة بأمهما ، فيقال لها :من هما؟ فتقول عثمان بن عفان ، وحارثة بن النعمان رضى الله عنهما ، فأما عثمان فإنه قال :ما قدرت أن أتأمل أمي منذ أسلمت ، وأما حارثة فإنه كان يفلي رأس أمه ويطعمها بيده ، ولم يستفهمها كلاما قط تأمر به حتى يسأل من عندها بعد أن تخرج :ما قالت أمي

হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসুল (ﷺ) এর দু'জন সাহাবি ছিলেন যারা এই উম্মতের মধ্যে সর্বাধিক মাতার প্রতি সদ্বাচারী ছিলেন। তাকে বলা হলো , তারা কারা ? তিনি বললেন, ওসমান বিন আফফান ও হারেছাহ বিন নোমান (রাঃ) । ওসমান যিনি বলেছেন, আমি ইসলাম গ্রহণের পর আমার মাকে কখনো চিন্তিত করিনি । আর হারেছাহ, তিনি মায়ের চুল আঁচড়িয়ে দিতেন, নিজ হাতে তাকে খাওয়াতেন এবং তাকে আদেশকৃত কোন কথা বুঝতে না পারলে জিজ্ঞেস করতেন না। বরং তার মা তার নিকট থেকে বের হলে মায়ের সাথে থাকা লোকদেরকে জিজ্ঞেস করতেন, আমার মা কি বললেন? *(মাকারিমুল আখলাক ১/৭৫, হাদিস/২২৩; ইবনুল জাওযী, আল - বিরুু ওয়াছ ছিলাহ হাদিস/৮৬, ১/৮৫)।*

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) এর উদাহরণ

সাহাবি আবু হুরায়রা (রাঃ) ছিলেন মায়ের সেবা পরায়ণ । তিনি প্রায়ই মায়ের কাছে গিয়ে দেখা করতেন। যেমন হাদিসে এসেছে-

عن أبي مرة مولى أم هانئ ابنة أبي طالب قال :كنت أركب مع أبي هريرة رضي الله عنه إلى أرضه بالعقيق فإذا دخل أرضه صاح بأعلى صوته :عليك السلام ورحمة الله وبركاته يا أمتاه ، تقول :وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ، يقول :رحمك الله، ربيتني صغيرا، فتقول :يا بني وأنت فجزاك الله خيرا و رضي عنك كما بررتني كبيرا

আবু তালিব কন্যা উম্মে হানী (রাঃ) এর মুক্তদাস আবু মুররা (রহঃ) বলেন, আমি আক্বীক্ব নামক স্থানে অবস্থিত আবু হুরায়রা (রাঃ) এর খামার বাড়িতে তার সাথে একই বাহনে আরোহণ করে গমন করেছিলাম। তিনি তার বাড়িতে পৌঁছে উচ্চস্বরে বলেন-

السلام عليك ورحمة الله وبركاته يا أمتاه

'ওহে জননী! তোমার প্রতি শান্তি, আল্লাহর রহমত ও তার বরকত নাযিল হোক। তার মা বলেন, তোমার প্রতিও শান্তি, আল্লাহর রহমত ও তার বরকত নাযিল হোক। আবার আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, ছোটকালে তুমি আমাকে যেভাবে রহমতের সাথে লালন-পালন

করেছিলে, আল্লাহ তোমাকে সেভাবে লালন-পালন করুক। তার মা বললেন, হে বৎস! আল্লাহ তোমাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন এবং তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হোন। যেভাবে তুমি বৃদ্ধকালে আমার সাথে সদ্বাচারণ করছো'। *(আল-আদাবুল মুফরাদ হাদিস/১৪; মাকারিমুল আখলাক হাদিস/২২৮; মারওয়াযী আল বিরুু ওয়াছ ছিলাহ হাদিস/৫০, সনদ হাসান)।*

অন্য বর্ণনায় রয়েছে- আবু হুরায়রা (রাঃ) প্রতিদিন তার মাতার কাছে প্রবেশের সময় উক্ত দো'আ পাঠ করতেন এবং তার মাও জওয়াবে দো'আ করে দিতেন। *(আল জামে' ফিল হাদিস/১৫২)।*

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে-

عن سعيد بن المسيب يقول قال أبو هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم للعبد المملوك المصلح أجران ، والذي نفس أبي هريرة بيده لولا الجهاد فى سبيل الله والحج وبر أمى لأحببت أن أموت وأنا مملوك .قال وبلغنا أن أبا هريرة لم يكن يحج حتى ماتت أمه لصحبتها

সাঈদ ইবনুল মুসাইয়েব হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ক্রীতদাস ও সৎ গোলামের জন্যে দু'টি পুরষ্কার রয়েছে। সেই মহান আল্লাহর শপথ, যার হাতে আবু হুরায়রার জীবন! যদি আল্লাহর পথে জিহাদ করা, হজ্জ করা এবং আমার মায়ের সেবা করার দায়িত্ব আমার উপরে না থাকত, তাহলে গোলাম অবস্থায় মৃত্যু বরণকেই আমি অধিক পছন্দ করতাম। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা জানতে পেরেছি যে-

أن أبا هريرة لم يكن يحج حتى ماتت أمه لصحبتها

আবু হুরায়রা (রাঃ) হজ্বে গমন করেননি তার মায়ের মৃত্যুর আগে। কেননা তিনি সর্বদা তার সাহচর্যে থেকে সেবা করতেন। *(মুসলিম হা/১৬৬৫; শু'আবুল ঈমান হা/৮৬০২)।*

উল্লেখ্য যে, আবু হুরায়রা (রাঃ) মায়ের সেবার করার কারণে যে হজ্ব থেকে বিরত ছিলেন তা ছিল নফল হজ্ব। কারণ নফল হজ্জ করা অপেক্ষা মায়ের খেদমত করা বেশি গুরুত্বপূর্ণ ও ফরয। তিনি রাসুল (ﷺ) এর সাথে বিদায় হজ্বে অংশগ্রহণ করেছিলেন। নববী, শরহু মুসলিম, অত্র হাদিসের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

ওসামা বিন যায়েদের উদাহরণ

তার মায়ের নাম উম্মে আয়মান। তিনি বারাকাহ নামে পরিচিত ছিলেন। রাসুল (রাঃ) ওসামাকে খুব ভালোবাসতেন। রাসুল (ﷺ) যখন মৃত্যুবরণ করেন তখন তার বয়স ছিল বিশ বছর। মুহাম্মাদ ইবনু সীরীন বলেন-

كانت النخلة تبلغ بالمدينة ألفا، فعمد أسامة بن زيد إلى نخلة فقطعها من أجل جمارها ، فقيل له في ذلك فقال :أن أمي اشتهته علي ، وليس شيء من الدنيا تطلبه أمي أقدر عليه ألا فعلته

মদীনায় খেজুর বৃক্ষের মূল্য হাজার দিরহামে পৌঁছে যায়। ওসামা বিন যায়েদ একটি খেজুর গাছ কাটার ইচ্ছা করলেন এবং তার ডগায় মাথি থাকার কারণে গাছটি কেটে ফেললেন।

তাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, আমার মা তা খাওয়ার কামনা করেছিলেন। আর পৃথিবীতে এমন কিছু নেই যা আমার মা কামনা করার পর আমার সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তা করবো না। *(ইবনু আবিদ্দুনিয়া, মাকারিমুল আখলাক হাদিস/২২৫, ১/৭৬; ইবনুল জাওযী আল মুনতাযাম ফী তারীখিল মুলূক ওয়াল উমাম হাদিস/১২৫, ৫/৩০৭; আল বিরু ওয়াছ ছিলাহ হাদিস/৮৭)।*

সাহাবি হারেছাহ বিন নু'মানের উদাহরণ

তিনি মায়ের সেবায় নিয়োজিত থাকায় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে জান্নাতে কুরআন তেলাওয়াত করতে শুনেছেন। তিনি তার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। যেমন, হাদিসে এসেছে-

عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :نمت فرأيتني فى الجنة فسمعت صوت قارئ يقرأ، فقلت :من هذا قالوا :هذا حارثة بن النعمان .فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :كذاك البر كذاك البر ، وكان أبر الناس بأمه

আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসুল (ﷺ) বলেন, আমি ঘুমালাম। তারপর আমাকে জান্নাত দেখানো হলো। এরপর একজন ক্বারীর তিলাওয়াত শুনতে পেলাম। আমি বললাম, এটা কে? তারা বললেন, ইনি হারেছাহ বিন নোমান। তখন রাসুল (ﷺ) বললেন, এটিই সদাচরণের পুরষ্কার, এটি সদাচরণের পুরষ্কার। আর তিনি মাতার সাথে সর্বাধিক সদাচরণকারী ছিলেন। *(আহমাদ হাদিস/২৫২২৩; ইবনু হিব্বান হাদিস/৭০১৫; ছহীহাহ হাদিস/৯১৩; মিশকাত হাদিস/৪৯২৬)।*

আরো কতিপয় উদাহরণ-

ওয়ায়েস কারনী (রহঃ)-এর উদাহরণ

তিনি মায়ের সেবায় নিয়োজিত থাকার কারণে রাসুল (ﷺ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করতে পারেননি। এজন্য রাসুল (ﷺ) তার প্রশংসা করেছেন এবং তার সাথে সাক্ষাৎ হ'লে তার নিকট দো'আ চাইতে বলেছেন। হাদীছে এসেছে-

"উসায়ের ইবনু জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, ওমর ইবনু খাত্ত্বাব (রাঃ)-এর অভ্যাস ছিল, যখন ইয়েমেনের কোন সাহায্যকারী দল তার কাছে আসত তখন তিনি তাঁদের জিজ্ঞেস করতেন, তোমাদের মধ্যে কি ওয়ায়েস ইবনু আমির আছে? অবশেষে তিনি ওয়ায়েসকে পান। তখন তিনি বললেন, তুমি কি ওয়ায়েস ইবনু আমির? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, মুরাদ গোত্রের কারান বংশের? তিনি বললেন, হ্যাঁ। জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কি শ্বেত রোগ ছিল এবং তা নিরাময় হয়েছে, কেবলমাত্র এক দিরহাম স্থান ব্যতীত? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমার মা কি জীবিত আছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ।

তখন ওমর (রাঃ) বললেন, আমি রাসুল (ﷺ) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, 'তোমাদের কাছে মুরাদ গোত্রের কারান বংশের ওয়ায়েস ইবনু আমির ইয়েমেনের সাহায্যকারী দলের সঙ্গে আসবে। তার ছিল শ্বেত রোগ। পরে তা নিরাময় হয়ে গিয়েছে। কেবলমাত্র এক দিরহাম ব্যতীত। তার মা রয়েছেন। সে তাঁর প্রতি অতি সেবাপরায়ণ। এমন ব্যক্তি আল্লাহর নামে কসম করলে আল্লাহ তা পূর্ণ করে দেন। কাজেই যদি তুমি তোমার জন্য তার কাছে মাগফিরাতের দো'আ কামনার সুযোগ পাও তাহলে তা করবে। সুতরাং আপনি আমার জন্য মাগফিরাতের দো'আ করুন। তখন ওয়ায়েস (রহঃ) তার মাগফিরাতের জন্য দো'আ করলেন। এরপর ওমর (রাঃ) তাকে বললেন, তুমি কোথায় যেতে চাও? তিনি বললেন, কুফা এলাকায়। ওমর (রাঃ) বললেন, আমি কি তোমার জন্য কুফার গভর্ণরের কাছে চিঠি লিখে দেব? তিনি বললেন, আমি অখ্যাত গরীব লোকদের মধ্যে থাকাই পছন্দ করি।

বর্ণনাকারী বলেন, পরবর্তী বছরে তাদের অভিজাত লোকদের মধ্যে এক ব্যক্তি হজ্জ করতে এলে ওমর (রাঃ)-এর সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হ'ল। তখন তিনি তাকে ওয়ায়েস কারনী (রহঃ)-এর অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। সে বলল, আমি তাঁকে জীর্ণ ঘরে সম্পদহীন অবস্থায় রেখে এসেছি। তিনি বললেন, আমি রাসুল (ﷺ) কে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেছেন, তোমাদের কাছে কারান বংশের মুরাদ গোত্রের ওয়ায়েস ইবনু আমির (রহঃ) ইয়েমেনের সাহায্যকারীর সেনাদলের সঙ্গে আসবে। তার শ্বেত রোগ ছিল। সে তা থেকে আরোগ্য লাভ করে, এক দিরহাম পরিমাণ স্থান ব্যতীত। তার মা রয়েছেন, সে তার অতি সেবাপরায়ণ। যদি সে আল্লাহর নামে কসম খায় তবে আল্লাহ তা'আলা তা পূর্ণ করে দেন। তোমরা নিজের জন্য তাঁর কাছে মাগফিরাতের দো'আ চাওয়ার সুযোগ পেলে তা করবে।

পরে অভিজাত সে ব্যক্তি ওয়ায়েস (রহঃ)-এর কাছে এল এবং বলল, আমার জন্য মাগফিরাতের দো'আ করুন। তিনি বললেন, আপনি তো নেক সফর (হজ্জের সফর) থেকে সদ্য আগত। সুতরাং আপনি আমার জন্য মাগফিরাতের দো'আ করুন। সে ব্যক্তি বলল, আপনি আমার জন্য মাগফিরাতের দো'আ করুন। ওয়ায়েস (রহঃ) বললেন, আপনি সদ্য নেক সফর থেকে এসেছেন। আপনি আমার জন্য মাগফিরাতের দো'আ করুন। এরপর তিনি বললেন, আপনি কি ওমর (রাঃ)-এর সাক্ষাৎ লাভ করেছেন? সে বলল, হ্যাঁ। তখন তিনি তার জন্য মাগফিরাতের দো'আ করলেন। তখন লোকেরা তার (মর্যাদা) সম্পর্কে অবহিত হল। এরপর তিনি যেদিকে মুখ যায় সেদিকে চলে গেলেন (অর্থাৎ নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেন)। বর্ণনাকারী আসীর বিন জাবের (রহঃ) বলেন, আমি তাকে একখানি ডোরাদার চাদর দিয়েছিলাম। এরপর যখন কোন মানুষ তাকে দেখত তখন বলত, ওয়ায়েসের এই চাদরখানি কোথায় গেল? *(মুসলিম হাদিস/২৫৪২; হাকেম হাদিস/৫৭১৯)।*

যাবইয়ান বিন আলীর উদাহরণ

যাবইয়ান ইবনু আলী আছ-ছাওরী ছিলেন মায়ের পরম বাধ্যগত। তার ব্যাপারে ইতিহাসে বলা হয়েছে-

وَكَانَ مِنْ أَبَرّ النَّاسِ بِأُمِّهِ، وَكَانَ يُسَافِرُ بِهَا إِلَى مَكَّةَ، فَإِذَا كَانَ يَوْمٌ حَارٌ حَفَرَ بِمْرًا، ثُمَّ جَاءَ بِنطَعٍ فَصَبَّ فِيْهِ الْمَاءَ، ثُمَّ يَقُوْلُ لَهَا ادْخُلِي تَبَرَّدِي فِي هَذَا الْمَاءِ

'তিনি মায়ের প্রতি সর্বাধিক সদাচারী ছিলেন। একবার তিনি মাকে নিয়ে মক্কায় গমন করেন। একদা প্রচণ্ড গরম পড়লে তিনি গর্ত খনন করে এক বালতি পানি নিয়ে আসলেন। অতঃপর তাতে পানি ঢাললেন এবং তার মাকে বললেন, এখানে প্রবেশ করে এই পানিতে নিজেকে ঠাণ্ডা করুন'। *(ইবনুল জাওযী, আল-বিরু ওয়াছ ছিলাহ হাদিস/৯৬, ১/৮৮; ইবনু আবিদ দুনিয়া, মাকারিমুল আখলাকু হাদিস/২২১)।*

ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর উদাহরণ

আবু হানীফা (রহঃ) তাঁর মাতার সাথে সদাচরণ করতেন। তিনি তাঁর যাবতীয় অধিকারের প্রতি খেয়াল রাখতেন। তার নিকট উজ্জ্বল চেহারায় প্রবেশ করতেন। তার কথার বিরোধিতা করতেন না। আব্দুল জাব্বার হাযরামী বলেন, যুর'আ নামে একজন বক্তা আমাদের মসজিদে থাকতেন। আবু হানীফার মা একটি ফৎওয়া জানতে চাইলেন। আবু হানীফা (রহঃ) ফৎওয়া দিলে তিনি গ্রহণ না করে বললেন, যুর'আ যে ফৎওয়া দিবেন তাই আমি গ্রহণ করব। আবু হানীফা তাকে নিয়ে যুর'আর নিকট এসে জিজ্ঞেস করলেন-

هذه أمي تستفتيك في كذا وكذا، فَقَالَ :أنت أعلم مني وأفقه، فأفتها أنت فقال أبو حنيفة قد أفتيتها بكذا وكذا فقال زُرْعَة القول كما .قال أبو حنيفة، فرضيت وانصرفت

'ইনি আমার মা। এই এই বিষয়ে আপনার নিকট ফৎওয়া জানতে চান। তিনি বললেন, আপনিতো আমার থেকে বড় জ্ঞানী ও ফক্বীহ। আপনিই ফৎওয়া দিন। আবু হানীফা (রহঃ) বললেন, আমি এই এই ফৎওয়া দিয়েছি। তখন যুর'আ সেই ফৎওয়াই দিলেন যা ইমাম আবু হানীফা দিয়েছেন। এতে তার মা খুশি হয়ে ফিরে গেলেন'। *(তারীখু বাগদাদ ১৩/৩৬৩; গাযী তাকীউদ্দীন বিন আব্দুল কাদের তামীমী,, আত-ত্বাবাকাতুস সুন্নিয়া ১/৩৬)।*

আলী বিন হুসাইনের উদাহরণ

আলী বিন হুসাইন ছিলেন ইসলামের চতুর্থ খলীফা আলী (রাঃ) নাতি। তিনি অধিক ইবাদতগুযার ছিলেন বলে তাকে 'যায়নুল আবেদীন' বা ইবাদতকারীদের শোভা বলা হয়ে থাকে। তিনি ভ্রান্ত শী'আদের রাফেযী নাম দেন।

ইমাম যুহরী বলেন-

كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ لَا يَأْكُلُ مَعَ أُمِّهِ، وَكَانَ أَبَرَّ النَّاسِ بِهَا، فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ :أَخَافُ أَنْ أَكُلَ مَعَهَا فَتَسْبِقُ عَيْنُهَا إِلَى شَيْءٍ مِنَ الطَّعَامِ، وَأَنَا لَا أَعْلَمُ بِهِ فَاكُلَهُ، فَأَكُونُ قَدْ عَقَقْتُهَا

যায়নুল আবেদীন হুসাইন বিন আলী তাঁর মায়ের সাথে খেতেন না। অথচ তিনি লোকদের মধ্যে মাতা-পিতার প্রতি সর্বাধিক সদাচারী ছিলেন। তাঁকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, আমি তার সাথে খাবো আর তার দৃষ্টি খাদ্যের কোন কিছুর দিকে যাবে। আর আমি না জেনেই তা খেয়ে নিব। হতে পারে এতে আমি তার অবাধ্য হয়ে যাব'। *(ইবনুল জাওযী, আল-বিরু ওয়াছ ছিলাহ হা/৯০, ১/৮৬; ছালাহুল উম্মাহ ফী উলুব্বিল হিম্মাহ ৫/৬৫৩)।*

হায়াত বিন শুরাইহ্-এর উদাহরণ

হায়াত বিন শুরাইহ একজন বিশ্বস্ত বর্ণনাকারী ছিলেন। তিনি তার কর্মের জন্য বিশেষ করে মাতৃসেবার জন্য বিখ্যাত। তিনি মিসরের অধিবাসী ছিলেন। ২২৪ হিজরীতে তাঁর মৃত্যু হয়'। *(সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৯/৬৩)।*

হায়াত বিন শুরাইহ একদিন মজলিসে তার ছাত্রদের পাঠদান করছিলেন। আর তার নিকট বিভিন্ন প্রান্ত থেকে জ্ঞান অর্জনের জন্য লোকেরা ভিড় করত। তার মা এসে বললেন-

قُمْ يا حيوة فاعلف الدجاج، فيقوم ويترك التعليم

'হে হায়াত! দাঁড়াও এবং মুরগীকে খাবার দাও। তিনি পাঠদান ছেড়ে মায়ের আদেশ পালন করলেন'। *(ত্বারঙ্গী, বিরুল ওয়ালিদায়ন ৭৯ পৃঃ; ছালাহুল উম্মাহ ৫/৬৫৩)।*

ত্বালক বিন হাবীবের উদাহরণ

তিনি ইরাকের বছরার অধিবাসী ছিলেন। বিশ্বস্ত বর্ণনাকারী তাবেঈ ও মাতা-পিতার সাথে সদাচরণে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি পরহেযগার ছিলেন। তার কণ্ঠস্বর ছিল সুমধুর'। *(সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৪/৬০১)।*

তিনি ইবাদতগুযার ও আলেমদের অন্যতম ছিলেন। তিনি তার মায়ের মাথায় চুমু দিতেন। তিনি এমন বাড়ির ছাদের উপর দিয়ে হাঁটতেন না যার নীচে তার মা অবস্থান করতেন। এটি তার মায়ের সম্মানের জন্য করতেন'। *(ত্বারঙ্গী, বিরুল ওয়ালিদায়ন পৃঃ ৭৯; ছালাহুল উম্মাহ ৫/৬৫৩; মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম, উকুকুল ওয়ালিদায়ন ১/৬২; তাবাকাতুল কুবরা ৭/২২৮)।*

ইয়াস বিন মু'আবিয়ার উদারহণ

ইয়াস বিন মু'আবিয়া বছরার কাযী ছিলেন। তিন একাধারে মুহাদ্দিছ, ফক্বীহ ও উপমাবিদ ছিলেন। এই তাবেঈ মায়ের খেদমত করার ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। ১২২ হিজরীতে তিনি মারা যান'। *(আল-বিদায়াহ ওয়াল নিহায়াহ ৩/৩৩৪; ইবনু হিব্বান, আছ-ছিক্বাত ৪/৩৫)।*

হুমাইদ বলেন-

لَمَّا مَاتَتْ أُمُّهُ بَكَى عليها فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ :كَانَ لِي الدالة ال ت بَابَانِ مَفْتُوحَانِ إِلَى الْجَنَّةِ فَخُلِقَ أَحَدُهُمَا-

'ইয়াস বিন মু'আবিয়ার মা মারা গেলে তিনি কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। এ বিষয়ে তাকে জিজ্ঞেস করা হলে, তিনি বললেন, 'আমার জন্য জান্নাতের দু'টি দরজা উন্মুক্ত ছিল, যার একটি বন্ধ হয়ে গেল'। *(আল-বিরু হাদিস/৬০; আল-বিদায়াহ ৯/৩৩৮; ইবনু আসাকির ১০/৩৩; তাহযীবুল কামাল ৩/৪৩৬)।*

পিতা-মাতার সাথে সদাচরণকারীদের প্রশংসায় আল্লাহ বলেন-

أُولَئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ

'এরাই তো তারা যাদের উত্তম আমলগুলি আমি কবুল করি এবং মন্দকর্মগুলি মার্জনা করি। এরা জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহর ওয়াদা সত্য, যা তাদেরকে দেওয়া হয়েছে' *(আহক্বাফ ৪৬/১৬)।*

৫. আল্লাহর পরে পিতা-মাতার হকঃ

ইমাম আবুল লাইস সমরকন্দি (রাঃ) সন্তানের উপর মাতা-পিতার অধিকার এবং মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার সম্পর্কে লিখেছেন, তাঁদের যখন পানাহারের প্রয়োজন হয় তখন তাদেরকে পানাহার করানো। তাদের পোশাকের প্রয়োজন হলে পোশাক-পরিচ্ছেদ দেয়া। তাদের যখন যে সেবা যত্নের প্রয়োজন হয় তখন সেই সেবা প্রদান করা। তারা ডাকলে স্বানন্দে তাদের ডাকে সাড়া দেয়া, তারা কোন কাজের আদেশ করলে তা পালন করা, তাদের সাথে নম্রভাবে বিনয়ীর সুরে কথা বলা, তাঁদের নাম ধরে না ডাকা, তাদের আগে না হাঁটা তাদের সামনে ও উপরে না বসা । তাদের পিছনে ও নিচে বসা এবং সব সময়ই তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা। তাদের নাফরমানি ও অবাধ্যতা থেকে দূরে থাকা। *(নাদরাতুন নাঈম ৩য় খণ্ড পৃঃ ৭৭৯)।*

আল্লাহ তাআলা বলেন-

وقضى ربك إلا تعبدوا إلا إياه و بالوالدين احسانا

"আপনার প্রতিপালক ফয়সালা করে দিয়েছেন যে তোমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারো ইবাদত করবে না এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে"। *(বনী ইসরাইল: ১৭/২৩)।*

وإذ أخذنا ميثاق بني إسراءيل لا تعبدون إلا الله و بالوالدين احسانا

"আমি বনী ইসরাইলের নিকট থেকে অঙ্গীকার নিয়েছি যে, তোমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারো উপাসনা করবে না এবং মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে"। *(আল বাকারাহঃ ০২/৮৩)।*

واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا

"তোমরা আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগী করো, তার সাথে কাউকে শরীক করো না এবং মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করো"। *(আন নিসাঃ ৩৬)।*

وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا

তোমার মাতা-পিতা যদি আমার সাথে এমন সব বিষয়কে শরীক করতে পীড়াপীড়ি করে, যার জ্ঞান তোমার নেই; তবে তুমি তাদের কথা মানবে না এবং দুনিয়াতে তাঁদের সাথে সদ্ভাবে সহঅবস্থান করবে। *(লুকমান: ১৫)।*

উপরোক্ত আয়াতসমূহে আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগী করার ও তার সাথে কাউকে শরীক না করার নির্দেশের পাশাপাশি মাতা-পিতার সাথে সদ্ভাব ও সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অতএব, আল্লাহর হকের পরেই বড় হক হচ্ছে মাতা-পিতার হক।

মাতা-পিতার বদলা

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (ﷺ) বলেছেন, কোন সন্তান মাতা-পিতার স্নেহ-ভালোবাসা, লালন-পালন এবং কষ্টের হক আদায় করতে বা তার বদলা দিতে সক্ষম

নয়। তবে সে যদি তাঁকে কারো দাস রূপে পায়, অতঃপর তাঁকে খরিদ করে মুক্ত করে দেয়, তাহলে কিছু হক আদায় হয়। *(সহীহ মুসলিম, আবু দাউদ)।*

আবু মুসা আশ'আরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, একবার আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) দেখলেন, জনৈক ইয়ামেনী স্বীয় মাতাকে পিঠে বসিয়ে কা'বা শরীফ তাওয়াফ করছিল এবং আবেগের সাথে এ কবিতা আবৃত্তি করছিল-

"আমি তার নিতান্ত অনুগত সাওয়ারি উট

যখন তার সাওয়ারি ভয়ে ভাগে তখন আমি দেইনা ছুট।"

অতঃপর সে হযরত আব্দুল্লাহ (রাঃ) কে দেখে জিজ্ঞেস করল, আপনি কি মনে করেন, আমি আমার মায়ের বদলা দিয়েছি? ইবনে উমর (রাঃ) বলেন, মায়ের বদলা! এটা তো তার এক 'আহ' শব্দের বদলাও হয়নি। *(নাদরাতুন না'ঈম ৩য় খন্ড পৃঃ৭৭৮; আদাবুল মুফরাদ পৃঃ ১০-১১)।*

একবার এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে হাযির হয়ে অভিযোগ করল, হে আল্লাহর রাসুল! আমার মা বদ মেজাজী মানুষ। একথা শুনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যখন তোমাকে গর্ভধারণ করে একাধারে নয় মাস সীমাহীন কষ্ট সহ্য করেছেন, তখন তো তিনি খারাপ মেজাজের ছিলেন না? লোকটি বলল, ইয়া রাসুলুল্লাহ আমি সত্য বলছি, তিনি বদ মেজাজী। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমার খাতিরে তিনি যখন রাতে পর রাত জাগতেন, তোমাকে দুধ পান করাতেন, তখন তো তিনি বদ মেজাজী ছিলেন না। লোকটি বলল, আমি আমার মায়ের সে সব কাজের প্রতিদান দিয়ে ফেলেছি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি সত্যিই প্রতিদান দিয়ে ফেলেছো? সে বলল, আমি মাকে আমার কাঁধে চড়িয়ে হজ্জ করিয়েছি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি কি তার সেই কষ্টের বদলা দিতে পারো, যা তোমার ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় তিনি সহ্য করেছেন? *(ইউসুফ ইসলাহী - হুসনে মু'আশরাত, পৃঃ ৪৯)।*

পিতা-মাতার প্রতিদান

পিতা-মাতা যে কষ্ট করে সন্তান লালন-পালন করেন, তার প্রতিদান কেউ দিতে পারে না। এমনকি মায়ের এক ফোটা দুধের ঋণ পরিশোধ করাও অসম্ভব। গর্ভকালীন একটি দীর্ঘ শ্বাসের বিনিময়ও কোন সন্তান দিতে পারবে না। কিন্তু ভালোর প্রতিদান ভালো কাজ দিয়ে হওয়া উচিৎ।

আল্লাহ বলেন-

هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ

"উত্তম কাজের প্রতিদান উত্তম ছাড়া আর কি হ'তে পারে"? *(আর-রহমান ৫৫/৬০)।*

দাসত্ব বরণকারী পিতাকে মুক্ত করলেও পিতা-মাতার অধিকার আদায় হবে না। যেমন হাদীছে এসেছে-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم :لَا يَجْزِى وَلَدٌ وَالِدَهُ إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসুল (ﷺ) বলেছেন, 'সন্তানের পক্ষে তার পিতাকে প্রতিদান দেয়া সম্ভব নয়। তবে সে তাকে দাসরূপে পেয়ে ক্রয় করে দাসত্বমুক্ত করে দিলে তার প্রতিদান হ'তে পারে'। *(মুসলিম হা/১৫১০; আল-আদাবুল মুফরাদ হা/১০; মিশকাত হা/৩৩৯১)।*

অন্য হাদীছে এসেছে-

وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ :شَهِدْتُ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما وَرَجُلٌ يَمَانِيٌّ يَطُوْفُ بِالْبَيْتِ قَدْ حَمَلَ أُمَّهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، يَقُوْلُ :إِنِّي لَهَا بَعِيرُهَا الْمُذَلَّل ...إِنْ أُذْعِرَتْ رِكَابُهَا لَمْ أَذْعَرْ ثُمَّ قَالَ :يَا ابْنَ عُمَرَ أَتَرَانِي جَزَيْتُهَا؟ قَالَ :لَا، وَلَا بِزَفْرَةٍ وَاحِدَةٍ

আবু বুরদা (রহঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি ইবনে ওমর (রাঃ)-এর সাথে ছিলাম। ইয়েমেনের এক ব্যক্তি তার মাকে তার পিঠে বহন করে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করছিল আর বলছিল, 'আমি তার জন্য তার অনুগত উটতুল্য। আমি তার পাদানিতে আঘাতপ্রাপ্ত হ'লেও নিরুদ্বেগে তা সহ্য করি'। অতঃপর সে ইবনে ওমর (রাঃ)-কে বলল, আমি কি আমার মাতার প্রতিদান দিতে পেরেছি বলে আপনি মনে করেন? তিনি বলেন, না, তার একটি দীর্ঘশ্বাসের প্রতিদানও হয়নি'। *(আল-আদাবুল মুফরাদ হা/১১; আল-আছারুছ ছহীহাহ হা/১৯৯।)*

অন্য বর্ণনায় এসেছে-

عَنِ الْحَسَنِ قَالَ :إِنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا رَأَى رَجُلًا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ حَامِلا أُمَّهُ، وَهُوَ يَقُولُ أَتَرَيْنِي جَزَيْتُكِ يَا أُمَّهُ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا :أَيْ لُكَعُ وَلَا طَلْقَةً وَاحِدَةً :

হাসান হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা ইবনু ওমর (রাঃ) দেখলেন, জনৈক ব্যক্তি তার মাকে কাঁধে নিয়ে বায়তুল্লাহ তাওয়াফকালীন সময়ে বলছে, হে মা! তুমি কি মনে করো আমি তোমার প্রতিদান দিতে পেরেছি? ইবনু ওমর (রাঃ) একথা শুনে বললেন, হে নগণ্য! জন্মের সময়কার একটি কষ্টেরও নয়'। *(ফাকেহী, আখবারে মাক্কাহ হা/৬১৫; মারওয়াযী, আল বিরু ওয়াছ ছিলাহ হা/৩৮, সনদ ছহীহ)।*

আরেকটি হাদীছে এসেছে-

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَنِ اسْتَعَاذَ بِاللَّهِ فَأَعِيذُوهُ وَمَنْ سَأَلَ بِاللَّهِ فَأَعْطُوهُ وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيبُوهُ وَمَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَاتُمُوهُ

আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসুল (ﷺ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর নামে নিরাপত্তা চায়, তাকে নিরাপত্তা দাও। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ নামে ভিক্ষা চায়, তাকে ভিক্ষা

দাও। যে ব্যক্তি তোমাদেরকে দাওয়াত করে তার ডাকে সাড়া দাও। যে ব্যক্তি তোমাদের সাথে সদ্ব্যবহার করে তোমরা তার উত্তম প্রতিদান দাও। প্রতিদান দেয়ার মতো কিছু না পেলে তার জন্য দু'আ করতে থাকো, যতক্ষণ না তোমরা অনুধাবন করতে পারো যে, তোমরা তার প্রতিদান দিতে পেরেছো। *(আবুদাউদ হা/১৬৭২; আহমাদ হা/৫৭৪৩; ছহীহুত তারগীব হা/৮৫২)।*

৬. পিতা-মাতার আনুগত্যের ব্যাপারে রাসুল (ﷺ)-এর উপদেশঃ

রাসুল (ﷺ) ছাহাবীগণের অবস্থা বিবেচনা করে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বিষয়ে উপদেশ দিতেন। কখনো শিরকের বিরুদ্ধে উপদেশ দিতেন। কখনো অন্যান্য অপরাধ হতে বিরত থাকার নছীহত করতেন। বিশেষ করে তিনি পিতা-মাতার আনুগত্য করার উপদেশ অধিকহারে দিয়েছেন। যেমন হাদীছে এসেছে-

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه قَالَ: أَوْصَانِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يتسع :لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا، وَإِنْ قُطِّعْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، وَلَا تَتْرُكَنَّ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ مُتَعَمِّدًا ، فَمَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ، وَلَا تَشْرَبَنَّ الْخَمْرَ، فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ، وَأَطِعْ وَالِدَيْكَ، وَإِنْ أَمَرَاكَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ دُنْيَاكَ، فَاخْرُجْ لَهُمَا، وَلَا تُنَازِعَنَّ وَلاةَ الْأَمْرِ ، وَإِنْ رَأَيْتَ أَنَّكَ أَنْتَ وَلَا تَفِرَّ مِنَ الزَّحْفِ، وَإِنْ هَلَكْتَ وَفَرَّ أَصْحَابُكَ، وَأَنْفِقْ مِنْ طَوْلِكَ عَلَى أَهْلِكَ، وَلَا تَرْفَعْ عَصَاكَ عَنْ أَهْلِكَ، وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ

আবুদ্দারদা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসুল (ﷺ)-আমাকে নয়টি ব্যাপারে অছিয়ত করেছেন-

- আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করো না, যদিও তোমাকে হত্যা করা হয় অথবা অগ্নিদগ্ধ করা হয়।
- ইচ্ছাকৃতভাবে ফরয সালাত ত্যাগ করো না, যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় ফরয ছালাত ত্যাগ করবে তার সম্পর্কে আমার কোন দায়িত্ব নাই।
- মদ্যপান করো না, কেননা তা সকল অনাচারের চাবি (মূল)।
- তোমার পিতা-মাতার আনুগত্য করবে, তারা যদি তোমাকে দুনিয়া ছাড়তেও আদেশ করেন তবে তাই করবে।
- শাসকদের সাথে বিবাদে জড়াবে না, যদিও দেখ যে, তুমিই (হক্কের উপর প্রতিষ্ঠিত তবুও)।

- যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করো না, যদিও তুমি ধ্বংস হও এবং তোমার সাথীরা পলায়ন করে।
- তোমার সামর্থ্য অনুসারে পরিবারের জন্য ব্যয় করো।
- তোমার পরিবারের উপর থেকে লাঠি তুলে রাখবে না (অর্থাৎ শাসনের মধ্যে রাখবে) এবং
- তাদের মধ্যে মহামহিম আল্লাহর ভয় জাগ্রত রাখবে।

(আল-আদাবুল মুফরাদ হাদিস/১৮; মুজামুল কাবীর হাদিস/১৫৬; আওসাত্ব হাদিস/৭৯৫৬; সনদ সহীহ)।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, তিনি বলেন-

وَأَطِعْ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَخْرَجَاكَ مِنْ مَالِكَ وَكُلِّ شَيْءٍ هُوَ لَكَ

'তোমার পিতা-মাতার আনুগত্য করবে, যদিও তারা তোমাকে তোমার সম্পদ থেকে ও কেবল তোমার জন্য নির্দিষ্ট সম্পদ থেকে বঞ্চিত করে'। *(মুজামুল আওসাত্ব হাদিস/৭৯৫৬; মুজামুল কাবীর হাদিস/১৫৬; সহীহ আত-তারগীব হাদিস/৫৬৯)।*

আব্দুল্লাহ ইবন উমার (রা) বলেন, আমার বিবাহ বন্ধনে এমন একজন মহিলা ছিল যাকে আমি ভালবাসতাম। অথচ আমার পিতা উমার (রা) তাকে অপছন্দ করতেন। একদিন তিনি আমাকে বললেন, তুমি তাকে তালাক দাও। আমি তালাক দিতে অস্বীকার করলে উমার (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বিষয়টি অবহিত করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বললেন-

তাকে তালাক দাও এবং তোমার পিতার আনুগত্য করো। আমি তাকে তালাক দিলাম। *(সুনানে ইবনে মাজাহ: হাদিস-২০৮৮, সুনানে তিরমিযী হাদিস-১১৮৯, সহীহ আবু দাউদ হাদিস-৫১৩৮)।*

৭. সন্তানের উপর পিতা-মাতার কবুলিয়াতের দোআঃ

পিতা-মাতার মর্যাদা এতো বেশী যে, তারা সন্তানের জন্য দো'আ করলে আল্লাহ তাদের দো'আ ফিরিয়ে দেন না। পিতা-মাতা যদি সন্তানের জন্য ভালো দো'আ করেন তবে তা কবুল হয়। আবার সন্তানের বিরুদ্ধে খারাপ দো'আ করলে সেটিও আল্লাহও কবুল করে নেন। যেমন হাদীছে এসেছে-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم :ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ لا شَكَّ فِيهِنَّ دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, 'তিন ব্যক্তির দো'আ নিঃসন্দেহে কবুল হয়। মযলুমের দো'আ, মুসাফিরের দো'আ ও সন্তানের জন্য পিতার দো'আ। *(তিরমিযী হাদিস/১৯০৫; আহমাদ হাদিস/৭৫০১; ছহীহুত তারগীব হাদিস/১৬৫৫)।*

তবে সন্তানের বিরুদ্ধে পিতা-মাতার দো'আ করা সমীচীন নয়। যেমন হাদীছে এসেছে, রাসুল (ﷺ) বলেন-

،لَا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَوْلَادِكُمْ، وَلَا تَدْعُوا عَلَي خَدَمِكُمْ، وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَمْوَالِكُمْ لَا تُوَافِقُوا مِنَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى سَاعَةَ نَيْلٍ فِيهَا عَطَاءٌ، فَيَسْتَجِيبَ لَكُمْ

সন্তানদের বা তোমাদের খাদেমের বা তোমাদের মালসম্পদের অকল্যাণ, অমঙ্গল বা ক্ষতি চেয়ে বদ দু'আ করবে না। কারণ, হয়ত এমন হতে পারে যে, যে সময়ে তোমরা বদদু'আ করলে, সেই সময়টি এমন সময় যখন আল্লাহ বান্দার সকল প্রার্থনা কবুল করেন এবং যে যা চায় তাকে তা প্রদান করেন। এভাবে তোমাদের বদদু'আও তিনি কবুল করে নেবেন'। *(মুসলিম হাদীস/৩০০৯; আবু দাউদ হাদিস/১৫৩৪; মিশকাত হাদিস/২২২৯)।*

৮. মাতার অধিকার পিতার তিন গুণঃ

আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا

আমি মানুষকে মাতা-পিতার সাথে সুন্দর আচরণের তাগিদ দিয়েছি। তার মা অনেক কষ্টে তাকে গর্ভে ধারণ করেছে এবং বহু কষ্ট করে ভূমিষ্ট করেছে। গর্ভে ধারণ করা ও দুধ পান করানোর (কঠিন কাজের) সময়কাল হলো আড়াই বছর। *(সুরা আল-আহকাফঃ ১৫)।*

তিনি আরো বলেন-

ووَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشكر لي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

আমি মানুষকে তার মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করার জোর নির্দেশ দিয়েছি। তার মা তাকে কষ্টের পর কষ্ট স্বীকার করে গর্ভে ধারণ করেছে। আর দুধ ছাড়ানো হয় দু'বছরের মধ্যে। এ নির্দেশ দিয়েছি যে, আমার প্রতি ও তোমার মাতা-পিতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। *(সুরা লুকমানঃ ১৪)।*

আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে হাজির হয়ে জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসুলুলাহ! আমার সুন্দর আচরণের সবচাইতে বেশি হকদার কে? তিনি বললেনঃ তোমার মা। সে পূনরায় জিজ্ঞেস করলো, এরপর কে? তিনি বললেনঃ তোমার মা। সে পূনরায় জিজ্ঞেস করলো তারপর কে? তিনি বললেনঃ তোমার মা। সে আবারও জিজ্ঞেস করলো এরপর কে? তিনি বললেনঃ তোমার পিতা। *(বুখারী, কিতাবুল আদব, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৮৮২)।*

বাহয ইবনে হাকিম তার পিতার সূত্রে তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি কার সাথে সবচাইতে বেশী ভালো ব্যবহার করব? তিনি বললেনঃ তোমার মায়ের সাথে। আমি পূনরায় জিজ্ঞেস করলাম, তারপর কার সাথে? তিনি বললেনঃ তোমার মায়ের সাথে। তিনি আবারও জিজ্ঞেস করলেনঃ তারপর কার সাথে? এবারও তিনি বললেনঃ তোমার মায়ের সাথে। আমি পূনরায় জিজ্ঞেস করলাম, তারপর কার সাথে? তিনি বললেনঃ তোমার পিতার সাথে। অতঃপর পর্যায়ক্রমে নিকটতম আত্মীয়-স্বজনের সাথে । *(ইবনু মাজাহ, পৃঃ ২৬০)।*

মিকদাম ইবন মা'দিকারাব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তোমাদের মায়েদের সম্পর্কে তোমাদের উপদেশ দিচ্ছেন। অর্থাৎ তাদের সাথে সদাচরণ করার আদেশ দিচ্ছেন। একথা তিনি তিনবার বললেন। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের পিতাদের সম্পর্কে তোমাদের উপদেশ দিচ্ছেন। নিশ্চয়

আল্লাহ পর্যায়ক্রমে নিকটবর্তীদের সম্পর্কে তোমাদের উপদেশ দিচ্ছেন (সদাচারের)। *(সহীহ মুসলিম, আবু দাউদ)।*

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে জিহাদে যাওয়ার অনুমতি চাইলে তিনি বললেন-

তোমার মাতা-পিতা কি বেঁচে আছে? লোকটি বললো, হা, বেঁচে আছেন। তিনি বললেন, তাদের মাঝে জিহাদ করো। (অর্থাৎ তাদের সেবা-যত্ন ও খেদমতে আত্মনিয়োগ কর। এটাই জিহাদ) *(আল মুসতাদরাক, ৪র্থ-খণ্ড,পৃঃ ১৫০)।*

আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসুল (ﷺ)কে জিজ্ঞেস করেছি, হে আল্লাহর রাসুল (ﷺ) ! মহিলাদের উপর সবচাইতে বেশি অধিকার কার? তিনি জবাব দিলেন: তার স্বামীর। বললাম, পুরষের উপর সবচাইতে বেশি অধিকার কার? তিনি বললেনঃ তার মায়ের। *(আদাবুল মুফরাদ, পৃঃ ০৭)।*

পিতা হলেন পরিবারের আমীর

ইসলামী সমাজ হ'ল নেতৃত্ব ও আনুগত্যের সমাজ। যা আল্লাহর বিধান দ্বারা পরিচালিত হয়। পাঁচ ওয়াক্ত জামা'আতে ইমামের আনুগত্যের মাধ্যমে যার দৈনন্দিন প্রশিক্ষণ হয়ে থাকে। এর দ্বারা মুসলমানদের জামা'আতবদ্ধ জীবনের গুরুত্ব বুঝানো হয়েছে। পরিবার হ'ল সমাজের প্রাথমিক সংস্থা। যা পিতা-মাতা ও সন্তানাদি নিয়ে গঠিত। এই সংস্থা বা সংগঠন পরিচালিত হয় মূলত পিতার মাধ্যমে।

আল্লাহ বলেন

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ -

'পুরুষেরা নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল' *(নিসা ৪/৩৪)।*

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন-

وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ

'পুরুষ হ'ল তার পরিবারের দায়িত্বশীল'। *(বুখারী হা/৭১৩৮, মুসলিম হা/১৮২৯, মিশকাত হা/৩৬৮৫)।*

অতএব পিতা হ'লেন তার পরিবারের আমীর। তার প্রতি আনুগত্য ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা পরিবারের প্রত্যেক সদস্যের জন্য অপরিহার্য কর্তব্য। শিরক বা শরী'আত বিরোধী আদেশ ব্যতীত অন্য সকল ব্যাপারে পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার ও সদাচরণ করতে হবে। তার আদেশই সর্বদা শিরোধার্য হবে এবং পিতা-মাতার অবাধ্যতা আল্লাহর ক্রোধের কারণ হবে। পিতা হবেন পরিবার প্রধান এবং মা হবেন গৃহকত্রী। প্রয়োজন মত পরিবারের বয়স্ক সদস্যদের পরামর্শ নিয়ে তারা পরিবার পরিচালনা করবেন।

কেননা আল্লাহ বলেন-

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ

‘জরুরী বিষয়ে তুমি তাদের সাথে পরামর্শ কর। অতঃপর যখন সংকল্পবদ্ধ হবে, তখন আল্লাহর উপর ভরসা করো’ *(আলে ইমরান ৩/১৫৯)।*

৯. মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের জান্নাতঃ

মা এতো মর্যাদাবান যে, তার পদতলে সন্তানের জান্নাত রয়েছে। যেমন হাদিসে এসেছে-
عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ جَاهَمَةَ السُّلَمِيِّ أَنَّ جَاهَمَةَ جَاءَ إِلى رَسُولِ اللهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَرَدْتُ أَنْ أَغْزُوَ وَقَدْ جِئْتُ اسْتَشِيرُكَ، فَقَالَ هَلْ لَكَ مِنْ أُمٍّ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَالزمها فَإِنَّ الجَنَّةَ تَحْتَ رجليها
হযরত মুয়াবিয়া বিন জাহামা সুলাইমী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি (জাহামা) রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে এসে বললেন, "হে আল্লাহর রাসুল! আমি জিহাদে যাওয়ার ইচ্ছা করেছি এবং আপনার কাছে পরামর্শ চাইতে এসেছি।" রাসুল (ﷺ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার মা আছেন কি?" তিনি বললেন, "হ্যা।" তখন রাসুল (ﷺ) বললেন, "তবে তুমি মায়ের কাছে থাকো। কারণ জান্নাত তার পায়ের নিচে।" *(নাসাঈ হাদিস/৩১০৪; মিশকাত হাদিস/৪৯৩৯; সহীহ আত-তারগীব হাদিস/২৪৮৫)।*

কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে,তিনি বললেন, তোমার কি পিতা-মাতা আছেন? আমি বললাম, হ্যা।

তখন তিনি বললেন-

الْزَمْهُمَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ أَرْجُلِهِمَا

‘তুমি তাদের নিকটে থাক। কেননা জান্নাত রয়েছে তাদের পায়ের নিচে। *(ত্বাবারাণী, মু’জামুল কাবীর হাদিস/২২০২; সহীহ আত-তারগীব হাদিস/২০৮৫)।*

অন্য বর্ণনায় এসেছে, জাহেমাহ আস-সুলামী রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর নিকট ডান দিক থেকে ও বাম দিক থেকে দু’বার এসে বলেন, আমি আপনার সাথে জিহাদে যেতে চাই এবং এর মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আখেরাত কামনা করি। জবাবে রাসুল (ﷺ) বলেন, তোমার মা কি বেঁচে আছেন? তিনি বললেন, হ্যা।

রাসুল (ﷺ) বললেন,

ارْجِعْ فَبَرَّهَا

‘ফিরে যাও। তার সাথে সদ্বাচরণ করো’।

অবশেষে তৃতীয় বার সম্মুখদিক থেকে এসে একই আবেদন করেন। তখন রাসুল (ﷺ) তাকে জিজ্ঞেস করেন, তোমার মা কি জীবিত আছেন? তিনি বললেন, হ্যা।

তখন রাসুল (ﷺ) বললেন-

وَيْحَكَ الْزَمْ رِجْلَهَا فَثَمَّ الْجَنَّةَ

‘তোমার ধ্বংস হোক! তার পায়ের কাছে থাক। সেখানেই জান্নাত রয়েছে। *(ইবনু মাজাহ হাদিস/২৭৮১; ছহীহুল জামে’ হাদিস/১২৪৮; সহীহ আত - তারগীব হাদিস/২৪৮৪)।*

১০. মাতা-পিতার জন্য অর্থ ব্যয়ঃ

যেভাবে সন্তানের ওপর মাতা-পিতার অধিকার রয়েছে তেমনিভাবে সন্তানের সম্পদের ওপরও তাদের অধিকার রয়েছে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা’আলা বলেন-

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ

"হে নবী লোকেরা আপনাকে জিজ্ঞেস করে, আমরা কি ব্যয় করবো? আপনি তাদেরকে বলে দিন, যে মালই তোমরা ব্যয় করো না কেন? তার প্রথম হকদার হলো তোমার মাতা-পিতা।" *(আল-বাকারাহ : ২১৫)।*

এক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট স্বীয় পিতার বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে বললো, তিনি যখনই ইচ্ছা করেন আমার সম্পদ নিয়ে নেন। রাসুল (ﷺ) তার পিতাকে ডাকলেন। লাঠি ভর করে এক দুর্বল বৃদ্ধ হাযির হলেন। তিনি বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। বৃদ্ধলোকটি জবাব দিলেন, হে আল্লাহর রাসুল! এক সময় আমার এ ছেলে দুর্বল অসহায় ও কাপর্দকহীন ছিল। আমি তখন ছিলাম শক্তিশালী ও বিত্তশালী। আমি কখনও তাকে আমার সম্পদ নিতে বাধা দেইনি। আজ আমি দুর্বল ও কাপর্দকহীন, সে শক্তিশালী ও বিত্তশালী। এখন তার সম্পদ আমাকে দেয় না। একথা শুনে রাসুল (ﷺ) বললেন- “তুমি এবং তোমার সম্পদ তোমার পিতার”। *(ইবনু মাজাহ, তিজারাহ পৃঃ ১৬৫)।*

১১. ক্ষেত্র বিশেষ পিতা-মাতার সেবা করা জিহাদ অপেক্ষা উত্তমঃ

দ্বীন রক্ষার জন্য অনেক সময় জিহাদে যেতে হয়। আর আল্লাহর পথে জিহাদের ফযীলত কত বেশী তা বলার অপেক্ষা রাখে না। অথচ এই ফযীলতপূর্ণ আমলের উপর পিতা-মাতার সেবাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। যেমন হাদীছে এসেছে-

عَنْ عَبْدِ الله بن عمرو رضى الله عنهما يَقُولُ :جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَأْذَنَهُ فِي الْجِهَادِ، فَقَالَ :أَحَيٌّ وَالِدَاكَ؟ قَالَ :نَعَمْ، قَال فَفِيهِمَا فَجَاهد

আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী করীম (ﷺ)-এর নিকট এসে জিহাদে যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করল। তখন তিনি বললেন, তোমার পিতা-মাতা কি জীবিত আছেন? সে বলল, হ্যাঁ। নবী করীম (ﷺ) বললেন, তাহলে তাঁদের খিদমতের চেষ্টা করো'। *(বুখারী হাদিস/৩০০৪; মুসলিম হাদীস/২৫৪৯; মিশকাত হাদিস/৩৮১৭)।*

হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, এর অর্থ হ'ল, 'তোমার পিতা-মাতা জীবিত থাকলে তাদের সেবা ও খিদমতে সর্বোচ্চ চেষ্টা কর। কারণ এটি জিহাদের স্থলাভিষিক্ত হবে'। *(ফাতহুল বারী ১০/৪০৩)।*

অন্য হাদীছে এসেছে-

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ أَقْبَلَ رَجُلٌ إِلَى نَبِي الله صلى الله عليه وسلم فقال :أبايعكَ عَلَى الْهَجْرَةِ وَالْجِهَادِ ابْتَغِي الأَجْرَ مِنَ اللَّهِ .قَالَ :فَهَلْ مِنْ وَالِدَيْكَ أَحَدٌ حَيٍّ قَالَ نَعَمْ، بَلْ كِلاهُمَا قَالَ :فَتَبْتَغِي الْآخِرَ مِنَ اللَّهِ قَالَ :نَعَمْ .قَالَ :فَارْجِعْ إِلَى وَالِدَيْكَ فَأَحْسَنُ صُحْبَتَهُمَا

আব্দুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আছ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী করীম (ﷺ)-এর নিকট এসে বলল, আমি আপনার হাতে হিজরত ও জিহাদের জন্য বায়'আত গ্রহণ করব। এতে আমি আল্লাহর কাছে পুরস্কার ও বিনিময় আশা করি। তিনি বললেন, তোমার পিতা-মাতার মধ্যে কেউ জীবিত আছেন কি? সে বলল, হ্যাঁ, বরং উভয়ে জীবিত আছেন। তিনি বললেন, তাহলে তুমি আল্লাহর কাছে বিনিময় প্রত্যাশা করছো? সে বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তাহলে তুমি তোমার পিতামাতার কাছে ফিরে যাও এবং তাদের দু'জনের সঙ্গে সদাচরণপূর্ণ জীবন যাপন করো'। *(মুসলিম হা/২৫৪৯; সহীহ আত-তারগীব হা/২৪৮০)।*

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, আমি তাদের উভয়কে ক্রন্দনরত অবস্থায় ছেড়ে এসেছি। রাসুল (ﷺ) বললেন, এরপরেও তুমি আল্লাহর নিকট পুরস্কার আশা করো? লোকটি বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, 'তুমি তোমার পিতা-মাতার নিকট ফিরে যাও ও সর্বোত্তম সাহচর্য দান করো এবং তাদের কাছেই (খিদমতে) জিহাদ করো'। *(মুসলিম হাদীস/২৫৪৯; মিশকাত হাদিস/৩৮১৭)।*

তিনি আরও বলেন-

فَارْجِعْ إِلَيْهِمَا فَأَضْحِكُهُما ،مَا أَبْكَيْتَهُمَا، وَأَبِي أَنْ يُبَايِعَهُ

'তুমি তাদের কাছে ফিরে যাও। অতঃপর তাদেরকে হাসাও, যেমনভাবে তাদেরকে কাঁদিয়েছ। অতঃপর তিনি তার বায়'আত নিতে অস্বীকার করলেন'। *(আবু দাউদ হাদিস/২৫৩০; আহমাদ হাদিস/১১৭৩৯; সহীহ আত-তারগীব হাদিস/২৪৮২)।*

অন্য হাদীছে এসেছে-

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي :أَنَّ رَجُلاً هَاجَرَ إِلَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مِنَ الْيَمَنِ فَقَالَ :هَلْ لَكَ أَحَدٌ بِالْيَمَنِ؟ قَالَ :أَبَوَايَ، قَالَ :أَذِنَا لَكَ؟ قال :لا، قَالَ :ارْجِعْ إِلَيْهِمَا فَاسْتَأْذِنْهُمَا فَإِنْ أَذِنَا لَكَ فَجَاهِدٌ وَإِلَّا فَبِرَّهُمَا

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি ইয়েমেন থেকে হিজরত করে রাসুল (ﷺ)-এর নিকট চলে আসলে তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়েমেনে কি তোমার কেউ আছে? সে বলল, আমার পিতা-মাতা আছেন। তিনি বললেন, তারা তোমাকে অনুমতি দিয়েছেন? সে বলল, না। তিনি বললেন, তুমি তাদের নিকট ফিরে গিয়ে তাদের কাছে অনুমতি প্রার্থনা কর। যদি তারা অনুমতি দেন তাহলে জিহাদে যাও। অন্যথা তাদের সাথে সদাচরণ করো'। *(আবু দাউদ, হা/২৫৩০; আহমাদ হা/১১৭৩৯। সহীহ আত-তারগীব হা/২৪৮২)।*

পিতামাতার খিদমত করা আল্লাহর পথে জিহাদরত থাকার সমতুল্য

মানুষ জীবনে সফল হওয়ার জন্য বিভিন্ন চেষ্টা-প্রচেষ্টা করে থাকে। কেউ দুনিয়াতে সফল হয়। আবার কেউ ব্যর্থ হয়। কিন্তু পিতামাতার খিদমতে সময় ব্যয় করলে দুনিয়া এবং পরকালে নিশ্চিত সফলতা। তা ছাড়া এটি আল্লাহর পথে জিহাদের সমতুল্য। *হাদীছে এসেছে-*

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا شَابٌّ مِنَ الثَّنِيَّةِ فَلَمَّا رَأَيْنَاهُ بِأَبْصَارِنَا قُلْنَا :لَوْ أَنَّ هَذَا الشَّابَ جَعَلَ شَبَابَهُ وَنَشَاطَهُ وَقُوَّتَهُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ فَسَمِعَ مَقَالَتَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ :وَمَا سَبِيلُ اللَّهِ إِلاَّ مَنْ قُتِلَ؟ مَنْ سَعَى عَلَى وَالِدَيْهِ فَفِى سَبِيلِ اللَّهِ، وَمَنْ سَعَى عَلَى عِيَالِهِ فَفِى سَبِيلِ اللَّهِ، وَمَنْ سَعَى عَلَى نَفْسِهِ لِيُعِفَّهَا فَفِى سَبِيلِ اللَّهِ، وَمَنْ سَعَى عَلَى التَّكَاثُرِ فَهُوَ فِى سَبِيلِ الشَّيْطَانِ

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা আমরা রাসুল (ﷺ)-এর সাথে বসা ছিলাম। হঠাৎ করে একজন যুবক ছানিয়া নিম্ন ভূমি থেকে আগমন করল। তাকে গভীর দৃষ্টিতে অবলোকন করে বললাম, যদি এই যুবকটি তার যৌবন, উদ্যম ও শক্তি আল্লাহর পথে ব্যয় করত! বর্ণনাকারী বলেন, রাসুল (ﷺ) আমাদের বক্তব্য শুনে বললেন, কেবল নিহত হলেই কি আল্লাহর পথ? যে ব্যক্তি মাতা-পিতার খিদমতে চেষ্টা করবে সে আল্লাহর পথে। যে পরিবার-পরিজনের জন্য চেষ্টায়রত সে আল্লাহর পথে। যে ব্যক্তি নিজেকে গুনাহ থেকে রক্ষার চেষ্টায়রত সে আল্লাহর পথে। আর যে ব্যক্তি সম্পদের প্রাচুর্যতার চেষ্টায়রত সে শয়তানের পথে'। *(মুজামুল আওসাত্ব হাদিস/৪২১৪; শু'আবুল ঈমান হাদিস/৯৮৯২; ছহীহাহ হাদিস/৩২৪৮)।*

১২. জীবিত অবস্থায় পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের করণীয়ঃ

জীবিত অবস্থায় ৭-টি করনীয় কর্তব্য হলো-

- সম্মান ও শ্রদ্ধা করা
- ভালোবাসা
- মান্য করা
- সেবা-যত্ন করা
- সুখ-শান্তির চিন্তা ও ব্যবস্থা করা
- প্রয়োজন পূরণ করা ও
- দূরে থাকলে দেখা-সাক্ষাৎ করা।

পিতা-মাতা সন্তানের জন্য আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে বড় নে'আমত। তারা সর্বদা সন্তানের কল্যাণের কথা চিন্তা করেন। অনেক সময় পিতা-মাতার মতের সাথে সন্তানের মতের অমিল হতে পারে। এমন পরিস্থিতিতে সন্তানের জন্য আবশ্যক হলো পিতা-মাতার আনুগত্য করা।

মহান আল্লাহ বলেন-

وَاعْبُدُوا اللهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالاً فَخُورًا

'ইবাদত করো আল্লাহর, শরীক করো না তার সাথে অপর কাউকে, পিতা-মাতার সাথে সৎ ও সদয় ব্যবহার করো এবং নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম-মিসকীন, নিকট প্রতিবেশী, দূর প্রতিবেশী, সঙ্গী-সাথী, মুসাফির এবং দাস-দাসীর প্রতিও। নিশ্চয়ই আল্লাহ পছন্দ করেন না দাম্ভিক-অহংকারীকে' *(নিসাঃ ৪/৩৬)।*

তিনি আরো বলেন-

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا

'আর যখন আমরা বনু ইসরাইলের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিলাম যে, তোমরা আল্লাহ ব্যতীত কারো দাসত্ব করবে না এবং পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম ও অভাবগ্রস্তদের সাথে সদ্ব্যবহার করবে, মানুষের সাথে উত্তম কথা বলবে'। *(বাক্বারাহঃ ২/৮৩)।*

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন-

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقَ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ

তুমি বলো, এস আমি তোমাদেরকে ঐ বিষয়গুলো পাঠ করে শুনাই যা তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের উপর হারাম করেছেন। আর তা হ'ল এই যে, তোমরা তার সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না। পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে। দরিদ্রতার ভয়ে তোমরা তোমাদের

সন্তানদের হত্যা করবে না। আমিই তোমাদেরকে ও তাদেরকে জীবিকা প্রদান করে থাকি'। *(আন'আমঃ ৬/১৫১)।*

অন্যত্র আল্লাহ নিজের অবদানের পাশাপাশি মায়ের অবদান সন্তানদের স্বরণ করিয়ে দিয়ে বলেন-

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের মায়ের গর্ভ থেকে বের করেছেন। তোমরা কিছুই জানতে না। তিনি তোমাদেরকে কর্ণ, চক্ষু ও অন্তর দিয়েছেন, যাতে তোমরা অনুগ্রহ স্বীকার করো'। *(নাহলঃ ১৬/৭৮)।*

পবিত্র কুরআনে পিতা-মাতার হক সমূহকে আল্লাহ তা'আলার ইবাদত ও আনুগত্যের সাথে যুক্ত করে বর্ণনা করা হয়েছে। যাতে বান্দা তার জীবদ্দশায় সতর্কতা বজায় রেখে একনিষ্ঠভাবে পিতা-মাতার ন্যায়সঙ্গত অধিকার পূর্ণ করতে সক্ষম হয়। পিতামাতাকেও তাদের গর্ভধারণকালীন কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে, যাতে পিতা-মাতা সন্তানকে কোন সময় আল্লাহর বিরুদ্ধাচরণ করতে না বলে। *আল্লাহ তা'আলা বলেন-*

هو الذي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغْشَاهَا حَمَلَتْ حَمْلاً خَفِيفاً فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوُا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحاً لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ - فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحاً جَعَلَا لَهُ شُرَكَاء فِيْمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَيُشْرِكُونَ مَا لا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ

'তিনিই আল্লাহ যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন একজন মাত্র ব্যক্তি (আদম) থেকে। অতঃপর তার থেকে সৃষ্টি করেছেন তার স্ত্রী (হাওয়া)-কে। যাতে সে তার নিকটে প্রশান্তি লাভ করে। অতঃপর যখন সে তাকে আবৃত করে, তখন সে হালকা গর্ভধারণ করে। আর এটা নিয়েই সে চলাফেরা করে। অতঃপর যখন তা ভারি হয়, তখন স্বামী-স্ত্রী উভয়ে তাদের প্রতিপালককে ডাকে, যদি তুমি আমাদেরকে সুসন্তান দাও, তাহলে অবশ্যই আমরা কৃতজ্ঞ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হব। অতঃপর যখন আল্লাহ তাদেরকে সুঠামদেহী সন্তান দান করেন, তখন তারা আল্লাহর এই দানে তার সঙ্গে অন্যকে শরীক নির্ধারণ করে। অথচ তারা যেসব বিষয়কে শরীক সাব্যস্ত করে, আল্লাহ তাদের থেকে অনেক ঊর্ধ্বে। তারা কি এমন বিষয়কে শরীক নির্ধারণ করে যারা কিছুই সৃষ্টি করে না, বরং তারা নিজেরাই সৃষ্ট।' *(আ'রাফ ৭/১৮৯-১৯১)।*

অন্য একটি আছারে বর্ণিত হয়েছে, যুরারাহ বিন আওফা হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন-

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ :إِنِّي أَرَدْتُ أَنْ أَغْزُوَ الرُّوْمَ، وَإِنْ أَبَوَي يَسْتَعاني قَالَ :أَطِعْ أَبَوَيْكَ وَاجْلِسْ فَإِنَّ الرُّوْمَ سَتَجِدُ مَنْ يَغْزُوهَا غَيْرَكَ

'জনৈক ব্যক্তি ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর নিকট এসে বলল, আমি রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যেতে চাই। অথচ আমার পিতা-মাতা আমাকে বাধা দেন। তিনি বললেন, পিতা-মাতার অনুগত্য করো এবং অপেক্ষা কর। কেননা খুব শীঘ্রই রোমকরা তুমি ছাড়া এমন ব্যক্তির সাক্ষাৎ লাভ

করবে, যে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে'। *(ইবনু আবী শায়বাহ, হাদিস/৩৩৪৫৯, আল বির্রু ওয়াছ ছিলাহ হাদিস/৭১, সনদ সহীহ)।*

পিতা-মাতার মাঝে দ্বন্দ্ব লাগলে সন্তানের করণীয়

পিতা-মাতা সন্তানের নিকট সমমর্যাদার অধিকারী। যদিও সেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে মা অগ্রাধিকারযোগ্য। বর্তমান অনৈসলামিক সমাজ ব্যবস্থায় দেখা যায় পিতা ও মাতার মধ্যে মনোমালিন্য লেগেই থাকে। এমনকি তারা সন্তানের সামনে উচ্চ ভাষায় পরস্পরকে গালিগালাজ করে এবং হাতাহাতিও করে। আর এর কারণ হ'ল শয়তান স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ ঘটাতে পারলে খুব খুশী হয়। রাসুল (ﷺ) বলেন-

إِنَّ إِبْلِيسَ يَضَعُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا فَيَقُولُ مَا صَنَعْتَ شَيْئًا قَالَ ثُمَّ يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ مَا تَرَكْتُهُ حَتَّى فَرَّقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ قَالَ :فَيُدْنِيهِ مِنْهُ وَيَقُولُ نِعْمَ أَنْتَ

“ইবলিশ শয়তান সমুদ্রের পানির উপর তার সিংহাসন স্থাপন করে। অতঃপর মানুষের মধ্যে ফিৎনা-ফাসাদ সৃষ্টি করার জন্য সেখান থেকে তার বাহিনী চারদিকে প্রেরণ করে। এদের মধ্যে সে শয়তানই তার নিকট সর্বাধিক সম্মানিত যে শয়তান মানুষকে সবচেয়ে বেশী ফিৎনায় নিপতিত করতে পারে। তাদের মধ্যে একজন ফিরে এসে বলে, আমি এরূপ এরূপ ফিৎনা মানুষের মধ্যে সৃষ্টি করেছি। তখন সে (ইবলিশ) প্রত্যুত্তরে বলে, তুমি কিছুই করনি। তিনি বলেন, অতঃপর এদের অপর একজন এসে বলে, আমি মানব সন্তানকে ছেড়ে দেইনি, এমনকি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ করে দিয়েছি। তিনি বলেন, শয়তান এ কথা শুনে তাকে নিকটে বসায় আর বলে, তুমিই উত্তম কাজ করেছ। বর্ণনাকারী আ'মাশ বলেন, আমার মনে হয় জাবের (রাঃ) এটাও বলেছেন যে, অতঃপর ইবলীস তার সাথে আলিঙ্গন করে”। *(মুসলিম হা/২৮১৩; মিশকাত হা/৭১)।*

এক্ষেত্রে সন্তানের দায়িত্ব হল নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিষয়গুলো অবলোকন করে উভয়কে নিজেদের ভুলের ব্যাপারে সচেতন করা এবং বুঝিয়ে তাদের মাঝে মীমাংসা করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আর যখন তোমরা কথা বলবে তখন ন্যায় কথা বলবে, তা নিকট জনের বিরুদ্ধে হলেও' *(আন'আমঃ ৬/১৫২)।*

তিনি আরো বলেন, 'হে মুমিনগণ! তোমরা ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাক আল্লাহর জন্য সাক্ষ্যদাতা হিসাবে, যদিও সেটি তোমাদের নিজেদের কিংবা তোমাদের পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়দের বিরুদ্ধে যায়' *(নিসাঃ ৪/১৩৫)*।

এখানে তাদের মাঝে মীমাংসা করে দেওয়া সদাচরণের অংশ।

আল্লাহ তা'আলা বলেন-

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

'মুমিনগণ পরস্পরে ভাই ব্যতীত নয়। অতএব তোমাদের দু'ভাইয়ের মধ্যে সন্ধি করে দাও। আর আল্লাহকে ভয় কর। তাতে তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হবে' *(হুজুরাতঃ ৪৯/১০)।*

আর মীমাংসা করে দেওয়ার কাজটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এটি না করলে পিতা-মাতার মাঝে বিচ্ছেদ ঘটতে পারে, যা সন্তানের জন্য অত্যন্ত বেদনাদায়ক হবে। রাসুল (ﷺ) মীমাংসা করার গুরুত্ব বুঝাতে গিয়ে বলেন-

،أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصَّيَامِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ، قَالُوا :بَلَى، قَالَ صَلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ فَإِنَّ فَسَادَ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ

আমি তোমাদেরকে (নফল) ছিয়াম, ছালাত ও ছাদাক্বা অপেক্ষাও উত্তম আমলের কথা বলব না? ছাহবীগণ বললেন, অবশ্যই বলুন। তিনি বললেন, বিবদমান দু'ব্যক্তির মাঝে সুসম্পর্ক স্থাপন করা। কেননা পরস্পর সম্পর্ক বিনষ্ট করা হ'ল দ্বীন ধ্বংসকারী বিষয়'। *(তিরমিযী হা/২৫০৯; মিশকাত হা/৫০৩৮; ছহীহুত তারগীব হা/২৮১৪)।*

এছাড়াও সন্তান নিম্নের পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করতে পারে-

- সন্তান পিতা-মাতার মীমাংসার জন্য দো'আ করবে। আর দো'আ করার জন্য দো'আ কবুলের সময়গুলো বেছে নিবে; সেটি হতে পারে সিজদায়, শেষ রাতে বা ফরয ছালাত শেষে।
- পিতা ও মাতা উভয় বংশের মধ্য হতে দু'জন বিচারক নিয়োগ করা। যাতে তারা তাদের মাঝের মতপার্থক্য দূর করে সমঝোতায় উপনীত হতে পারে। আর আশা রাখবে আল্লাহ যাতে এদের মাধ্যমে মীমাংসা করে দেন। আল্লাহ বলেন-

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِۦ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصْلَٰحًا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَآ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ۝

আর যদি তোমরা (স্বামী-স্ত্রী) উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদের আশংকা করো, তাহ'লে স্বামীর পরিবার থেকে একজন ও স্ত্রীর পরিবার থেকে একজন শালিস নিযুক্ত কর। যদি তারা উভয়ে মীমাংসা চায়, তাহ'লে আল্লাহ উভয়ের মধ্যে (সম্প্রীতির) তাওফীক দান করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও ভিতর-বাহির সবকিছু অবহিত' *(নিসা ৪/৩৫)।*

- পিতা-মাতা উভয়কে ক্ষমা করার গুরুত্ব ও ফযীলত সম্পর্কে অবহিত করা। যাতে তারা পরস্পরকে ক্ষমা করে পরস্পরের প্রতি সহনশীল ও সহমর্মী হয়। আল্লাহ বলেন-

وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

'তবে মাফ করে দেওয়াটাই তাক্বওয়ার অধিক নিকটবর্তী। তোমরা পরস্পরের প্রতি সদাচরণকে ভুলে যেয়ো না। *(বাক্বারাহঃ ২/২৩৭)।*

আল্লাহ আরো বলেন- তারা যেন তাদের মার্জনা করে ও দোষ-ত্রুটি এড়িয়ে যায়। তোমরা কি চাও না যে, আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করেন? বস্তুত, আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়াবান *(নূরঃ ২৪/২২)।*

- পিতা-মাতাকে সম্পর্ক ছিন্ন করার ভয়াবহতা সম্পর্কে অবহিত করবে। অবহিত করবে পরস্পরকে পরিত্যাগ করার ভয়াবহতা সম্পর্কে।
- পিতা-মাতাকে পারস্পরিক ভালো ধারণা সম্পর্কে অবহিত করবে। পিতার নিকট মায়ের অনুশোচনা সম্পর্কে অবহিত করবে এবং মায়ের নিকট পিতার অকৃত্রিম ভালো থাকার কথা অবহিত করবে যদিও তা মিথ্যা হয়।

রাসুল (ﷺ) বলেন-

لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ وَيَقُولُ خَيْرًا وَيَنْمِي خَيْرًا

সে ব্যক্তি মিথ্যাবাদী নয়, যে মানুষের মধ্যে মীমাংসা করার জন্য (নিজের থেকে) ভালো কথা পৌঁছে দেয় কিংবা ভালো কথা বলে'। *(বুখারীঃ হা/২৬৯২; মুসলিম হা/২৬০৫; মিশকাত হা/৪৮২৫)।*

১৩. অমুসলিম মাতা-পিতার প্রতি আচরণঃ

সন্তানের ইসলাম গ্রহণের পরও যদি মাতা-পিতা কুফর ও শিরকের পংকিলতায় নিমজ্জিত থাকে এবং তাকে কুফরীতে ফিরে আসতে বাধ্য করে, তবে কোনক্রমেই তাদের কথা মানা ও তাদের আনুগত্য করা যাবে না। কেননা আল্লাহর নাফরমানীমূলক কাজে কোন মানুষের আনুগত্য করা হালাল নয়। তবে অবশ্যই মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার ও সদাচরণ করে যেতে হবে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَإِنْ جَاهَدَاكَ على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبَهُمَا في الدُّنْيَا مَعْرُوفًا

"মাতা-পিতা যদি আমার সাথে কাউকে শরীক করার জন্য তোমার উপর চাপ প্রয়োগ করে- যে সম্পর্কে তোমার কোন জ্ঞান নেই। তাহলে অবশ্যই তাদের আনুগত্য করবে না এবং দুনিয়ার জীবনে তাদের সাথে সম্ভাবে সহঅবস্থান করবে। আর তাদের আনুগত্য করবে যারা আমার দিকে প্রত্যাবর্তনকারী"। *(সহীহ বুখারী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৮৮৪; মুসলিম, কিতাবুত যাকাত, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৬৯৬)।*

মাতা-পিতা সন্তানকে কুফরী করার জন্য যত কঠিন চাপ প্রয়োগ করুক না কেন, তাদের কথা মানা ও তাদের আনুগত্য করা যাবে না। তবে তাদের সাথে অবশ্যই সদ্ব্যবহার ও সুন্দর আচরণ করে যেতে হবে। আবু বাকর (রা) এর কন্যা আসমা (রা) বলেন, রাসুলুল্লাহ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালামের যুগে আমার মা মুশরিক অবস্থায় আমার নিকট এসেছিলেন। আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আরয করলাম, আমার মা আমার নিকট এসেছেন, তিনি ইসলাম থেকে বিমুখ রয়েছেন। আমি কি তার সাথে সদ্ব্যবহার করব? তিনি বললেন হ্যাঁ, মায়ের সাথে সদ্ব্যবহার করো।

আবু হুরাইরা (রাঃ) মুসলমান হওয়ার পরও দীর্ঘদিন যাবত তার মা শিরকে নিমজ্জিত ছিলেন। তিনি মাকে সর্বদা শিরকের পরিণাম সম্পর্কে সর্তক করতেন এবং ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দিতেন। আর তার মাও সর্বদা অস্বীকৃতি জানাতে থাকতেন। তা সত্বেও আবু হুরাইরা (রাঃ) তার মায়ের ইজ্জত-সম্মান, খেদমত ও আনুগত্যে কোন প্রকার ত্রুটি করেননি।

আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার মা মুশরিক থাকা অবস্থায় আমি তাঁকে সর্বদা ইসলাম গ্রহণ করার দাওয়াত দিতাম। একদিন আমি তাঁকে ইসলামের দাওয়াত দিলে তিনি রাসুলুল্লাহ (ﷺ) সম্পর্কে আমাকে এমন কিছু কথা শুনালেন, আমার অন্তর বেদনায় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠে। আমি ক্রন্দনরত অবস্থায় রাসুলুল্লাহ (ﷺ) খেদমতে হাযির হয়ে আরয করলাম, হে আল্লাহর রাসুল! আমি সব সময় আমার মাকে ইসলামের দাওয়াত দিতে থাকি, তিনি সব সময় তা অস্বীকার করতে থাকেন। আজ আমি তাকে ইসলামের দাওয়াত দিলে তিনি রাগান্বিত হয়ে আপনার শানে বেয়াদবী করে বসেন এবং আপনাকে গালমন্দ করেন। আমি তা সহ্য করতে পারিনি। আপনি আল্লাহর দরবারে দু'আ করুন। যেন তিনি আবু

হুরাইরার মাকে হেদায়েত নসীব করেন। রাসুল (ﷺ) দু'আ করলেন, হে আল্লাহ! আপনি আবু হুরাইরার মাকে হেদায়েত করুন।

আমি রাসুলুল্লাহ (ﷺ) এর দু'আর সুসংবাদ নিয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে পড়লাম। আমি বাড়ি পৌঁছে দেখি ঘরের দরজা বন্ধ। তিনি আমার পায়ের শব্দ শুনে ভেতর থেকে বললেন, আবু হুরাইরা অপেক্ষা করো। আমি পানি পড়ার শব্দ শুনতে পেলাম। আবু হুরাইরা (রা) বলেন, তিনি তাড়াতাড়ি গোসল শেষ করে দোপাট্টা পরিধান করে উড়না পরা ছাড়াই দরজা খুলে দিলেন। অতঃপর বললেন; আবু হুরাইরা! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (ﷺ) আলাহর বান্দা ও তার রাসুল। আমি আনন্দে ক্রন্দনরত অবস্থায় রাসুলুল্লাহ (ﷺ) খেদমতে হাযির হয়ে বললাম, হে আল্লাহর রাসুল! আমি আপনাকে সুসংবাদ শুনাতে এসেছি। আল্লাহ তা'আলা আপনার দু'আ কবুল করেছেন। তিনি আবু হুরাইরার মাকে হেদায়েত নসীব করেছেন। একথা শুনে তিনি খুশি হলেন এবং আল্লাহর প্রশংসা ও গুনগান করলেন এবং আমাকে নসিহত করলেন। এরপর আমি আরয করলাম, ইয়া রাসুলুল্লাহ! আপনি দু'আ করুন যেন আল্লাহ আমাকে এবং আমার মাকে সকল মুমিনের প্রিয় বানিয়ে দেন। রাসুল (ﷺ) দু'আ করলেন, ইয়া আল্লাহ! আবু হুরাইরা ও তার মায়ের প্রতি ভালবাসা সকল মুমিনের অন্তরে সৃষ্টি করে দিন এবং তাদের উভয়ের অন্তরে সকল মুসলমানের প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি করে দিন। এ দুআর পর যে মুসলমানই আমাকে দেখেছে অথবা আমার কথা শুনেছে সেই আমাকে ভালোবেসেছে। *(মুসলিম, ফাযায়িল অধ্যায়, হাদিস/২৪৯১)।*

অমুসলিম পিতা-মাতাকে দান

অমুসলিম পিতা-মাতার জন্য মুসলিম সন্তান খরচ করবে। তাদের প্রয়োজনে নগদ অর্থ প্রদান করবে। তবে তাদের যাকাতের মাল থেকে দেওয়া যাবে না। কারণ তারা মুশরিক। আর মুশরিক যাকাতের মালের হকদার নয়। অমুসলিমকে সাধারণ দান-খয়রাত করা যাবে। আয়েশা (রাঃ)-এর নিকট জনৈক ইহুদী মহিলা ভিক্ষা চাইলে তিনি তাকে ভিক্ষা দেন। *(বুখারী হা/১০৪৯; মুসলিম হা/৯০৩; মিশকাত হা/১২৮)।*

পিতা-মাতা হিসাবেও তাদের যাকাতের মাল দেওয়া যাবে না। যেমনটি মুসলিম পিতা-মাতাকে যাকাতের মাল থেকে দেওয়া যাবে না। কারণ সন্তানের জন্য আবশ্যক হল পিতা-মাতার যাবতীয় খরচ বহন করা। ইমাম আবুদাউদ 'অমুসলিমদের উপর ছাদাক্বাহ করার বিধান' অনুচ্ছেদ রচনা করে আসমা বর্ণিত হাদীছটি বর্ণনা করেন। *(দলীলুল ফালেহীন লি তুরুকে রিয়াযুছ ছালেহীন ৩/১৬২)।*

আসমা (রাঃ) হতে বর্ণিত-

قَدِمَتْ عَلَى أُمِّى رَاغِبَةٌ فِي عَهْدِ قُرَيْشٍ وَهِيَ رَاغِمَةٌ مُشْرِكَةٌ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أُمِّى قَدِمَتْ عَلَيَّ وَهِيَ رَاغِمَةٌ مُشْرِكَةً أَفَأَصِلُهَا قَالَ :نَعَمْ فَصِلِي أُمَّكِ

'আমার মাতা, যিনি ইসলামের প্রতি বৈরী ও কুরাইশদের ধর্মের অনুরাগী ছিলেন (কুরাইশদের সাথে হোদায়বিয়ার সন্ধির সময়) আমার নিকট আগমন করেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসুল! আমার মাতা আমার নিকট এসেছেন, কিন্তু তিনি ইসলাম বৈরী মুশরিক। এখন (আত্মীয়তার বন্ধন হেতু) আমি কি তাকে কিছু দান করার মাধ্যমে সম্পর্ক রক্ষা করব? তিনি বলেন, হ্যাঁ, তুমি তোমার মাতার সাথে সুম্পর্ক বজায় রাখ'। *(আবু-দাউদ হা/১৬৬৮; ছহীহ তারগীব হা/২৫০০; মিরকাত হা/৪৯১৩-এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)।*

অমুসলিম পিতা-মাতার হেদায়াতের জন্য দো'আ

সাধারণভাবে অমুসলিমদের হেদায়াতের জন্য দো'আ করা কর্তব্য। রাসুল (ﷺ) আবু জাহল বা ওমরের হেদায়াতের জন্য, আবু হুরায়রার মায়ের হেদায়াতের জন্য, দাউস সম্প্রদায়ের হেদায়াতের জন্য, ছাক্বীফ গোত্রের হেদায়াতের জন্য এবং ইহুদী খৃষ্টানদের হেদায়াতের জন্য দো'আ করেছিলেন'। *(বুখারী হা/২৯৩৭; মুসলিম হা/২৪৯১; আহমাদ হা/১৪৭৪৩; আবুদাউদ হা/৫৩৮; তিরমিযী হা/৩৯৪২; মিশকাত হা/৪৭৪০, ৫৯৮৬)।*

কারণ কারো দাওয়াতের মাধ্যমে বা দো'আর মাধ্যমে কেউ হেদায়াত হ'লে সেটি লাল উট কুরবানী করা অপেক্ষা উত্তম'। (বুখারী, হা/২৯৪২; আবু-দাউদ হা/৩৬৬১)।

আর পিতা-মাতা সবচেয়ে কাছের মানুষ। কাজেই পিতা-মাতা অমুসলিম থেকে জাহান্নামে যাবে এটি কোন সন্তানের কাম্য নয়। সেজন্য অমুসলিম পিতা-মাতার সাথে সদাচরণের পাশাপাশি তাদের হেদায়াতের জন্য আল্লাহর নিকট খালেছ অন্তরে দো'আ করতে হবে।

আবু কাছীর থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, আমি আমার মাকে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানাতাম, তখন তিনি মুশরিক ছিলেন। একদিন আমি তাকে ইসলাম কবুলের জন্য আহ্বান জানালাম। তখন তিনি রাসুল (ﷺ) সম্পর্কে আমাকে এমন এক কথা শোনালেন যা আমার কাছে খুবই অপ্রিয় ছিল। আমি কাঁদতে কাঁদতে রাসুল (ﷺ)-এর কাছে এলাম। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল! আমি আমার মাকে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে আসছিলাম। আর তিনি অস্বীকার করে আসছিলেন। এরপর আমি তাকে আজ দাওয়াত দেওয়াতে তিনি আমাকে আপনার সম্পর্কে এমন কথা শোনালেন, যা আমি পসন্দ করি না। সুতরাং আপনি আল্লাহর কাছে দো'আ করুন যেন তিনি আবু হুরায়রার মাকে হেদায়াত দান করেন।

তখন আল্লাহর রাসুল বললেন, اللَّهُمَّ اهْدِ أُمَّ أَبِي هريرة 'হে আল্লাহ্! আবু হুরায়রার মাকে হেদায়াত দান করো'। নবী করীম (ﷺ)-এর দো'আর কারণে আমি খুশি মনে বেরিয়ে এলাম। যখন আমি (ঘরের) দরজায় পৌঁছলাম তখন তা বন্ধ দেখতে পেলাম। আমার মা আমার

পায়ের আওয়াজ শুনতে পেলেন। তিনি বললেন, আবু হুরায়রা! একটু দাঁড়াও (থামো)। তখন আমি পানির কলকল শব্দ শুনছিলাম। তিনি বলেন, এরপর তিনি (আমার মা) গোসল করলেন এবং গায়ে চাদর পরলেন। আর তড়িঘড়ি করে দোপাট্টা ও ওড়না জড়িয়ে নিলেন, এরপর ঘরের দরজা খুলে দিলেন। এরপর বললেন, 'হে আবু হুরায়রা! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (ﷺ) তাঁর বান্দা ও রাসুল'। তিনি বলেন, তখন আমি রাসুল (ﷺ)-এর খিদমতে রওনা হ'লাম। এরপর তাঁর কাছে গেলাম এবং আমি তখন আনন্দে কাঁদছিলাম। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল! সুসংবাদ গ্রহন করুন। আল্লাহ্ আপনার দো'আ কবুল করেছেন এবং আবু হুরায়রার মাকে হিদায়াত দান করেছেন। তখন তিনি আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করলেন ও তাঁর প্রশংসা করলেন এবং ভাল ভাল (কথা) বললেন। তিনি বলেন, এরপর আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল! আপনি আল্লাহর কাছে দো'আ করুন, তিনি যেন আমাকে এবং আমার মাকে মুমিন বান্দাদের কাছে প্রিয় করেন এবং তাদের ভালোবাসা আমাদের অন্তরে বদ্ধমূল করে দেন।

তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন, এরপর রাসুল (ﷺ) বললেন,

اللَّهُمَّ حَبِّب عُبَيْدَكَ هَذَا، يَعْنى أَبَا هُرَيْرَةَ وَأُمَّهُ إِلَى عِبَادِكَ الْمُؤْمِنِينَ وَحَبِّبْ إِلَيْهِمُ الْمُؤْمِنِينَ

'হে আল্লাহ্! তোমার এই বান্দা (আবু হুরায়রা)-কে এবং তাঁর মাকে মুমিন বান্দাদের কাছে প্রিয়ভাজন করে দাও এবং তাদের কাছেও মুমিন বান্দাদের প্রিয় করে দাও'। এরপর এমন কোন মুমিন বান্দা সৃষ্টি হয়নি, যে আমার কথা শুনেছে অথবা আমাকে দেখেছে অথচ আমাকে ভালবাসেনি'। (২০৭. মুসলিম হা/২৪৯১; মিশকাত হা/৫৮৯৫)।

অমুসলিম পিতা-মাতার কবর যিয়ারত

অমুসলিম পিতা-মাতার কবর যিয়ারত করা জায়েয। কারণ তারা অমুসলিম হ'লেও জন্মদাতা পিতা ও মাতা। সেজন্য ইসলামী শরী'আত মুশরিক পিতা-মাতার কবর যিয়ারতের অনুমতি দিয়েছে। এতে তাদের উপকার হবে না। কিন্তু যিয়ারতকারীর উপকার হ'তে পারে। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন-

زَارَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَبْرَ أُمِّهِ فَبَكَى وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ فَقَالَ :اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي فِي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي وَاسْتَأْذَنْتُهُ فِي أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأُذِنَ لِي فَزُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتَ

নবী করীম (সাঃ) তাঁর মায়ের কবর যিয়ারত করতে গেলেন। তিনি কাঁদলেন এবং আশেপাশের সবাইকে কাঁদালেন। তিনি বললেন, আমি আমার প্রভুর নিকট মায়ের জন্য ক্ষমা প্রার্থনার অনুমতি চাইলাম। কিন্তু আমাকে অনুমতি দেয়া হ'ল না। তখন আমি তার কবর যিয়ারত করার জন্য অনুমতি চাইলে আমাকে অনুমতি দেয়া হ'ল। অতএব তোমরা কবর যিয়ারত কর। কারণ কবর যিয়ারাত মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়'। *(মুসলিম হা/৯৭৬; হাকেম হা/১৩৯০; মিশকাত হা/১৭৬৩)।*

অমুসলিম পিতা-মাতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা

অমুসলিম পিতা-মাতা মৃত্যু বরণ করার পর তাদের ক্ষমার জন্য দো'আ করা যাবে না। কারণ তারা নিশ্চিত জাহান্নামী। আর বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পরে তাদের জন্য দো'আ করে কোন লাভ হবে না।

আল্লাহ বলেন-

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ

মুমিনদের উচিত নয় মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা যদিও তারা নিকটাত্মীয় হয়, একথা স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পর যে তারা জাহান্নামের অধিবাসী *(তাওবাহঃ ৯/১১৩)।*

অত্র আয়াতে মুশরিকদের ক্ষমা প্রার্থনা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। যাদের শিরক ও কুফরী স্পষ্ট হয়ে গেছে। জীবিত মুশরিকদের জন্য হেদায়াতের দো'আ করা যেতে পারে। এতে কোন দোষ নেই। কিন্তু মৃত কাফির-মুশরিকের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা বা তাদের নামের আগে শ্রদ্ধাবশত মরহুম-মাগফুর, জান্নাতবাসী বা জান্নাতবাসিনী ইত্যাদি দো'আ সূচক শব্দ ব্যবহার করা যাবে না।

আলী (রাঃ) বলেন, سَمِعْتُ رَجُلًا يَسْتَغْفِرُ لِأَبَوَيْهِ وَهُمَا مُشْرِكَانِ فَقُلْتُ لَهُ أَتَسْتَغْفِرُ لِأَبَوَيْكَ وَهُمَا مُشْرِكَانِ. فَقَالَ أَوَلَيْسَ اسْتَغْفَرَ إِبْرَاهِيمُ لأَبِيْهِ وَهُوَ مُشْرِكٌ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَنَزَلَتْ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ

এক ব্যক্তিকে তার (মৃত) মুশরিক পিতা-মাতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে শুনলাম। আমি তাকে বললাম, তোমার মৃত পিতা-মাতার জন্য কি তুমি ক্ষমা প্রার্থনা করছ, অথচ তারা ছিল মুশরিক? সে বলল, ইবরাহীম (আঃ) কি তাঁর পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেননি, অথচ তার পিতা ছিল মুশরিক? আমি বিষয়টি নবী (ﷺ)-এর নিকট উল্লেখ করলাম। তখন নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয় 'নবী ও ঈমানদার লোকদের পক্ষে শোভনীয় নয় যে, তারা মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে, তারা তাদের আত্মীয়-স্বজনই হৌক না কেন'। (২১০. তওবা ৯/১১৩; হাকেম হা/৩২৮৯; তিরমিযী হা/৩১০১; আহমাদ হা/১০৮৫, সনদ ছহীহ)।

উল্লেখ্য যে, ইবরাহীম (আঃ) ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন তার ওয়াদা পূরণের জন্য। তিনি পিতার নিকট বলেছিলেন যে, আমি তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব। তাছাড়া তার দো'আ কবুল হয়নি। কারণ তার পিতা ছিল মুশরিক। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ

আর নিজের পিতার জন্য ইবরাহীমের ক্ষমা প্রার্থনা ছিল কেবল সেই ওয়াদার কারণে যা সে তার পিতার সাথে করেছিল। অতঃপর যখন তার নিকট পরিষ্কার হয়ে গেল সে আল্লাহর শত্রু,

তখন সে তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করল। নিশ্চয়ই ইবরাহীম ছিল বড়ই কোমল হৃদয় ও সহনশীল' *(তাওবাহঃ ৯/১১৪)*।

রাসুল (ﷺ) বলেন-

يَلْقَى إِبْرَاهِيمُ أَبَاهُ آزَرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَعَلَى وَجْهِ آزَرَ قَتَرَةٌ وَغَبَرَةٌ، فَيَقُولُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ لَا تَعْصِنِي فَيَقُولُ أَبُوهُ فَالْيَوْمَ لَا أَعْصِيكَ .فَيَقُولُ إِبْرَاهِيمُ يَا رَبِّ، إِنَّكَ وَعَدْتَنِي أَنْ لَا تُخْزِيَنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، فَأَيُّ خِزْى أَخْزَى مِنْ أَبِي الأَبْعَدِ فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى إِنِّي حَرَّمْتُ الْجَنَّةَ عَلَى الْكَافِرِينَ، ثُمَّ يُقَالُ يَا إِبْرَاهِيمُ مَا تَحْتَ رِجْلَيْكَ فَيَنْظُرُ فَإِذَا هُوَ بِذِيخٍ مُلْتَطِخٍ، - فَيُؤْخَذُ بِقَوَائِمِهِ فَيُلْقَى فِي النَّارِ

'কিয়ামতের দিন ইবরাহীম (আঃ) তাঁর পিতা আযরের সাক্ষাৎ লাভ করবেন। আযরের মুখমণ্ডল মলীন ধুলা থাকবে। তখন ইবরাহীম (আঃ) তাকে বলবেন, আমি কি পৃথিবীতে আপনাকে বলিনি যে, আমার অবাধ্যতা করবেন না? তখন তাঁর পিতা বলবে, আজ আর তোমার অবাধ্যতা করব না। এরপর ইব্রাহীম (আঃ) (আল্লাহর কাছে) আবেদন করবেন, হে আমার রব! আপনি আমার সাথে ওয়াদা করেছিলেন যে, হাশরের দিন আপনি আমাকে লজ্জিত করবেন না। আমার পিতা রহমত থেকে বঞ্চিত হওয়ার চেয়ে অধিক অপমান আমার জন্য আর কি হ'তে পারে? তখন আল্লাহ বলবেন, আমি কাফিরদের জন্য জান্নাত হারাম করে দিয়েছি। পুনরায় বলা হবে, হে ইব্রাহীম! তোমার পদতলে কি? তখন তিনি নিচের দিকে তাকাবেন। হঠাৎ দেখতে পাবেন তাঁর পিতার স্থানে সর্বশরীরে রক্তমাখা একটি জানোয়ার পড়ে রয়েছে। এর চার পা বেঁধে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে'। *(বুখারীঃ ৩৩৫০; মিশকাতঃ ৫৫৩৮)*।

উপরোল্লেখিত ঘটনার অন্তরালে বেশ কিছু তাৎপর্য রয়েছে। তার মধ্যে একটি হল, আল্লাহ তা'আলার ভয় এবং তাঁর হুকুম-আহকামের প্রতি যাদের নিষ্ঠা থাকে না, তাদের দ্বারা দুনিয়ায় অন্য অধিকার রক্ষা ও নিষ্ঠা আশা করা যায় না। ইহজগতে মানবগোষ্ঠী সমাজের রীতি-নীতি কিংবা রাষ্ট্রের আইন-কানূন থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে বহু পন্থা আবিষ্কার করে। কিন্তু মহান আল্লাহর আইন-কানুনের কাছে সেগুলো ধরা পড়ে যায়। তাই পিতা-পুত্রের মত নিবিড় সম্পর্কযুক্ত আপনজনের ক্ষেত্রেও কোন আপোষ-মীমাংসা করা সম্ভব হয়নি এবং কাফের পুত্রের সঙ্গে পবিত্র পিতার মিলিত হওয়া, মহান আল্লাহ তা'আলা অনুমোদন করেননি। বরং পিতাকে এমন ভাষায় সতর্ক করে দেন, যা ভবিষ্যত মুসলিম জাতির জন্য এক মহাস্মারক। আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন-

أَنْ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيْنَ أَبِي قَالَ ا فِي النَّارِ .فَلَمَّا قَفَى دَعَاهُ فَقَالَ :إِنَّ أَبِي وَأَبَاكَ فِي النَّارِ

"জনৈক এক ব্যক্তি প্রশ্ন করল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার (মৃত) পিতা কোথায় (জান্নাতে না জাহান্নামে)? তিনি বললেন, জাহান্নামে। অতঃপর সে যখন (মন খারাপ করে) ফিরে যেতে উদ্যত হল, তখন তিনি তাকে ডেকে বললেন, 'আমার পিতা এবং তোমার পিতা উভয়ে জাহান্নামে"। *(মুসলিমঃ ২০৩; আবু-দাউদঃ ৪৭১৮)*।

অন্য হাদীছে এসেছে, আবু রাযীন (রাঃ) বলেন-

قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَيْنَ أُمِّي قَالَ :أُمُّكَ فِي النَّار قَالَ قُلْتُ :فَأَيْنَ مَنْ مَضَى مِنْ أَهْلِكَ، قَالَ :أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُوْنَ أُمُّكَ مَعَ أُمّى

'আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল! আমার (মৃত) মাতা কোথায় (জান্নাতে না জাহান্নামে)? তিনি বললেন, তোমার মা জাহান্নামে। আমি বললাম, আপনার পরিবারের যারা পূর্বে মারা গেছে তারা কোথায়? তখন তিনি তাকে বললেন, 'তুমি কি এতে খুশি নও যে, তোমার মা আমার মায়ের সাথে থাকবে'। *(আহমাদ হা/১৬২৩৪; যিলালুল জান্নাহ হা/৬৩৮; মাজমা'উয যাওয়ায়েদ হা/৪৫৬, হায়ছামী বলেন, বর্ণনাকারীরা বিশ্বস্ত। আলবানী বলেন, শাহেদ থাকায় বর্ণনাটি ছহীহ)।*

আবু তালেব মারা গেলে রাসুল (ﷺ) বলেন, আমাকে নিষেধ না করা পর্যন্ত আমি আপনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব। তখন আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেনঃ

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ، إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ اَحْبَبْتَ

'নবী ও মুমিনদের উচিত নয় মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা' *(তওবা ৯/১১৩)* ও

إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَـٰكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءُ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ

নিশ্চয় তুমি যাকে ভালবাস তাকে তুমি হিদায়াত দিতে পারবে না; বরং আল্লাহই যাকে ইচ্ছা হিদায়াত দেন। আর হিদায়াতপ্রাপ্তদের ব্যাপারে তিনি ভাল জানেন। (ক্বাছাছ ২৮/৫৬)। *(বুখারী হা/১৩০৭; মুসলিম হা/২৪; আহমাদ হা/২৩২৪)।*

অমুসলিম পিতা-মাতাকে দাফন

অমুসলিম পিতা-মাতা মারা গেলে তাদের দাফনের ব্যবস্থা করা সন্তানের অন্যতম দায়িত্ব। তবে মুসলিম সন্তান তার অমুসলিম পিতা-মাতাকে গোসল দিবে না, কাফনের কাপড় পরাবে না, তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে না ও জানাযার ছালাতের ব্যবস্থা করবে না। *(ছহীহাহ হা/১৬১-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য)।*

আলী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন-

لَمَّا تُوُفِّيَ أَبُو طَالِب أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ إِنَّ عَمَّكَ الشَّيْخَ قَدْ مَاتَ .قَالَ :اذْهَبْ فَوَارِهِ ثُمَّ لَا تُحْدِثُ شَيْئًا حَتَّى تَأْتِيَنِي قَالَ فَوَارَيْتُهُ ثُمَّ أَتَيْتُهُ قَالَ :اذْهَبْ فَاغْتَسِلْ ثُمَّ لَا تُحْدِثُ شَيْئًا حَتَّى تَأْتِيَنِي .قَالَ فَاغْتَسَلْتُ ثُمَّ أَتَيْتُهُ قَالَ فَدَعَا لِي بِدَعَوَاتٍ مَا يَسُرُّنِي أَنَّ لِي بِهَا حُمْرَ النَّعَمِ وَسُوْدَها

'আবু তালিব মারা গেলে আমি নবী (ﷺ)-এর নিকট গিয়ে বললাম, আপনার বৃদ্ধ চাচা মারা গেছেন। তিনি বললেন, তুমি গিয়ে তাকে দাফন করে এসো। আর এর মধ্যে কাউকে কিছু বলবে না বা কিছু ঘটাবে না। তিনি বলেন, আমি তাকে দাফন করে তাঁর নিকট আসলে তিনি বললেন, গোসল করে এসো। আর এর মধ্যে কাউকে কিছু বলবে না বা কিছু ঘটাবে না। অতঃপর গোসল করে তাঁর নিকট আসলে তিনি এমন কিছু দো'আ করে দিলেন যা লাল ও কালো উট অপেক্ষা উত্তম ছিল'। *(আহমাদ হা/৮০৭; নাসাঈ হা/১৯০; ছহীহাহ হা/১৬১)।*

১৪. পিতা-মাতার অর্থনৈতিক অধিকারঃ

সন্তানের কাছে মাতা পিতা যেমন সদাচরণ পাওয়ার অধিকার রয়েছে তেমনই তাঁদের অর্থনৈতিক অধিকারও রয়েছে। একসময় মাতাপিতা বৃদ্ধ হয়ে যান। তাঁরা কর্ম করে খেতে পারেন না। তাঁদের আয়ের উৎস বন্ধ হয়ে যায়। এমন করুণ পরিস্থিতিতে মাতা পিতার দায়ভার নিতে হবে সন্তানকে। যে মাতা পিতা অক্লান্ত পরিশ্রম করে সন্তান লালন পালন করে বড় করে তুলেছেন তাঁদের এই বয়সে ভালো থাকার অধিকার আছে । সন্তান তার সামর্থ্য অনুপাতে মাতা পিতার জন্য খরচ করবে। সন্তান মাতা পিতার সবচেয়ে বড় উপার্জন। সন্তানরা একটি বৃক্ষের ন্যায়, যাদের মাতা পিতা সেবা যত্ন করে বড় করে তোলেন। সন্তান একসময় উপার্জন করতে শিখে। বৃক্ষের ফলদানের সময় চলে আসে । এই ফলভোগের সর্বাধিক অধিকার রাখেন মাতা-পিতা। তাই স্ত্রী সন্তানের পাশাপাশি মাতা পিতার প্রয়োজনে খরচ করতে হবে।

পিতা-মাতা সন্তানের সম্পদ থেকে কি পরিমাণ ও কখন নিতে পারবেন

পিতা-মাতা তাদের নিজেদের প্রয়োজন অনুপাতে সন্তানের সম্পদ নিতে পারবেন। বিনা প্রয়োজনে বা পিতা-মাতা সম্পদশালী হ'লে সন্তানের সম্পদ থেকে দাবী করে বা বলো প্রয়োগ করে কিছুই নিতে পারবেন না। *হাদীছে এসেছে, কায়েস ইবনু আবী হাযেম হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন-*

حضرت أبا بكر الصديق ، أَنَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ :يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ إِنَّ هَذَا يُرِيدُ أَنْ يَأْخُذَ مالي حضرت كله فيحتاحه ، فقال له أبو بكر :ما تقولُ؟ قَالَ :نَعَمْ، فَقَالَ أَبو بكر :إِنَّمَا لَكَ مِنْ مَالِهِ ما يكفيك، فقال :يا خليفة رَسُولَ اللَّهِ، أَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم، أنت ومالك لأبيك ؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ :أَرْضِ بِمَا رَضِي الله عز وجل

'আমি একদিন আবু বকর (রাঃ) নিকট উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় একজন লোক এসে বলল, হে রাসুলের খলীফা! ইনি আমার সমুদয় সম্পদ ছিনিয়ে নিতে চান। আবু বকর তখন তার পিতাকে বললেন, তুমি কি বলো? সে বলল, হ্যা। আবু বকর (রাঃ) তাকে বললেন, তোমার জন্য যতটুকু প্রয়োজন কেবল ততটুক তার সম্পদ থেকে গ্রহণ করার অধিকার রয়েছে। সে বলল, হে আল্লাহর রাসূলের খলীফা! রাসুল (ﷺ) কি বলেননি যে, 'তুমি ও তোমার সমুদয় সম্পদ তোমার পিতার'? আবু বকর (রাঃ) বললেন, আল্লাহ যতটুকুতে খুশি হয়েছেন তুমি ততটুকুতে খুশি হও'। *(মু'জামুল আওসাত্ব হা/৮০৬; মাজমাউয যাওয়ায়েদ হা/৬৭৭১; ইরওয়া ৩/৩২৮)।*

অত্র হাদীছের সনদে মুনযির বিন যিয়াদ নামক দুর্বল বর্ণনাকারী থাকায় সনদ যঈফ হলেও হাদীছের মর্ম সঠিক। কারণ পিতা-মাতা-সন্তানের সমুদয় সম্পদ নিতে পারবে না। তাছাড়া এর স্বপক্ষে মারফু সহীহ হাদীছ রয়েছে।

যেমন, আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসুল (ﷺ) বলেছেন-

إِنْ أَوْلَادَكُمْ هِيئَة الله لَكُمْ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ، فَهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ لَكُمْ إِذَا احتجم إليها

'নিশ্চয় তোমাদের সন্তানেরা তোমাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে দান। তিনি যাকে খুশি তাকে কন্যা সন্তান দান করেন, যাকে খুশি তাকে ছেলে সন্তান দান করেন। তারা ও তাদের সম্পদ তোমাদেরই যখন তোমরা সেগুলোর প্রয়োজন বোধ করবে'। *(হাকেম হাদিস/৩১২৩ বায়হাকী, সুনানুল কুবরা হাদিস/১৫৫২৩; ছহীহাহ হাদিস/২৫৬৪)।*

রাসুল (□) আরো বলেন-

كل أحق بماله من وللَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

প্রত্যেক ব্যক্তি তার সম্পদের অধিক হকদার তার সন্তান, পিতা ও সকল মানুষ থেকেও। *(সুনানু সাঈদ ইবনু মানছুর হা/২২৯৩। বায়হাকী, সুনানুল কুবরা হা/১৫৫৩১; ছুগরা হা/২৩১৩: বর্ণনাটি মুরসাল)।*

তিনি আরো বলেন-

لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه

কোন মুসলমানের সন্তুষ্টি ছাড়া তার সম্পদ গ্রহণ করা হালাল নয়'।*"(আহমাদ হাদিস/২০৭১৪: দারাকুতনী হাদিস/৯১-৯২: মিশকাত হাদিস/২৯৪৬; ছহীহুল জামে' হাদিস/৭৬৬২)।*

শায়খুল ইসলাম ইবনু তাই মিয়া (রহ.) বলেন, সচ্ছল সন্তানের ওপর আবশ্যক হলো তার পিতার জন্য খরচ করা, তার পিতার স্ত্রীর জন্য খরচ করা ও ছোট ভাইদের জন্য খরচ করা । সে যদি এমনটি না করে তাহলে সে পিতার অবাধ্য, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী এবং দুনিয়া ও পরকালে আল্লাহর শাস্তির জন্য উপযুক্ত বিবেচিত হবে। *(মাজমুউল ফাতাওয়া ৩৪/১০১)।*

উলামায়ে কেরাম মাতা-পিতা কর্তৃক সন্তানের সম্পদ গ্রহনের ক্ষেত্রে কিছু শর্তারোপ করেছেন। যেমন-

- মাতা-পিতা দরিদ্র হতে হবে, যাদের কোন সম্পদ নেই এবং কোন উপার্জন ও নেই।
- মাতা-পিতার প্রতি খরচ করার জন্য সন্তানের সামর্থ্য থাকতে হবে।

ইবনু কুদামা (রহ.) দুটি শর্ত উল্লেখ করে বলেন- প্রথমত, সম্পদ নেওয়ার কারণে সন্তানের প্রতি যাতে জুলুম না হয় ,এর কারণে সে যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয় এবং পিতা এমন কিছু নেবেন

না, যা সন্তানের প্রয়োজনর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। দ্বিতীয়ত, পিতা এক সন্তানের সম্পদ নিয়ে আরেক সন্তানকে দিবে না। *(আল-মুগনি ৬/৬২)।*

কোন কোন ইসলামীক স্কলার পিতা কর্তৃক সন্তানের সম্পদ গ্রহনের জন্য ছয়টি শর্ত আরোপ করেছেন।

- পিতা এমন সম্পদ গ্রহণ করবেনা, যাতে সন্তানের ক্ষতিগ্রস্থ না হয় বা যে সম্পদের সন্তানের প্রয়োজন নেই।
- অন্য সন্তানকে দেওয়া।
- তাঁদের যে কেউ মৃত্যু রোগে আক্রান্ত না হওয়া।
- সন্তান মুসলিম ও পিতা কাফির না হওয়া।
- সম্পদ মজুদ থাকা।
- মালিকানার উদ্দেশ্যে গ্রহন করা। *(মুহাম্মাদ বিন ইব্রাহিম আলে শায়খ, ফাতাওয়া ওয়া মাসায়েল: ৯/২২)।*

সন্তানের পরিত্যক্ত সম্পদে মাতা-পিতার অধিকার

মাতা-পিতার আগে সন্তান মারা গেলে সন্তানের পরিত্যক্ত সম্পদে মাতা-পিতা ভাগ পাবে। পিতা তিন অবস্থায় সন্তানের সম্পত্তিতে অংশীদার হবেন-

- সন্তানের ছেলে বা ছেলের ছেলে থাকলে পিতা সম্পদের এক-ষষ্ঠাংশ পাবেন।
- সন্তানের স্ত্রী-সন্তান না থাকলে পিতা ওয়ারিশ ও আসাবা হিসাবে সন্তানের সমুদয় সম্পদ পাবেন।
- সন্তানের কেবল কন্যাসন্তান থাকলে পিতা ওয়ারিশ হিসাবে এক-ষষ্ঠাংশ ও আ'সাবা হিসাবে বাকি সম্পত্তি পাবেন।

অন্যদিকে মাতাও তিনটি ক্ষেত্রে সন্তানের সম্পত্তিতে অংশীদার হবেন-

- সন্তানের সন্তান থাকলে মাতা সম্পদের এক-ষষ্ঠাংশ পাবেন।
- সন্তানের কোনো সন্তান ও ভাই-বোন না থাকলে মাতা সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ পাবেন।
- সন্তানের একাধিক ভাই-বোন থাকলে মাতা সম্পদের এক-ষষ্ঠাংশ পাবেন।

যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন-

يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ فَإِن كُنَّ نِسَآءٗ فَوۡقَ ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَۖ وَإِن كَانَتۡ وَٰحِدَةٗ فَلَهَا ٱلنِّصۡفُۚ وَلِأَبَوَيۡهِ لِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٞۚ فَإِن لَّمۡ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٞ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُۚ فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخۡوَةٞ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِي بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍۗ ءَابَآؤُكُمۡ وَأَبۡنَآؤُكُمۡ لَا تَدۡرُونَ أَيُّهُمۡ أَقۡرَبُ لَكُمۡ نَفۡعٗاۚ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمٗا

‘মৃতের মাতা-পিতার প্রত্যেকে পরিত্যক্ত সম্পত্তির ছয় ভাগের এক ভাগ করে পাবে যদি মৃতের কোনো পুত্রসন্তান থাকে। আর যদি না থাকে এবং কেবল মাতা-পিতাই ওয়ারিশ হয়, তাহলে মা পাবে তিন ভাগের এক ভাগ। কিন্তু যদি মৃতের ভাইয়েরা থাকে, তাহলে মা পাবে ছয় ভাগের এক ভাগ মৃতের অসিয়ত পূরণ করার পর এবং তার ঋণ পরিশোধের পর। তোমাদের পিতা ও পুত্রদের মধ্যে কে তোমাদের জন্য অধিক উপকারী, তা তোমরা জানো না। এটা আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত অংশ। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়।’ *(সুরা-নিসাঃ ১১)।*

১৫. আল্লাহর অবাধ্যতায় মাতা-পিতার আনুগত্য প্রত্যাখ্যান করাঃ

পিতামাতা তার সন্তানকে শরীয়াহ বিরোধী কোন কাজের আদেশ করলে, সন্তান তা প্রত্যাখ্যান করলেও কোন দোষ হবে না। যেমন আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় কালামে বলেছেন-

وَإِنْ جَاهَدَاكَ إِلَيَّ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِيْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوْفاً وَاتَّبِعْ سَبِيْلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُوْنَ

‘পিতা-মাতা যদি তোমাকে আমার সাথে এমন বিষয়কে শরীক স্থির করতে পীড়াপীড়ি করে, যার জ্ঞান তোমার নেই। তবে তুমি তাদের কথা মানবে না এবং দুনিয়াতে তাদের সাথে সদ্ভাবে সহ-অবস্থান করবে। যে আমার অভিমুখী হয়, তার পথ অনুসরণ করবে। অতঃপর তোমাদের প্রত্যাবর্তন আমারই দিকে এবং তোমরা যা করতে, আমি সে বিষয়ে তোমাদেরকে অবগত করব’। *(লোকমানঃ ৩১/১৫)।*

এখানে শিরক বলতে আল্লাহর সত্তার সঙ্গে অন্য কিছুকে শরীক করা। একইভাবে আল্লাহর বিধানের সাথে অন্যের বিধানকে শরীক করা বুঝায়। ধর্মের নামে ও রাষ্ট্রের নামে মানুষের মনগড়া সকল বিধান এর মধ্যে শামিল। অতএব পিতা-মাতা যদি সন্তানকে পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীসের বাইরে অন্য কিছু করতে চাপ প্রয়োগ করেন, তবে সেটি মানতে সন্তান বাধ্য হবে না। কিন্তু অন্য সকল বিষয়ে সদাচরণ করবে।

মুছ‘আব বিন সা‘দ তার পিতা সা‘দ বিন খাওলা হতে বর্ণনা করেন যে, আমার মা একদিন আমাকে কসম দিয়ে বলেন, আল্লাহ কি আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দেননি?

فَوَاللهِ لاَ أَطْعَمُ طَعَاماً وَلاَ أَشْرَبُ شَرَاباً حَتَّى أَمُوتَ أَوْ تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ

‘অতএব আল্লাহর কসম! আমি কিছুই খাবো না ও পান করবো না, যতক্ষণ না মৃত্যুবরণ করব অথবা তুমি মুহাম্মাদের প্রতি ঈমান পরিত্যাগ করবে’। *(আহমাদ হা/১৬১৪; তিরমিযী হা/৩১৮৯, সনদ-সহীহ)।*

ফলে যখন তারা তাকে খাওয়াতেন, তখন গালের মধ্যে লাঠি ভরে দিয়ে ফাঁক করতেন ও তরল খাদ্য দিতেন। এভাবে তিন দিন যাওয়ার পর যখন মায়ের মৃত্যুর উপক্রম হ’ল, তখন সূরা আনকাবূতের ০৮ নং আয়াত নাযিল হলো-

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلاَ تُطِعْهُمَا إِلَي مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

‘আর আমরা মানুষকে নির্দেশ দিয়েছি যেন তারা পিতা-মাতার সাথে (কথায় ও কাজে) উত্তম ব্যবহার করে। তবে যদি তারা তোমাকে এমন কিছুর সাথে শরীক করার জন্য চাপ দেয়, যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, সে বিষয়ে তুমি তাদের কথা মান্য করো না। আমার কাছেই তোমাদের প্রত্যাবর্তনস্থল। অতঃপর আমি তোমাদের জানিয়ে দেব যেসব কাজ তোমরা করতে’। *(আনকাবূত ২৯/৮; ইবনু হিব্বান হা/৬৯৯২; শু‘আবুল ঈমান হা/৭৯৩২; তাফসীরে ইবনু কাছীর ৬/২৬৫, সনদ-সহীহ)।*

অন্য বর্ণনায় এসেছে, মা বললেন, তুমি অবশ্যই তোমার দ্বীন ছাড়বে। নইলে আমি খাবো না ও পান করব না, এভাবেই মরে যাব। তখন তোমাকে লোকেরা তিরষ্কার করে বলবে-
‘হে মায়ের হত্যাকারী’!

يَا قَاتِلَ أُمِّهِ -

আমি বললাম-

يَا أُمَّاهُ !لَوْ كَانَتْ لَكِ مِائَةُ نَفْسٍ، فَخَرَجَتْ نَفْسًا نَفْسًا مَا تَرَكْتُ دِينِي هَذَا فَإِنْ شِئْتِ فَكُلِي، وَإِنْ شِئْتِ فَلَا تَأْكُلِي

‘হে মা! যদি তোমার একশ’টি জীবন হয়, আর এক একটি করে এভাবে বের হয়, তবুও আমি আমার এই দ্বীন ছাড়ব না। এখন তুমি চাইলে খাও, চাইলে না খাও! অতঃপর আমার এই দৃঢ় অবস্থান দেখে তিনি খেলেন। তখন অত্র আয়াত নাযিল হলো’। *(কুরতুবী হা/৪৮৪৯, ৪৮৫০; তিরমিযী হা/৩১৮৯, হাদীছ সহীহ; ইবনু কাছীর ৬/৩৩৭)।*

বস্তুত, এমন ঘটনা সকল যুগে ঘটতে পারে। তখন মুমিনকে অবশ্যই দুনিয়ার বদলে দ্বীনকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। মানব জাতিকে এক আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্য করার জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে। অতঃপর শ্রেষ্ঠত্বের এই মর্যাদা রক্ষায় তাকে প্রয়োজনীয় জ্ঞান-বুদ্ধি দান করা হয়েছে। কিন্তু মানবজাতির শত্রু ইবলীস ইবাদতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। ফলে সন্তানকে সতর্ক করা হয়েছে, যাতে শয়তানের অনুগত কোন মুশরিক পিতা-মাতা পিতৃত্বের দাবী নিয়ে নিজ সন্তানদের শিরক স্থাপনে বাধ্য করতে না পারে। কারণ শিরক হল অমার্জনীয় পাপ।

এখানে মহান আল্লাহর পক্ষ হতে অধিকার প্রাপ্ত পিতা-মাতা ও সন্তান উভয়কেই শিরকমুক্ত থেকে ইসলামের প্রতি সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিগ্রহণের কঠোর নির্দেশ রয়েছে। পবিত্র কুরআনে লিপিবদ্ধ ইবরাহীম (আঃ)-এর কাহিনী অবলম্বনে পিতা কর্তৃক পুত্রকে শিরকের পথে আহবান এবং পুত্র কর্তৃক পিতাকে সত্যের পথে আহবানের দলীল পাওয়া যায়। ইবরাহীম (আঃ)-এর পিতা মূর্তিপূজক তথা মুশরিক। অথচ ইবরাহীম (আঃ) ছিলেন সুপথপ্রাপ্ত। মহান আল্লাহ বলেন-

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيْمُ لأَبِيْهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَاماً آلِهَةً إِنِّيْ أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِيْ ضَلاَلٍ مُّبِيْنٍ

‘স্মরণ করুন, যখন ইবরাহীম পিতা আযরকে বললেন, তুমি কি প্রতিমা সমূহকে উপাস্য মনে করো? আমি দেখতে পাচ্ছি যে, তুমি ও তোমার সম্প্রদায় প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় রয়েছ’। *(আন‘আমঃ ৭৪)।*

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন-

وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيْمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِه عَالِمِيْنَ، إِذْ قَالَ لِأَبِيْهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيْلُ الَّتِيْ أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُوْنَ، قَالُوْا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِيْنَ، قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِيْ ضَلاَلٍ مُّبِيْنٍ

‘ইতিপূর্বে আমি ইবরাহীমকে সৎপথের জ্ঞান দান করেছিলাম। আর আমি তার সম্পর্কে সম্যক অবগত ছিলাম। যখন তিনি তার পিতা ও সম্প্রদায়কে বললেন, এই মূর্তিগুলি কী, যাদের পূজায় তোমরা রত আছ? তারা বলল, আমরা আমাদের বাপ-দাদাদেরকে এদের পূজারী হিসাবে পেয়েছি। তিনি বললেন, তোমরা ও তোমাদের বাপ-দাদারা স্পষ্ট ভ্রান্তির মধ্যে রয়েছ’। *(আম্বিয়াঃ ২১/৫১-৫৪)।*

ইবরাহীম (আঃ) পিতা কর্তৃক শিরকের আহবানে সাড়া দেননি। কারণ তার পিতা আল্লাহর বিরুদ্ধে আহবান করেছিল। আর রাসুল (ﷺ) সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন-

لا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيةِ الخَالِق

‘স্রষ্টার অবাধ্যতায় সৃষ্টির প্রতি কোন আনুগত্য নেই’। *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, শারহুস সুন্নাহ, মিশকাত হা/৩৬৬৪ ও ৩৬৯৬)।*

১৬. পিতা মাতার বন্ধু বান্ধব ও আত্মীয় স্বজনদের সাথে ভালো আচরন করাঃ

পিতা মাতার সাথে তাদের জীবদ্দশায় ভালো সম্পর্ক ছিল এমন ব্যক্তিদের সাথে সুসম্পর্ক রাখতে হবে।

রাসুল (ﷺ) বলেন-

إِنَّ أَبَرَّ الْبِرِّ صِلَةُ الْمَرْء أَهْلَ وُدِّ أَبِيْهِ بَعْدَ أَنْ يُوَلِّيَ

সবচেয়ে বড় নেকির কাজ এই যে, ব্যক্তি তার পিতার ইন্তিকালের পর তার বন্ধু-বান্ধবদের সাথে সদ্ব্যবহার করবে। *(আহমাদ, হাদিস/৫৬১২; সহীহুল জামে, হাদিস/১৫২৫)।*

হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি নবী করীম (ﷺ)-এর অন্য কোন সহধর্মিণীর প্রতি এতটুকু অভিমান করিনি, যতটুকু হযরত খাদিজা (রাঃ) এর প্রতি করেছি। অথচ আমি তাকে দেখিনি। কিন্তু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার কথা অধিক সময় আলোচনা করতেন। কোন কোন সময় বকরী জবেহ করে গোশতের পরিমাণ বিবেচনায় হাড়- গোশতকে ছোট ছোট টুকরা করে হলেও খাদীজা (রাঃ) এর বান্ধবীদের ঘরে পৌঁছে দিতেন। আমি কোন সময় অভিমানের সুরে নবী করীম (ﷺ) কে বলতাম, (আপনার অবস্থা দৃষ্টে) মনে হয়, খাদিজা (রাঃ) ছাড়া পৃথিবীতে যেন আর কোন নারী নেই।প্রত্যুত্তরে তিনি বলতেন, হ্যাঁ। তিনি এমন ছিলেন, তার গর্ভে আমার সন্তান জন্মেছিল'। *(বুখারী হাদীস/৩৮১৮; মিশকাত হাদিস/৬১৭৭)।*

অন্য বর্ণনায় রয়েছে-

وَإِنْ كَانَ لَيَذْبَحُ الشَّاةَ فَيُهْدِى فِي خلاَئِلَهَا مِنْهَا مَا يَسْعُهُنَّ

'কোন দিন তিনি বকরী যবেহ করলে খাদীজা (রাঃ)-এর বান্ধবীদের নিকট এমন পরিমাণ গোশত নবী করীম (ﷺ) হাদিয়া স্বরূপ পাঠিয়ে দিতেন, যা তাদের জন্য যথেষ্ট হত'। *(বুখারী হাদিস/৩৮১৬)।*

আরেক বর্ণনায় রয়েছে-

إذا ذَبَحَ الشَّاةَ فَيَقُولُ أَرْسِلُوا بِهَا إِلَى أصْدِقَاء خَدِيْجَةَ

'রাসুল (ﷺ) যখন বকরী যবেহ করতেন তখন বলতেন, এ গোশত খাদীজার বান্ধবীদের পাঠিয়ে দাও'। *(মুসলিম, হাদীস/২৪৩৫; সহীহুল জামে, হাদিস/৪৭২২)।*

অন্য হাদীছে এসেছে-

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنْ رَجُلاً مِنَ الْأَعْرَابِ لَقِيَهُ بِطَرِيقِ مَكَّةَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ وَحَمَلَهُ عَلَى حِمَارٍ كَانَ يُرْكَبُهُ وَأَعْطَاهُ عِمَامَةٌ كَانَتْ عَلَى رَأْسِهِ فَقَالَ ابْنُ دِينَارٍ فَقُلْنَا لَهُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ إِنَّهُمُ الْأَعْرَابُ وَإِنَّهُمْ يَرْضَوْنَ بِالْيَسِيرِ .فَقَالَ عبد الله إِن أَبَا هَذَا كَانَ وُدًّا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ :إِنَّ أَبَرَّ الْبَرِّ صِلَةُ الْوَلَدِ أَهْلَ وُدْ أَبِيْهِ

আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত যে, মক্কার এক রাস্তায় তার সঙ্গে এক বেদুঈনের সাক্ষাৎ হ'ল। আব্দুল্লাহ (রাঃ) তাঁকে সালাম দিয়ে স্বীয় গাধার পিঠে সওয়ারী করে নিলেন।

তিনি তার মাথার পাগড়ী তাকে দান করলেন। তখন আব্দুল্লাহ ইবনু দীনার (রহঃ) বলেন, আমরা তাকে বললাম, আল্লাহ আপনার মঙ্গল করুন। বেদুঈনরা তো অল্পতেই তুষ্ট হয়ে যায়। তখন আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বললেন, এই ব্যক্তির পিতা ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ)-এর বন্ধু ছিলেন। আর আমি রাসুল (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি যে, 'কোন ব্যক্তির সর্বোত্তম নেকীর কাজ হচ্ছে তার পিতার বন্ধুজনের সঙ্গে সদাচরণের মাধ্যমে সম্পর্ক রক্ষা করা'। *(মুসলিম হাদীস/২৫৫২; মিশকাত হাদিস/৪৯১৭)।*

ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, 'এ হাদীছ পিতা-মাতার মৃত্যুর পর তাদের আত্মীয়-স্বজন বা প্রিয় মানুষদের প্রতি সদাচরণকে সর্বোত্তম নেকীর কাজ হিসাবে আখ্যা দিয়েছে। আর এসব লোকের প্রতি সদাচরণের কারণ হ'ল তারা পিতা-মাতার বন্ধু-বান্ধব বা প্রিয় মানুষ। আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার ক্ষেত্রে এমন সব আত্মীয়কে বুঝায় যাদের মাঝে বংশীয় সম্পর্ক বিদ্যমান, চাই তারা একে অপরের ওয়ারিছ হোক বা না হোক'। *(শারহু মুসলিম, হাদীস/২৫৫২-এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য, ১৬/১০৯-১১০)।*

অন্য হাদীছে এসেছে-

عن أبي بردة، قال :قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ، فَأَتَانِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، فَقَالَ :أَتَدْرِي لم أتيتك؟ قال :قلت :لا، قال :سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ :مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصِل أَبَاهُ فِي قَبْرِهِ، فَلْيَصِلْ إِخْوَانَ أَبِيهِ بَعْدَهُ وَإِنَّهُ كَانَ بين أَبِي عُمَرَ وَبَيْنَ أَبيكَ إِخَاءَ وَوُدُّ، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَصل ذَاكَ

আবু বুরদাহ হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি মদীনায় গমন করলে আব্দুল্লাহ বিন ওমর আমার নিকট এসে বললেন, আমি তোমার নিকট কেন এসেছি তা তুমি কি জান? সে বলল, আমি বললাম, না। তিনি বললেন, আমি রাসুল (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি তার কবরস্থ পিতার সাথে সদাচরণ করতে চায় সে যেন তার মৃত্যুর পরে তার বন্ধুদের সাথে সুসম্পর্ক রাখে। আর আমার পিতা ওমর (রাঃ) ও তোমার পিতার মধ্যে বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্ব ছিল। আর আমি সেই সম্পর্ক বহাল রাখতে পছন্দ করছি'। *(ইবনু হিব্বান হাদিস/৪৩২; সহীহ আত-তারগীব হাদিস/২৫০৬)।*

আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, জনৈক ব্যক্তি এসে বলল, হে আল্লাহর রাসুল! আমি বড় পাপ করেছি। আমার কি কোন তওবা আছে? রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাকে বললেন, তোমার কি পিতা-মাতা আছে? সে বলল, না। তিনি বললেন, তোমার কি খালা আছে? সে বলল, আছে। তিনি বললেন, তাহলে তার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করো'। *(তিরমিযী হাদিস/১৯০৪; মিশকাত হাদিস/৪৯৩৫)।*

বারা বিন আযেব (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসুল (ﷺ) বলেন,اَلْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الأُمِّ। 'খালা হলেন মায়ের স্থলাভিষিক্ত'। *(বুখারী হাদীস/২৬৯৯; মিশকাত হাদিস/৩৩৭৭ 'বিবাহ অধ্যায়')।*

একইভাবে চাচা ও মামু সমান মর্যাদার অধিকারী। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) স্বীয় চাচা আবু ত্বালিবের নিকটে লালিত-পালিত হয়েছিলেন এবং হিজরতের পর মদীনায় স্বীয় দাদার মাতুল গোষ্ঠী বনু নাজ্জারে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। *(সীরাতুর রাসুল (□) ৩য় মুদ্রণ, পৃঃ ৬৮-৬৯ ও ২৩৯)।* অত্র হাদীছে 'বড় পাপ' বলতে ব্যক্তির নিকটে বড় পাপ হিসাবে গণ্য হয়েছিল। যদিও সেটি ছোট পাপ ছিল। অথবা সেটি আসলেই বড় পাপ ছিল। কিন্তু সে খালেছ তওবা করেছিল। আর খালেছ তওবাকারী ব্যক্তির পাপ আল্লাহ পাক ক্ষমা করেন ও তা পুণ্যে পরিবর্তন করে দেন *(ফুরক্বানঃ ২৫/৭০)।*

জানা আবশ্যক যে, ছগীরা গোনাহ বারবার করলে তা কবীরা গোনাহে পরিণত হয় এবং কবীরা গোনাহ তওবা করলে মাফ হয়ে যায়। আর তওবা ব্যতীত কবীরা গোনাহের কোন ক্ষমা হয় না *(নাজম ৫৩/৩২; তাহরীম ৬৬/৮)।*

সুতরাং খালা মায়ের দিক দিয়ে এবং ফুফু পিতার দিক দিয়ে সন্তানের সর্বাধিক নিকটবর্তী। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের পরেই বলেছেন-

ثُمَّ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ

'অতঃপর যে তোমার সর্বাধিক নিকটবর্তী তার সাথে সদ্ব্যবহার করো'

(বুখারী , মুসলিম , মিশকাত হা/৪৯১১)।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ছাফা পাহাড়ে উঠে যেদিন কুরায়েশগণকে তাওহীদের আহবান জানান, সেদিন নিজ কন্যা ফাতেমার পরেই-

يَا صَفِيَّةُ عَمَّةَ رَسُولِ اللهِ

'হে আল্লাহর রাসূলের ফুফু ছাফিয়া' বলে তাঁকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচার আহবান জানিয়েছিলেন। *(বুখারী হাদীস/৭১৩৮; মুসলিম হাদীস/১৮২৯; মিশকাত হাদিস/৩৬৮৫)।* এতে বুঝা যায় যে, খালা ও ফুফু একই মর্যাদার অধিকারী)।

রক্তের সম্পর্ক ছিন্নকারীর সাথে সদ্ব্যবহারকারী ব্যক্তি আল্লাহর সাহায্য প্রাপ্ত

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত একবার জনৈক ব্যক্তি এসে বলল, হে আল্লাহর রাসুল! আমার এমন কিছু আত্মীয়-স্বজন আছে, যারা আমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে। কিন্তু আমি তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করি এবং তাদের দুর্ব্যবহারে ধৈর্য্য ধারণ করি। উত্তরে তিনি বললেন, তুমি যা বলছ, সেরূপ হ'লে তুমি তাদের মুখের উপর গরম ছাই নিক্ষেপ করছ। যতক্ষণ তুমি এই নীতির উপর থাকবে, ততক্ষণ আল্লাহর পক্ষ হ'তে তোমার সাথে একজন সাহায্যকারী থাকবেন। যিনি তাদের ক্ষতি হ'তে তোমাকে রক্ষা করবেন'। *(মুসলিম হ/২৫৫৮; মিশকাত হা/৪৯২৪)।*

অকৃতজ্ঞতার পরিণাম হ'ল আগুনের শাস্তি। 'মুখে গরম ছাই নিক্ষেপ করছ' বলার মাধ্যমে তাদের জন্য জাহান্নামের শাস্তির দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। আব্দুল্লাহ বিন 'আমর (রাঃ) হ'তে অন্য বর্ণনায় এসেছে রাসুল (ﷺ) বলেন, ঐ ব্যক্তি আত্মীয়তা রক্ষাকারী নয়, যে কেবল

আত্মীয়তার বিপরীতে আত্মীয়তা করে। বরং সেই ব্যক্তি আত্মীয়তা রক্ষাকারী, যে ব্যক্তি ছিন্ন হবার পরে তা পুনঃস্থাপন করে'। *(বুখারী হা/৫৯৯১; মিশকাত হা/৪৯২৩)।*

কেননা সেটাই হবে প্রকৃত আত্মীয়তা। বাকীটা হবে স্রেফ লৌকিকতা। আত্মীয়তা সর্বদা আত্মার সাথে সম্পর্কিত। যেখানে আত্মার সংযোগ নেই, সেখানে আল্লাহর রহমত নেই। আর আত্মীয়তার মূলে হ'লেন পিতা-মাতা। তাই তাঁদের সাথে সম্পর্ক দৃঢ় রাখাই হ'ল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এই সম্পর্কে ত্রুটি থাকলে বাকী সব সম্পর্কই ত্রুটিপূর্ণ হয়ে যাবে।

রেহেম রহমান হ'তে নিঃসৃত

আব্দুর রহমান বিন 'আওফ (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসুল (ﷺ) বলেন-

قَالَ اللهُ أَنَا اللهُ وَأَنَا الرَّحْمَنُ خَلَقْتُ الرَّحِمَ وَشَقَقْتُ لَهَا مِنَ اسْمِى فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ وَمَنْ قَطَعَهَا بَتَتُّهُ

'আল্লাহ বলেছেন, আমি আল্লাহ, আমি রহমান। আমিই রেহেম সৃষ্টি করেছি। আমি 'রেহেম' শব্দটিকে আমার 'রহমান' নাম থেকে নিঃসৃত করেছি। অতএব যে ব্যক্তি আত্মীয়তার সম্পর্ক দৃঢ় রাখবে, আমি তার সাথে যুক্ত থাকব। আর যে ব্যক্তি সেটা ছিন্ন করবে, আমি তাকে বিচ্ছিন্ন করে দিব'। *(তিরমিযী হাদিস/১৯০৭; আবু দাউদ হাদিস/১৬৯৪; মিশকাত হাদিস/৪৯৩০)।*

আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর বর্ণনায় এসেছে রাসুল (ﷺ) বলেন-

إِنَّ الرَّحِمَ سُجْنَةٌ مِنَ الرَّحْمَنِ

'রেহেম শব্দটি রহমান থেকে নিঃসৃত। *(বুখারীঃ ৫৯৮৮; মিশকাতঃ ৪৯২০)।*

আয়েশা (রাঃ)-এর বর্ণনায় এসেছে রাসুল (ﷺ) বলেন,

اَلرَّحِمُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ

'রেহেম আল্লাহর আরশের সাথে ঝুলন্ত। সে বলে, যে আমাকে নিজের সাথে যুক্ত রাখবে, আল্লাহ তাকে যুক্ত রাখবেন। আর যে আমাকে ছিন্ন করবে, আল্লাহ তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবেন'। *(মুসলিমঃ ২৫৫৫; মিশকাতঃ ৪৯২১)।*

জুবায়ের বিন মুত্ব'ইম (রাঃ)-এর বর্ণনায় এসেছে রাসুল (ﷺ) বলেন-

لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعُ رَحِمٍ

'রেহেমের সম্পর্ক ছিন্নকারী ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না'। *(মুসলিম হাদীস/২৫৫৬; বুখারী হাদিস/৫৯৮৪; মিশকাত হাদিস/৪৯২২)।*

আব্দুল্লাহ বিন 'আমর (রাঃ)-এর বর্ণনায় এসেছে-

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنَّانٌ وَلاَ عَاقٌّ وَلاَ مُدْمِنُ خَمْرٍ

'খোটা দানকারী, পিতা-মাতার অবাধ্য ও মদ্যপায়ী ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না'। *(নাসাঈ হাদিস/৫৬৭২; দারেমী হাদিস/২০৯৪; মিশকাত হাদিস/৪৯৩৩)।*

ইবনু ওমর (রাঃ)-এর বর্ণনায় এসেছে-

ثَلاَثَةٌ قَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِمُ الْجَنَّةَ مُدْمِنُ الْخَمْرِ وَالْعَاقُّ وَالدَّيُّوثُ الَّذِى يُقِرُّ فِى أَهْلِهِ الْخَبَثَ

‘তিন জন ব্যক্তির উপরে আল্লাহ জান্নাতকে হারাম করেছেন। মদ্যপায়ী, পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান এবং দাইয়ূছ। যে তার পরিবারে অশ্লীলতা স্থায়ী রাখে’। *(আহমাদঃ ৫৩৭২; নাসাঈঃ ২৫৬২; মিশকাতঃ ৩৬৫৫)।*

আবু বাকরাহ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসুল (ﷺ) বলেন, বিদ্রোহ এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা অপেক্ষা কোন পাপই এত জঘন্য নয় যে, পাপীকে আল্লাহ সবচেয়ে দ্রুত এ দুনিয়াতেই শাস্তি দেন এবং আখেরাতেও তার জন্য শাস্তি জমা রাখেন’। *(তিরমিযীঃ ২৫১১; ইবনু মাজাহঃ ৪২১১; আবু-দাঊদঃ ৪৯০২; মিশকাতঃ ৪৯৩২)।*

অর্থাৎ অন্যান্য পাপের শাস্তি আল্লাহ দুনিয়াতে নাও দিতে পারেন অথবা বিলম্বিত করতে পারেন। কিন্তু বর্ণিত দুই পাপের শাস্তি দুনিয়াতেই আল্লাহ কিছু না কিছু দিয়ে থাকেন। আর আখেরাতে তো থাকবেই। যদি না সে তওবা করে। পিতা-মাতা হ’লেন রেহেমের সম্পর্কের মূল সূত্র। অতএব পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার হ’ল সর্বাগ্রে। অতঃপর পিতৃকুল ও মাতৃকুলের রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়গণ এই হাদীছের মধ্যে শামিল। কেননা আল্লাহ বলেন,

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا

‘তিনিই মানুষকে পানি হ’তে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি তার বংশগত ও বিবাহগত সম্পর্ক নির্ধারণ করেছেন’ *(ফুরক্বানঃ ২৫/৫৪)।*

বনু মুছত্বালিক্ব যুদ্ধে পরাজিত গোত্র নেতার কন্যা জুওয়াইরিয়াকে বিবাহ করার সূত্রে ঐ গোত্রের বন্দী একশ’ পরিবার মুক্তি পায় এবং তারা মুসলমান হয়ে যায়। অতঃপর রাসুল (ﷺ)-এর শ্বশুর গোত্র (أَصْهَارُ رَسُولِ اللهِ) হিসাবে তারা সম্মানিত হয় ও ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করে। *(আবু-দাঊদঃ ৩৯৩১, সীরাতুর রাসুল (□) ৩য় মুদ্রণ, পৃঃ ৪৩০)।*

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) স্বীয় পরলোকগত স্ত্রী খাদীজার বান্ধবীদের কাছে হাদিয়া পাঠাতেন। *(বুখারীঃ ৩৮১৮; মুসলিমঃ ২৪৩৫; মিশকাতঃ ৬১৭৭)।*

তিনি সর্বদা আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার জন্য তাকীদ দিতেন। এমনকি ঐতিহাসিক ছাফা পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে কুরায়েশদের প্রতি ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার সময়েও তিনি বলেছিলেন-

يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ فَإِنِّى وَاللهِ لاَ أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًا إِلاَّ أَنَّ لَكُمْ رَحِمًا سَأَبُلُّهَا بِبَلاَلِهَا

‘হে কুরায়েশগণ! তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও! কেননা আল্লাহর কসম! আমি তোমাদেরকে আল্লাহর শাস্তি থেকে বাঁচানোর ক্ষমতা রাখি না। তবে তোমাদের সঙ্গে যে আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে, তা আমি (দুনিয়াতে) সদ্ব্যবহার দ্বারা সিক্ত করব’। আহমাদ হাদিস/৮৭১১; মুসলিম হাদীস/২০৪; মিশকাত হাদিস/৫৩৭৩।

মক্কায় যখন খরা ও দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় এবং তারা মৃত ভক্ষণ ও হাড়-হাড্ডি খেতে শুরু করে, তখন শত্রুনেতা আবু সুফিয়ান এসে রাসুল (ﷺ)-কে বলেন-

يَا مُحَمَّدُ، جِئْتَ تَأْمُرُ بِصِلَةِ الرَّحِمِ ، وَإِنَّ قَوْمَكَ هَلَكُوا، فَادْعُ اللهَ

‘হে মুহাম্মাদ! তুমি আগমন করেছ আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার আদেশ দানের জন্য। এদিকে তোমার কওম ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। অতএব তুমি আল্লাহর নিকট দো‘আ করো’। তখন রাসুল (ﷺ) পাঠ করলেন-

فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِى السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ

‘অতএব তুমি অপেক্ষা করো সেই দিনের, যেদিন আকাশ ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হবে’। *(দুখান ৪৪/১০)।*

এর দ্বারা বিরোধী পক্ষকে কিয়ামত প্রাক্কালের অবস্থা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে। অতঃপর রাসুল (ﷺ) দো‘আ করলেন এবং মুষলধারে বৃষ্টি নেমে আসে। যা সাত দিন স্থায়ী হয়। তখন তারা এসে অতিবৃষ্টির অভিযোগ করে। ফলে রাসুল (ﷺ) দো‘আ করেন, اَللّٰهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا ‘হে আল্লাহ! আমাদের থেকে ফিরিয়ে নাও। আমাদের উপর দিয়ো না’। এরপর তারা পুনরায় কুফরীতে ফিরে যায়। ফলে তাদের নেতারা বদরের যুদ্ধে ধ্বংস হয়। এদিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ বলেন,

يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى، يَوْمَ بَدْرٍ

‘যেদিন আমি সর্বোচ্চ গ্রেফতারে পাকড়াও করব, সেদিন আমি চূড়ান্ত প্রতিশোধ নেব’। (দুখান ৪৪/১৬)।

যেটা ঘটে যায় বদরের দিন’ *(বুখারী হা/১০২০)।* মদীনাতেও একই অভিযোগ এলে রাসুল (ﷺ) একই দো‘আ করেন *(বুখারী হা/১০২১)।*

ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে সকল যুগেই এটা হতে পারে। এছাড়াও ক্বিয়ামতের দিন হবে চূড়ান্ত প্রতিশোধ। ৬ষ্ঠ হিজরীর মুহাররম মাসে কুরায়েশদের সাথে যুদ্ধাবস্থায় চলাকালে ইয়ামামা থেকে মক্কাবাসীদের জন্য শস্য আগমন বন্ধ হয়ে গেলে মক্কাবাসীগণ বাধ্য হয়ে রাসুল (ﷺ)-এর নিকটে আত্মীয়তার দোহাই দিয়ে পত্র লেখে। তখন তার নির্দেশে সেখানে পুনরায় শষ্য রফতানী শুরু হয়’। *(ইবনু হিশাম ২/৬৩৮-৩৯; যাদুল মা’আদ ৩/২৪৮; আল বিদায়াহ ৪/১৪৯)।*

এসব ঘটনায় স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ইসলাম আত্মীয়তার সম্পর্ককে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছে। যার মূলে হল পিতা-মাতার রক্ত সম্পর্ক।

আত্মীয়তায় জীবিকা ও আয়ু বৃদ্ধি পায়

আনাস (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসুল (ﷺ) বলেন, যে ব্যক্তি নিজের জীবিকায় প্রশস্ততা ও আয়ু বৃদ্ধি কামনা করে, সে যেন তার আত্মীয়দের সাথে উত্তম ব্যবহার করে’। *(বুখারীঃ ৫৯৮৬; মুসলিমঃ ২৫৫৭; মিশকাতঃ ৪৯১৮)।*

সালমান ফারেসী (রাঃ)-এর বর্ণনায় এসেছে, لاَ يَرُدُّ الْقَضَاءَ إِلاَّ الدُّعَاءُ وَلاَ يَزِيدُ فِى الْعُمُرِ إِلاَّ الْبِرُّ 'তাক্বদীর পরিবর্তন হয় না দো'আ ব্যতীত এবং বয়স বৃদ্ধি হয় না সৎকর্ম ব্যতীত'। *(তিরমিযীঃ ২১৩৯; মিশকাতঃ ২২৩৩; ছহীহাহঃ ১৫৪)।*

অর্থাৎ যে সব বিষয় আল্লাহ দো'আ ব্যতীত পরিবর্তন করেন না, সেগুলি দো'আর ফলে পরিবর্তিত হয়। আর 'সৎকর্মে বয়স বৃদ্ধি পায়' অর্থ ঐ ব্যক্তির আয়ুতে বরকত বৃদ্ধি পায়। যাতে নির্ধারিত আয়ু সীমার মধ্যে সে বেশী বেশী সৎকাজ করার তাওফীক লাভ করে এবং তা তার আখেরাতে সুফল বয়ে আনে (মিরক্বাত, মির'আত)। কেননা মানুষের রূযী ও আয়ু আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত। যাতে কোন কমবেশী হয় না। *(ক্বামারঃ ৫৪/৫২-৫৩; আ'রাফঃ ৭/৩৪; বুখারীঃ ৬৫৯৪; মুসলিমঃ ২৬৪৩; মিশকাতঃ ৮২_ 'তাক্বদীরে বিশ্বাস' অনুচ্ছেদ)।*

আর এটা বাস্তব সত্য যে, পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের সহযোগিতার মাধ্যমে মানুষ খুব সহজে সৎকর্ম করার সুযোগ পায়। তাছাড়া পরস্পরের মর্যাদা রক্ষায় ও বিপদাপদ হ'তে নিরাপদ থাকায় তারা একে অপরের সহযোগী হয়।

১৭. পিতা-মাতার সাথে অসদাচরণের দুনিয়ায় ও পরকালে ভয়াবহ অবস্থাঃ

দুনিয়ায় ভয়াবহ পরিণতি

পিতা- মাতার সাথে খারাপ আচরণ করলে বা কোনভাবে তাদের কষ্ট দিলে আল্লাহ তাকে পরকালে শাস্তি দিবেন। পাশাপাশি দুনিয়াতেও তার উপর দ্রুত শাস্তি নেমে আসবে। শাস্তির ধরন বিভিন্ন হতে পারে। যেমন জীবন ও জীবিকায় বরকত লাভ থেকে বঞ্চিত হওয়া। এছাড়াও কর্মে সফল না হওয়া ও মানসিকভাবে কষ্টে থাকা ইত্যাদি। যেমন হাদিসে এসেছে-

عن انس رضي الله عنه قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :من عال جاريتين حتى تدركا دخلت الجنة أنا وهو كهاتين وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى ، وبابان معجلان عقوبتهما فى الدنيا البغي والعقوق

হযরত আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসুল (ﷺ) বলেছেন, যে লোক দু'টি মেয়ে সন্তানকে বালেগা হওয়া পর্যন্ত লালন- পালন করবে, আমি এবং সে এভাবে একসাথে পাশাপাশি জান্নাতে অবস্থান করব। এই বলে তিনি হাতের মধ্যমা ও তর্জমা আঙ্গুলী একত্রিত করে ইশারায় বুঝিয়ে দিলেন। আর পাপের দু'টি স্তর যার শাস্তি দুনিয়াতে দ্রুত প্রদান করা হয়। আর তা হলো ব্যভিচার ও পিতা-মাতার অবাধ্যতা। *(হাকেমঃ ৭৩৫০, ছহীহাহঃ ১১২০, ছহীহুল জামেঃ ২০১০)।*

ইসলাম পূর্ব একটি ঘটনা-মায়ের বদ দোয়া

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, জুরাইজ নামে একজন নেককার ও বুজূর্গ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সবসময় খানকায় ইবাদতে মশগুল থাকতেন। একদিন তার মা তার সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য আসলেন। তখন তিনি নামাজ আদায় করছিলেন। মা তাঁকে ডাকলেন, হে জুরাইজ! তিনি মনে মনে বললেন, হে আল্লাহ! একদিকে আমার মা, অপরদিকে আমার নামায, এই বলে তিনি নামাজে মশগুল হয়ে গেলেন। তার মা ফিরে চলে গেলেন।

দ্বিতীয় দিন তার নামাজরত অবস্থায় তার মা এসে ডাক দিলেন, হে জুরাইজ! তিনি আবারও চিন্তা করলেন, হে আল্লাহ! একদিকে আমার মা, অপরদিকে আমার নামাজ (কি করে মা'র সাথে কথা বলি)। অতঃপর তিনি নামাজে মশগুল হয়ে গেলেন। তার মা গত দিনের মতো ফিরে চলে গেলেন। তৃতীয় দিনেও তার মা এসে দেখেন, জুরাইজ নামাজ আদায় করছে। তিনি ডাক দিলেন, হে জুরাইজ! তিনি মনে মনে বললেন, হে আল্লাহ! একদিকে আমার মা, অপরদিকে আমার নামাজ। নামাযের মধ্যে কি করে জবাব দেই। তিনি চুপ রইলেন, অতঃপর নামাযে মশগুল হয়ে গেলেন। এতে তার মা মনে খুব কষ্ট পেলেন এবং রাগান্বিত হয়ে বদ

দোয়া করলেন, হে আল্লাহ! চরিত্রহীন ব্যভিচারী নারীর চেহারা না দেখিয়ে তাকে মৃত্যু দিও না। এ বদ দোয়া করে নিরাশ হয়ে তিনি সেখান থেকে প্রস্থান করলেন।

ইতোমধ্যে বনী ইসরাইলের লোকদের মাঝে জুরাইজ ও তার ইবাদত-বন্দেগীর কথা আলোচনার বিষয়ে পরিণত হয়। এমন সময় এক অনিন্দ সুন্দরী ব্যভিচারী মহিলা লোকদেরকে বললো, তোমরা যদি মনে করো তাহলে আমি তাকে পাপ কাজে ফাঁসিয়ে দেই। এরপর সে জুরাইজের খানকায় উপস্থিত হলো এবং তাকে অপকর্মের আহ্বান জানাতে লাগলো। কিন্তু জুরাইজ তার প্রতি বিন্দুমাত্রও দৃষ্টিপাত করেননি। সে জুরাইজ থেকে নিরাশ হয়ে জুরাইজের খানকায় যাতায়াত করতো এমন এক রাখালের কাছে গিয়ে নিজেকে তার সামনে পেশ করে দিল। রাখাল তার ষড়যন্ত্রের শিকার হলো। মহিলাটি গর্ভবতী হলো, অতঃপর একটি বাচ্চা প্রসব করলো, আর প্রচার করতে লাগলো বাচ্চাটি জুরাইজ কর্তৃক ভূমিষ্ঠ হয়েছে।

মহিলাটির এ অপপ্রচার শুনে লোকেরা জুরাইজের প্রতি ক্ষিপ্ত হয়ে তার খানকার সামনে জড়ো হলো। তার খানকা থেকে টেনে হিচড়ে বের করে তার খানকাটি ভেঙ্গে ফেললো এবং তাকে প্রহার করতে লাগলো। জুরাইজ তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, কি হয়েছে তোমাদের? তারা বলল, তুমি এ নষ্টা ব্যভিচারিণী মহিলার সাথে ব্যভিচার করেছো। আর তোমার মাধ্যমে তার একটি সন্তানও ভূমিষ্ঠ হয়েছে। তিনি লোকদেরকে বললেন, ঠিক আছে। শিশুটি কোথায়? তাকে নিয়ে আসো। অতঃপর তাকে আনা হলো। তিনি বললেন, তোমরা আমাকে ছেড়ে দাও, আমি (দু'রাক'আত) নামায আদায় করি।

নামায শেষ করে তিনি নবজাতক শিশুটির পেটে খোঁচা মেরে জিজ্ঞেস করলেন, বলো, তোমার পিতা কে? (শিশুটি কয়েক দিনের হলেও আল্লাহ তার জবান খুলে দিয়েছেন) সে বললো, ওমুখ রাখাল আমার পিতা। এ কথা শুনে জুরাইজের প্রতি লোকদের ভক্তি-শ্রদ্ধা আরো বেড়ে গেল, তারা তাকে চুমু দেয়া শুরু করল, তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলো এবং বললো, তোমার এ খানকা আমরা সোনা দিয়ে নির্মাণ করে দেব। তিনি বললেন, না তার কোন প্রয়োজন হবে ন। যেভাবে ছিল সেভাবে মাটি দ্বারা নির্মাণ করে দেও। তাই করা হলো।

মুসলিমের অপর বর্ণনায় এসেছে, জুরাইজের মা যদি ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার বদ দোয়া করতেন তাহলে তিনি অবশ্যই ব্যভিচারে লিপ্ত হতেন। *(সহীহ মুসলিম পৃঃ ১৯৭৬, হাদিস ২৫৫০)।*

পরকালের ভয়াবহ পরিণতি

পিতা-মাতার অবাধ্য ব্যক্তি দুনিয়াতে বিভিন্ন ধরনের মানসিক ও শারীরিক শাস্তি পাওয়ার পাশাপাশি আখিরাতেও শাস্তি পাবে। কিছু পাপ রয়েছে যেগুলোর শাস্তি দুনিয়াতে হয়ে গেলে পরকালে হয় না। কিন্তু পিতা-মাতার অবাধ্যতা এত বড় পাপ যে, দুনিয়াতে এর শাস্তি হয়ে

গেলেও ক্ষমা পাবে না । পরকালে আবার এর শাস্তি পেতে হবে। এই শাস্তি বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। জান্নাত থেকে বঞ্চিত হওয়া, আল্লাহর রহমতের দৃষ্টি না পড়া, নবী- রাসুল, সিদ্দীকিন ও শুহাদাদের সঙ্গ না পাওয়া, ইবাদত কবুল না হওয়া ইত্যাদি।

১৮. পিতা-মাতার প্রতি সদ্বব্যবহারের প্রতিদান জান্নাতঃ

পিতা-মাতার আদেশ-নিষেধ পালন করলে এবং তাদের আদেশ-নিষেধকে যথাযথভাবে হেফাজত করলে জান্নাত লাভ করা যায়। কারণ তারা সন্তানের জন্য জান্নাতে যাওয়ার শ্রেষ্ঠ মাধ্যম। যেমন হাদিসে এসেছে-

عن ابى الدرداء أن رجلا أتاه فقال :إن لى امرأة وإن أمى تأمرنى بطلاقها .قال أبو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم :الوالد أوسط أبواب الجنة فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه

আবুদ্দারদা (রাঃ) হতে বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি তার নিকটে এসে বলল, আমার স্ত্রী আছে। আর আমার মা আমার স্ত্রীকে তালাক দানের নির্দেশ দিচ্ছেন। এমতাবস্থায় আমি কি করব? জবাবে আবুদ্দারদা বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ (ﷺ) কে বলতে শুনেছি তিনি বলেছেন, পিতা হলেন জান্নাতের সর্বোত্তম দরজা। এক্ষুনি তুমি তা হেফাজত করতে পার অথবা বিনষ্ট করতে পারো। *(আহমাদ হাদিস/২৭৫৫১; তিরমিযী হাদিস/১৯০০; ইবনু মাজাহ হাদিস/২০৮৯; মিশকাত হাদিস/৪৯২৮; ছহীহাহ হাদিস/৯১৪)।*

অত্র হাদিসে পিতা দ্বারা জিনস তথা পিতা-মাতা উভয়কে বুঝানো হয়েছে। *(মিশকাত ৭/৩০৮৯, হাদিস/৪৯২৮-এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)।*

পিতামাতার সাথে এমনভাবে কথা বলতে হবে যাতে তারা কোনভাবেই কষ্ট না পান। আল্লাহর সৎ বান্দাদের বৈশিষ্ট্য হল তারা বিনয়ের সাথে চলে এবং নম্র ও ভদ্র ভাষায় কথা বলে। বিশেষতঃ পিতামাতার সাথে বিনয়ের সাথে কথা বললে জান্নাত লাভ করা যায়। হাদীছে এসেছে -

وَعَنْ طَيْسَلَةَ بْنِ مَيَّاسٍ قال :كُنْتُ مَعَ النَّجَدَاتِ فَأَصَبْتُ ذُنُوبًا لاَ أَرَاهَا إِلاَّ مِنَ الْكَبَائِرِ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِابْنِ عُمَرَ ,قَالَ :مَا هِيَ؟ ,قُلْتُ :كَذَا وَكَذَا، قَالَ :لَيْسَتْ هَذِهِ مِنَ الْكَبَائِرِ، هُنَّ تِسْعٌ :الإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَقَتْلُ نَسَمَةٍ، وَالْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَةِ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَإِلْحَادٌ فِي الْمَسْجِدِ، وَالَّذِي يَسْتَسْخِرُ وَبُكَاءُ الْوَالِدَيْنِ مِنَ الْعُقُوقِ ,ثُمَّ قَالَ لِي ابْنُ عُمَرَ :أَتَفْرَقُ النَّارَ وَتُحِبُّ أَنْ تَدْخُلَ الْجَنَّةَ؟ ,قُلْتُ :إِي وَاللهِ، قَالَ :أَحَيٌّ وَالِدُكَ؟ ,قُلْتُ :عِنْدِي أُمِّي، قَالَ :فَوَاللهِ لَوْ أَلَنْتَ لَهَا الْكَلاَمَ، وَأَطْعَمْتَهَا الطَّعَامَ، لَتَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ ,مَا اجْتَنَبْتَ الْكَبَائِرَ

তায়সালা ইবনু মাইয়াস (রহঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত ছিলাম। আমি কিছু পাপকাজ করে বসি যা আমার মতে কবীরা গুনাহর শামিল। আমি তা ইবনু ওমর (রাঃ)-এর কাছে উল্লেখ করলে তিনি জিজ্ঞেস করেন, তা কি? আমি বললাম, এই এই ব্যাপার। তিনি বলেন, এগুলো কবীরা গুনাহর অন্তর্ভুক্ত নয়। কবীরা গুনাহ নয়টি-

- আল্লাহর সাথে শরীক করা
- মানুষ হত্যা
- জিহাদের ময়দান থেকে পলায়ন
- সতী-সাধ্বী নারীর বিরুদ্ধে যেনার মিথ্যা অপবাদ রটানো
- সূদ খাওয়া
- ইয়াতীমের মাল আত্মসাৎ করা
- মসজিদে ধর্মদ্রোহী কাজ করা
- ধর্ম নিয়ে উপহাস করা এবং
- সন্তানের অসদাচরণ যা পিতা-মাতার কান্নার কারণ হয়।

ইবনে ওমর (রাঃ) আমাকে বলেন, তুমি কি জাহান্নাম থেকে দূরে থাকতে এবং জান্নাতে প্রবেশ করতে চাও? আমি বললাম, আল্লাহর শপথ! আমি তাই চাই। তিনি বলেন, তোমার পিতা-মাতা কি জীবিত আছেন? আমি বললাম, আমার মা জীবিত আছেন। তিনি বলেন, আল্লাহর শপথ! তুমি তার সাথে নম্র ভাষায় কথা বললে এবং তার ভরণপোষণ করলে তুমি অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে, যদি কবীরা গুনাহসমূহ থেকে বিরত থাকো'। *(আল আদাবুল মুফরাদ হাদিস/৮,সনদ সহীহ)।*

১৯. পিতা-মাতার মৃত্যুর পর সন্তানের করণীয়ঃ

পিতা-মাতা মৃত্যুর পরেও সন্তানের নিকট পরোক্ষভাবে সুন্দর আচরণ পাওয়ার অধিকার রাখেন। যেমন পিতা-মাতার বন্ধু-বান্ধবের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা, তাদের জন্য দোয়া করা, ক্ষমা প্রার্থনা করা, তাদের অছিয়ত পূরণ করা, তাদের আত্মীয় - স্বজনদের সাথে সদ্ব্যবহার করা, মানত পূর্ণ করা, ঋণ পরিশোধ করা, কাযা ছাওম পালন করা, বদলী হজ্জ আদায় করা ও দান-সদাক্বাহ করা ইত্যাদি। যেমন হাদিসে এসেছে-

عَنْ أَبِىْ أُسَيْدٍ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ وَسَلَّمْ إِذَا جَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِى سَلِمَةَ فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللهِ! هَلْ بَقِىَ مِنْ بِرِّ أَبَوَىَّ شَىْءٌ أَبَرُّهُمَا بِهِ بَعْدَ مَوْتِهِمَا قَالَ : نَعَمِ الصَّلَاةُ عَلَيْهِمَا وَالْاِسْتِغْفَارُ لَهُمَا وَإِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا مِنْ بَعْدِهِمَا وَصِلَةُ الرَّحِمِ الَّتِىْ لَا تُوْصَلُ إِلَّا بِهِمَا وَإِكْرَامُ صَدِيْقِهِمَا

হযরত আবু উসাইদ (রাঃ) বলেন, আমরা নবী করীম (ﷺ) এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। এ সময় বনু সালিমা গোত্রের এক ব্যক্তি এসে বলল, হে আল্লাহর রাসুল! আমার পিতা-মাতার মৃত্যুর পর তাদের সাথে সদ্ব্যবহারের কোন অবকাশ আছে কি? তিনি বলেন, হ্যাঁ পাচটি উপায় আছে-

- তাদের জন্য দোআ করা
- তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা
- তাদের প্রতিশ্রুতি সমূহ পূর্ণ করা
- তাদের আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সদ্ব্যবহার করা, যারা তাদের মাধ্যমে তোমার আত্মীয় ও
- তাদের বন্ধু-বান্ধবীদের সম্মান করা।

[আবু-দাউদঃ ৫১৪২; মিশকাতঃ ৪৯৩৬; ইবনু হিব্বানঃ ৪১৮; ইবনু হিব্বান, হাকেম যাহাবী, হুসাইন সালীম আসাদ এর সনদকে সহীহ ও জাইয়েদ বলেছেন (হাকেমঃ ৭২৬০; মাওয়ারিদুয যাম'আনঃ ২০৩০)। তবে শায়খ আল-আলবানী ও শু'আইব আরনাউত্ব যঈফ বলেছেন। এর সনদ যঈফ হলেও মর্ম ছহীহ]।

পিতা-মাতার মৃত্যুর পর করণীয়

তাদের জানাযার ছালাত আদায় করা, তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা, তাদের মৃত্যুর পর তাদের অঙ্গীকার বাস্তবায়ন করা, তাদের মাধ্যমে সৃষ্ট আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা এবং তাদের প্রিয় মানুষদের শ্রদ্ধা করা। পূর্বোক্ত হাদিসে ছালাত দ্বারা উদ্দেশ্য জানাযার ছালাত অথবা দো'আ করা। হানাফী বিদ্বান মোল্লা আলী কারী (রহঃ) বলেন, ছালাত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো তাদের জন্য আল্লাহর রহমতের দো'আ করা। ইস্তিগফার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো তাদের

জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা। তাদের অঙ্গীকার পূর্ণ করা অর্থ হলো তাদের অছিয়ত বাস্তবায়ন করা। তাদের কারণে সৃষ্ট আত্মীয়ের বন্ধন অটুট রাখার অর্থ হলো নিকটাত্মীয়ের প্রতি ইহসান করা। বায়হাক্বীর এক বর্ণনার শব্দগুলো নিম্নরূপ-

وَصِلَةُ رَحِمِهِمَا الَّتِي لَا رَحِمَ لَكَ إِلَّا مِنْ قِبَلِهِمَا فَقَالَ : مَا أَكْثَرَ هَذَا وَأَطْيَبَهُ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ فَاعْمَلْ بِهِ فَإِنَّهُ يَصِلُ إِلَيْهِمَا

অর্থাৎ আর তাদের সাথে বন্ধন অটুট রাখ যাদের সাথে তোমার পিতা- মাতার বন্ধন রয়েছে। নবী করীম (ﷺ) এর কথা শুনে লোকটি বলল, হে আল্লাহর রাসুল! এটি কতই তাৎপর্যপূর্ণ ও পবিত্র বাণী! রাসুল (ﷺ) বললেন, অতএব তুমি এর প্রতি আমল করো তাহলে এর মাধ্যমে মৃত্যুর পরও তোমার পিতা-মাতার নিকট এর ছওয়াব পৌঁছবে। *(আওনুল মা'বূদ ১৪/৩৬, হাদিস/৫১৪২ এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)।*

পিতা-মাতার জন্য সকলকে দোয়া করতে হবে। আল্লাহ তাআলা পিতা-মাতার জন্য দো'আ শিক্ষা দিয়েছেন এবং দো'আ করার আদেশও দিয়েছেন তিনি বলেন-

رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِيْ صَغِيْرًا

'হে আমার পালনকর্তা! তাদের উভয়ের প্রতি রহম করুন, যেমন তারা আমাকে শৈশবকালে লালন-পালন করেছেন'। *(বনী ইসরাইলঃ ১৭/২৪)।* মৃত্যুর পর মানুষের তিনটি আমল জারী থাকে, তার মধ্যে সৎ সন্তানের দো'আ সব থেকে বেশী গুরুত্বপূর্ণ। যেমন হাদিসে এসেছে-

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَ : إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْ لَهُ

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যখন কোন মানুষ মারা যায়, তখন তার তিনটি আমল ব্যতীত সকল কর্ম বন্ধ হয়ে যায়-

- সাদক্বায়ে জারিয়াহ
- উপকারী ইলম এবং
- সৎ সন্তান যে তার জন্য দোয়া করে।

(মুসলিম হাদীস/১৬৩১; মিশকাত হাদিস/২০৩)।

এর ব্যাখ্যায় ওলামায়ে কেরাম বলেন-

- সাদক্বায়ে জারিয়াহ, যেমন-মসজিদ, মাদ্রাসা, ইয়াতীমখানা, রাস্তা ও বাঁধ নির্মাণ, অনাবাদি জমিকে আবাদকরণ, সুপেয় পানির ব্যবস্থাকরণ, দাতব্য চিকিৎসালয় ও হাসপাতাল স্থাপন, বই ক্রয় করে বা ছাপিয়ে বিতরণ, বৃক্ষরোপণ ইত্যাদি।
- ইলম, যা দ্বারা মানুষ উপকৃত হয়। যা মানুষকে নির্ভেজাল তাওহীদ ও সহীহ সুন্নাহর পথ দেখায় এবং যাবতীয় শিরক ও বিদআত হতে বিরত রাখে। উক্ত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে শিক্ষাদান করা, ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে সহযোগিতা প্রদান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

নির্মাণ, বিশুদ্ধ আক্বীদা ও আমল সম্পন্ন বই - প্রবন্ধ লেখা, ছাপানো ও বিতরণ করা এবং এজন্য অন্যান্য স্থায়ী প্রচার মাধ্যম স্থাপন ও পরিচালনা করা ইত্যাদি।

- সুসন্তান, যে তার জন্য দোয়া করে। মৃতের জন্য সর্বোত্তম হাদিয়া হলো সুসন্তান, যে তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে, সাদক্বা করে, তার পক্ষ হতে হজ্জ করে ইত্যাদি।

অন্য বর্ণনায় রাসুল (ﷺ) বলেছেন-

سَبْعَ يَجْرِيْ لِلْعَبْدِ أَجْرُهُنَّ بَعْدَ مَوْتِهِ وَهُوَ فِيْ قَبْرِهِ : مَنْ عَلَّمَ عِلْمًا، أَوْ أَجْرَى نَهَرًا، أَوْ حَفَرَ بِئْرًا، أَوْ غَرَسَ نَخْلًا، أَوْ بَنٰى مَسْجِدًا، أَوْ تَرَكَ وَلَدًا يَسْتَغْفِرُ لَهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ، وَرَثَّ مُصْحَفًا

মৃত্যুর পর কবরে থাকা অবস্থায় বান্দার সাতটি আমল জারী থাকে-

- দ্বীনি ইলম শিক্ষা করা
- নদী-নালা প্রবাহিত করা
- কূপ খনন করা
- খেজুর তথা ফলবান বৃক্ষ রোপন করা
- মসজিদ নির্মাণ করা
- এমন সন্তান রেখে যাওয়া, যে পিতার মৃত্যুর পর তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে
- কুরআন বিতরণ করা/কুরআনের ওয়ারিছ রেখে যাওয়া।

(মুসনাদ বাযযারঃ ৭২৮৯; সহীহ তারগীবঃ ৭৩ ; ছহীহুল জামেঃ ৩৬০২)।

অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে, আবু উমামাহ আল বাহিলী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন-

أَرْبَعَةٌ تَجْرِيْ عَلَيْهِمْ أُجُوْرُهُمْ بَعْدَ الْمَوْتِ مُرَابِطٌ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَمَنْ عَمِلَ عَمَلًا أُجْرِىَ لَهُ مِثْلُ مَا عَمِلَ وَ رَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَجْرُهَا لَهُ مَا جَرَتْ وَرَجُلٌ تَرَكَ وَلَدًا صَالِحًا فَهُوَ يَدْعُوْ لَهُ –

যে চারটি বিষয়ের সওয়াব প্রাপ্তি মানুষের মৃত্যুর পরও অব্যাহত থাকে-

- আল্লাহর রাস্তায় সীমান্ত প্রহরী।
- ব্যক্তির এমন (মাসনূন) আমল যা অন্যেরা অনুসরণ করে।
- এমন সাদক্বা যা সে স্থায়ীভাবে জারী করে দিয়েছে।
- এমন নেক সন্তান রেখে যাওয়া যে তার জন্য দো'আ করে।

(আহমাদঃ ২২৩০১; ছহীহুত তারগীবঃ ১১৪)।

প্রখ্যাত তাবেঈ আতা (রহঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন-

يُقْضَى عَنِ الْمَيِّتِ أَرْبَعُ الْعِتْقُ وَالصَّدَقَةُ وَالْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ

মৃতের পক্ষ হতে চারটি কাজ করণীয়-

- গোলাম আযাদ করা
- সাদক্বা করা

- হজ্জ করা এবং
- ওমরাহ করা।

(মুছান্নাফে ইবনু আবী শায়বাহ হাদিস/১২০৮৫)।

উল্লেখ্য যে, সৎ সন্তান দোআ না করলেও তার সৎ কর্মের ছওয়াব পিতা-মাতা পাবেন বলে একদল বিদ্বান উপরোক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় মন্তব্য পেশ করেছেন। *(আলবানী, আহকামুল জানায়েয ১/৭৬)।*

সন্তানের প্রার্থনার কারণে পিতা-মাতার সম্মান বৃদ্ধি করা হয়

পিতা-মাতার জন্য সন্তান একটি বড় নেয়ামত। তাই সন্তানকে আদর্শবান করে গড়ে তুলতে পারলে পৃথিবীতে সে যেমন পিতা-মাতার জন্য চক্ষু শীতলকারী হবে, তেমনি পরকালে নাজাতের কারণ হবে। যেমন হাদিসে এসেছে-

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ ، قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ : إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيَرْفَعُ الدَّرَجَةَ لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ فِى الْجَنَّةِ فَيَقُوْلُ بِإِسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, আল্লাহ তাআলা জান্নাতে তার কোন নেক বান্দার মর্যাদা বাড়িয়ে দিবেন । এ অবস্থা দেখে সে (নেক বান্দা) বলবে, হে আমার রব! আমার এ মর্যাদা কিভাবে বৃদ্ধি হলো? তখন আল্লাহ তাআলা বলবেন, তোমার সন্তান-সন্ততি তোমার জন্য মাগফিরাত কামনা করার কারণে। *(ইবনু মাজাহঃ ৩৬৬০; মিশকাতঃ ২৩৫৪; ছহীহাহঃ ১৫৯৮)।*

এখানে (وَلَدِكَ لَكَ) শব্দটি ছেলে-মেয়ে উভয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়। এখানে ولد দ্বারা মুমিন সন্তান উদ্দেশ্য। আর এটি বিবাহের উপকার সমূহের একটি উপকার ও সর্বাপেক্ষা বড় উপকার এবং ঐ বস্তু সমূহের একটি যা পূণ্য এবং কর্ম যে মরণের পর মুমিন ব্যক্তির সাথে মিলিত হয়। যেমন হাদিসে এসেছে, আল্লামা ত্বীবী বলেন, পূর্বোক্ত হাদিসটি এ প্রমাণ বহন করছে যে, ক্ষমা প্রার্থনা দ্বারা বড় বড় গুনাহ মোচন করা হয়। *(মির'আত ৮/৬১, মিশকাতঃ ২৩৭৮ এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)।* অন্য হাদিসে এসেছে-

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ : تُرْفَعُ لِلْمَيِّتِ بَعْدَ مَوْتِهِ دَرَجَتُهُ، فَيَقُوْلُ : أَيْ رَبِّ، أَيُّ شَيْءٍ هَذَا؟ فَيُقَالُ : وَلَدُكَ اسْتَغْفَرَ لَكَ

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, মানুষের মৃত্যুর পর তার মর্যাদা বৃদ্ধি করা হবে। তখন সে বলবে, হে প্রভু! এই মর্যাদা কিভাবে হলো? তাকে বলা হবে, তোমার সন্তান তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছে। *(আল-আদাবুল মুফরাদঃ ৩৬, সনদ হাসান)।* অন্য একটি আছারে এসেছে-

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِرِيْنَ : كُنَّا عِنْدَ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَيْلَةً، فَقَالَ: اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِأَبِي هُرَيْرَةَ، لِأُمِّي، وَلِمَنِ اسْتَغْفَرَ لَهُمَا قَالَ لِي مُحَمَّدٌ : فَنَحْنُ نَسْتَغْفِرُ لَهُمَا حَتَّى نَدْخُلَ فِيْ دَعْوَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ

প্রখ্যাত তাবেঈ মুহাম্মদ ইবনে সীরীন (রহঃ) বলেন, এক রাতে আমরা আবু হুরায়রা (রাঃ) এর সাথে ছিলাম। তিনি বললেন, হে আল্লাহ ! আবু হুরায়রাকে , আমার মাকে এবং তাদের দু'জনের জন্য যারা ক্ষমা প্রার্থনা করবে, তাদের সকলকে তুমি ক্ষমা করো। মুহাম্মদ ইবনে সীরীন (রহঃ) বলেন, আমরা আবু হুরায়রার দো'আয় শামিল হওয়ার আশায় তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি। (আল - আদাবুল মুফরাদঃ ৩৭, সনদ ছহীহ)।

পিতা-মাতার জন্য নবী-রাসূলগণের দোয়া

সকল নবী - রাসুল তাদের পিতা-মাতার জন্য প্রার্থনা করেছেন। আল্লাহ তাআলা আমাদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য তাদের দোয়ার কিছু নমুনা কুরআনে উপস্থাপন করেছেন।

সুলায়মান (আঃ) এর দোয়া-

رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ

উচ্চারণঃ রাব্বি আওঝি'নি আন আশকুরা নি'মাতাকা-ল্লাতি আন'আমতা 'আলাইয়্যা ওয়া আ'লা ওয়া-লিদাইয়্যা ওয়া আন আ'মালা ছা-লিহান তারদ্ব-হু ওয়া আদখিলনী বিরাহমাতিকা ফী 'ইবা-দিকাছ ছ-লিহীন।"

অর্থঃ 'হে আমার পালনকর্তা! আমাকে এমনভাবে সাহায্য করুন যেন আমি আপনার সেই অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি যা আপনি আমার ওপর এবং আমার পিতামাতার ওপর করেছেন। এবং যেন আমি আপনার পছন্দ অনুযায়ী সৎকর্ম করতে পারি। আর আপনার রহমতের মাধ্যমে আমাকে আপনার সৎকর্মশীল বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করুন।" *(নামলঃ ১৬/১৯)।*

নুহ (আঃ) এর দোয়া-

رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَّلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ

উচ্চারণঃ রাব্বিগফিরলী ওয়ালি ওয়া-লিদাইইয়া ওয়া লিমান দাখালা বাইতিয়া মু'মিনাও ওয়া লিল মু'মিনীনা ওয়াল মু'মিনা-তি।

অর্থঃ হে আমার রব! আমাকে, আমার পিতা-মাতাকেও এবং যে আমার ঘরে বিশ্বাসী হয়ে প্রবেশ করবে এবং সমস্ত মুমিন নারী ও মুমিন পুরুষকে ক্ষমা করুন।*(নুহঃ ৭১/২৮)।*

ইবরাহিম (আঃ) এর দোয়া-

رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ

উচ্চারণঃ রাব্বানাগফিরলী ওয়া লিওয়া লিদাইয়া ওয়া লিল মু'মিনীনা ইয়াওমা ইয়াকূমুল হিছা-ব।

অর্থঃ হে আমাদের প্রভু! আমাকে, আমার পিতা- মাতাকে এবং সব মুমিনকে ক্ষমা করুন, যেদিন হিসাব কায়েম হবে। *(ইবরাহিমঃ ১৪/৪০-৪১)।*

সৎ বান্দাদের পিতা-মাতার জন্য দোয়া-

رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ –

উচ্চারণঃ রব্বি আওঝি'নী আন্ আশকুরা নি'মাতাকাল্লাতী আন্'আমতা 'আলাইয়্যা ওয়া'আলা-ওয়া-লিদাইয়্যা ওয়া আন্ আ'মালা ছ্ব-লিহান তারদ্ব-হু ওয়া আছ্লিহলী ফী যুররিইয়্যাতী, ইন্নী তুবতু ইলাইকা ওয়া ইন্নী মিনাল্ মুসলিমীন।

অর্থঃ 'হে আমার রব, আমাকে শক্তি দাও, তুমি আমার উপর ও আমার মাতা-পিতার উপর যে নিআমত দান করেছ, তোমার সে নিআমতের যেন আমি শোকর আদায় করতে পারি এবং আমি যেন সৎকর্ম করতে পারি, যা তুমি পছন্দ কর। আর আমার জন্য তুমি আমার বংশধরদের মধ্যে সংশোধন করে দাও। নিশ্চয় আমি তোমার কাছে তাওবা করলাম এবং নিশ্চয় আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত'। *(আহক্বাফঃ ৪৬/১৫)।*

[উপরোক্ত সকল দোয়া নিজের জন্য, পিতা-মাতা ও আত্মীয় - স্বজনের জন্য করা যাবে]।

পিতা-মাতা জীবিত বা মৃত উভয় অবস্থায় তাদের জন্য দোয়া করা

পিতা-মাতা জীবিত থাকা অবস্থায় তাদের সার্বিক কল্যাণের জন্য দোয়া করা ও তাদের জন্য দান-সাদাক্বাহ করা উত্তম কাজ। তারা যেমন মৃত্যুর পর দোয়া পাওয়ার অধিকার রাখেন, তেমনি জীবিত থাকা অবস্থাতেই সেই অধিকার রাখেন। এটি সদ্ব্যবহারের অন্যতম মাধ্যম। *(মারদাভী, আল ইনছাফ ফী মা'রিফাতির রাজেহ মিনাল খিলাফ ২/৫৬০)।*

কাযী ইয়ায বলেন

لَا نَعْرِفُ رِوَايَةً بِالْفَرْقِ بَيْنَ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ,

দোয়ার ক্ষেত্রে পিতা-মাতা জীবিত বা মৃত থাকার মাঝে পার্থক্য রচনাকারী কোন বর্ণনা আছে বলে আমরা জানি না। অর্থাৎ পিতা-মাতার জন্য জীবিত ও মৃত্যু পরবর্তী উভয় অবস্থায় দোয়া করতে হবে।

ঋণ পরিশোধ করা

পিতা-মাতার ঋণ থাকলে সন্তানরা সর্বপ্রথম তাদের ঋণ পরিশোধ করবে। কারণ ঋণ এমন এক বোঝা যা ঋণদাতা ব্যতীত কেউ হালকা করতে পারবে না। সেজন্য পিতা-মাতার যাবতীয় সম্পদ দ্বারা হলেও তাদের ঋণ পরিশোধ করবে, সামর্থ্য না থাকলে ঋণদাতার নিকট থেকে মাফ করিয়ে নিবে। মাফ না করলে দাতাদের সহযোগিতা নিয়ে হলেও তা পরিশোধ করার

চেষ্টা করবে। কারণ ঋণ মাফ হবে না। আল্লাহ তাআলা মাইয়েতের সম্পদ বণ্টনের পূর্বে ঋণ পরিশোধের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন-

مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِىْ بِهَآ اَوْ دَيْنٍ ؕ اٰبَآؤُكُمْ وَاَبْنَآؤُكُمْ لَا تَدْرُوْنَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ؕ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا

অছিয়ত পূরণ করার পর এবং তার ঋণ পরিশোধের পর তোমাদের পিতা ও পুত্রদের মধ্যে কে তোমাদের জন্য অধিক উপকারী, তা তোমরা জানো না। এটা আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত অংশ। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়। *(সুরা নিসা ৪/১১)।*

হাদীসে এসেছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ "

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ মুমিন ব্যক্তির রূহ তার ঋণের কারণে ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে, যতক্ষণ যাবত না তা পরিশোধ করা হয়। *(ইবনু মাজাহ হাদিস/২৪১৩; মিশকাত হাদিস/২৯১৫)।*

অন্য হাদিসে এসেছে-

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ يُغْفَرُ لِلشَّهِيدِ كُلُّ ذَنْبٍ إِلاَّ الدَّيْنَ

আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনু আস (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ ঋণ ছাড়া শহীদের সকল গুনাহই মাফ করে দেওয়া হবে। *(মুসলিম হাদীস/১৮৮৬; মিশকাত হাদিস/২৯১২; ছহীহুল জামে হাদিস/৮১১৯)।*

অন্য আরেকটি বর্ণনায়,

أنا أَوْلَى بالمُؤْمِنِينَ مِن أنْفُسِهِمْ، فمَن ماتَ وعليه دَيْنٌ ولَمْ يَتْرُكْ وفاءً فَعَلَيْنا قَضاؤُهُ، ومَن تَرَكَ مالًا فَلِوَرَثَتِهِ.»

আমি মু'মিনদের জন্য তাদের নিজেদের চেয়েও অনেক ঘনিষ্ঠতর। তাই যে ঋণগ্রস্ত অবস্থায় মারা যায়, আর যে তা পরিশোধ করার পরিমাণ সম্পত্তি রেখে না যায়, তা পরিশোধের দায়িত্ব আমার। আর যে ব্যক্তি ধন-সম্পদ রেখে যায়, তা তার ওয়ারিসদের জন্য। *(বুখারী হাদিস/৬৭৩১; মুসলিম হাদীস/১৬১৯; মিশকাত হাদিস/৩০৪১)।*

ঋণ দুই প্রকার:

- যে ব্যক্তি তার উপর থাকা ঋণ পরিশোধের ইচ্ছা নিয়ে মৃত্যুবরণ করল, আমি তার অভিভাবক।
- যে ব্যক্তি ঋণ পরিশোধের ইচ্ছা না করে (আত্মসাৎ করার ইচ্ছায়) মৃত্যুবরণ করলো। এর কারণে সেদিন তার নেকি হতে কর্তন করা হবে, যেদিন কোন দিরহাম ও দীনার থাকবে না।

ইসলামের প্রাথমিক যুগে যদি কেউ ঋণগ্রস্ত অবস্থায় মারা যেত এবং ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব কেউ না নিত, সেক্ষেত্রে রাসুল (ﷺ)তার জানাযার সালাত আদায় করতেন না। কিন্তু যখন আল্লাহ তাআলা তাঁকে বিজয় দান করলেন এবং ইসলামী রাষ্ট্র অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী হল তখন তিনি রাষ্ট্রের প্রজাদের উদ্দেশ্যে ঘোষণা করেন, 'আমি মুমিনদের নিকট তাদের প্রাণের চেয়েও অধিক প্রিয়'। ফলে ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব তিনি নিজেই নিয়ে নেন। সুতরাং বর্তমান শাসক গোষ্ঠীর ভাবা উচিত তাদের উপর রাষ্ট্রের প্রজাদের কী দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। আর এটা যাকাত বণ্টনের আটটি খাতের একটি। ফাতহুল বারী, তুফহা ইত্যাদি, অত্র হাদিসের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন-

عن جابر - رضي الله عنه - قال :مات رجل ، فغسلناه ، وكفناه ، وحنطناه ، ووضعناه لرسول, الله صلى الله عليه وآله وسلم حيث توضع الجنائز عند مقام جبريل ثم آذنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالصلاة عليه ، فجاء معنا خطى ، ثم قال " :لعل على صاحبكم دينا ؟ "قالوا :نعم ، ديناران فتخلف ، فقال له رجل منا يقال له أبو قتادة :يا رسول الله ، هما علي ، فجعل

"জনৈক লোক মারা গেলে আমরা তাকে গোসল দিয়ে সুগন্ধি মাখিয়ে রাসুল (ﷺ) এর নিকট নিয়ে গেলাম। যাতে তিনি তার জানাযার সালাত আদায় করেন। আমরা তাকে জানাযার সালাত আদায়ের জন্য অনুরোধ করলাম। তিনি এক কদম এগিয়ে বললেন, তার কোন ঋণ আছে কি? আমরা বললাম দুই দীনার রয়েছে। তিনি ফিরে গেলেন। আবু কাতাদা তা পরিশোধ করতে চাইলে আমরা তার নিকট আসলাম। আবু কাতাদা বললেন, দু'দীনার পরিশোধের দায়িত্ব আমার। তখন রাসুল (ﷺ) বললেন, তাহলে ঋণী অধিকার প্রাপ্ত হলেন। এবং মাইয়েত তা থেকে দায়মুক্ত হলেন। তিনি বললেন, হ্যাঁ। এরপর তিনি তার জানাযার সালাত আদায় করলেন। একদিন পর রাসুল (ﷺ) জিজ্ঞেস করলেন, দীনার দু'টির কি হয়েছে? তিনি বললেন, তিনি তো গতকাল মারা গেছেন। তিনি পরের দিন তার নিকট ফিরে এসে বললেন, দু'দীনারের ঋণ আমি পরিশোধ করছি। তখন রাসুল (ﷺ) বললেন, اَلْاٰنَ بَرَدَتْ عَلَيْهِ جِلْدُهُ 'এখন তার চামড়া ঠাণ্ডা হলো'। *(আহমাদ হাদিস/১৪৫৭৬; হাকেম হাদিস/২৩৪৬; ছহীহুল জামে'। হাদিস/২৭৫৩)।*

অছিয়ত পূর্ণ করা

পিতা-মাতার কোন ন্যায়সঙ্গত অছিয়ত থাকলে তা পূর্ণ করা সন্তানদের জন্য আবশ্যক। আল্লাহ তাআলা বলেন-

কিন্তু যদি মৃতের ভাইয়েরা থাকে, তাহলে মা পাবে ছয় ভাগের এক ভাগ মৃতের অছিয়ত পূরণ করার পর এবং তার ঋণ পরিশোধের পর। *(সুরা নিসা ৪/১১)।*

কাউকে কোনোরূপ ক্ষতি না করে। এটি আল্লাহ প্রদত্ত বিধান। আল্লাহ মহাজ্ঞানী ও সহনশীল। *(সুরা নিসা ৪/১২)।*

তিনি আরো বলেন-

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ–سورة البقرة:٢/١٨٠

যখন তোমাদের মধ্যে কারো মৃত্যু উপস্থিত হবে এবং যদি সে কোনো সম্পদ রেখে যায়, তখন তার জন্য পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়দের জন্য ন্যায়সঙ্গতভাবে ওসিয়ত করা ফরজ করা হয়েছে। এটি মুত্তাকীদের জন্য একটি আবশ্যকীয় দায়িত্ব। (সুরা বাক্বারাহঃ ২/১৮০)।

মীরাছ বণ্টনের নীতিমালা সম্বলিত *সুরা নিসা এর ১১-১২* আয়াত দ্বারা অত্র আয়াতের সামগ্রিক হুকুম রহিত (মানসূখ) হয়েছে। তবে নিকটাত্মীয়দের মধ্যে যাদের মীরাছ নেই, তাদের জন্য বা অন্যদের জন্য এক- তৃতীয়াংশ সম্পদ থেকে অছিয়ত করা মুস্তাহাব হওয়ার হুকুম বাকী রয়েছে *(ইবনু কাছীর)।*

একজন ব্যক্তি তার সম্পদের সর্বোচ্চ এক-তৃতীয়াংশ অছিয়ত করতে পারে। এর বেশী করলে তা পালন করা যাবে না। *(বুখারী হাদিস/২৭৪৪; মুসলিম হাদীস/১৬২৮; মিশকাত হাদিস/৩০৭১)।*

তবে অছিয়ত ওয়ারিছদের জন্য নয়।

عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللهِ ﷺ: إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِى حَقٍّ حَقَّهُ فَلاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ

আবূ উমামাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রত্যেক হকদারকে তার প্রাপ্য হক প্রদান করেছেন। সুতরাং কোন ওয়ারিসের জন্য অসিয়ত নেই। *(আহমাদঃ ২২২৯৪, আবু-দাউদঃ ২৮৭০; তিরমিযীঃ ২১২০, ইবনে মাজাহঃ ২৭১৩; মিশকাতঃ ৩০৭৩; ছহীহুল জামেঃ ১৭২০, ৭৮৮, ১৭৮৯)।*

মানত পূর্ণ করা

পিতা-মাতার কোন শরী'আত সম্মত মানত থাকলে তা পূর্ণ করা সন্তানের জন্য আবশ্যক।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، - رضى الله عنهما - قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذْرٍ أَفَأَصُومُ عَنْهَا قَالَ " أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِيهِ أَكَانَ يُؤَدِّي ذَلِكِ عَنْهَا " . قَالَتْ نَعَمْ . قَالَ " فَصُومِي عَنْ أُمِّكِ "

ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈকা মহিলা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে বললেন হে আল্লাহর রাসুল! আমার মা মৃত্যুবরণ করেছেন। তার উপর মান্নতের সাওমের কাযা রয়েছে। আমি তার পক্ষ হতে এ সাওম আদায় করতে পারি কি? তখন তিনি বললেন যদি তোমার মায়ের উপর কোন ঋণ থাকত এবং তুমি তা পরিশোধ করে দিতে, তবে তা তার পক্ষ হতে আদায় হতো কি? সে বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেনঃ তোমার মায়ের পক্ষ হতে তুমি সিয়াম পালন কর। *(বুখারী হাদিস/১৯৫৩; মুসলিম হাদীস/১১৪৮; আবু দাউদ হাদিস/৩৩১০)।*

কাফফারা আদায় করা

পিতা-মাতার উপর কোন কাফফারা থাকলে সন্তান তা আদায় করবে। তা কসমের কাফফারা হতে পারে বা ভুলবশত হত্যার কাফফারা হতে পারে। কারণ এগুলো পিতা-মাতার ঋণের অন্তর্ভুক্ত।

বদলী হজ্জ ও ওমরা পালন করা

সম্পদশালী পিতা-মাতা যদি হজ্জ সম্পাদন না করে মারা যায় এবং পর্যাপ্ত সম্পদ রেখে যায় তাহলে সন্তানের জন্য পিতা-মাতার পক্ষ থেকে বদলী হজ্জ ও ওমরা পালন সমীচিন। ফাতহুল বারী ৪/৬৪।

পিতা-মাতার জন্য সন্তানের দান-সাদাক্বাহ করা

পিতা-মাতার জন্য সন্তান দোয়া করা ছাড়াও দান-সাদাক্বাহ করবে। এতে দানকারীও ছওয়াব পাবে। যেমন হাদিসে এসেছে-

وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا- { أَنَّ رَجُلاً أَتَى اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -قَالَ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ ! إِنَّ أُمِّي اُفْتُلِتَتْ نَفْسُهَا وَلَمْ تُوصِ , وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ , أَفَلَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا ? قَالَ : " نَعَمْ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ

হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে বললো, আমার মায়ের আকস্মিক মৃত্যু হয়েছে, তিনি ওসিয়াত করে যেতে পারেননি। আমার মনে হয়, তিনি কথা বলতে পারলে অবশ্যই কিছু সাদকা করতেন। আমি যদি তার পক্ষ থেকে সাদকা করি, তবে কি তার সওয়াব হবে এবং আমারও? তিনি বলেন, হ্যাঁ। *(বুখারীঃ ১৩৮৮; মুসলিমঃ ১০০৪; মিশকাতঃ ১৯৫০)।*

মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে সাদকাহ জায়েয এবং এতে মৃত ব্যক্তি ছওয়াবের অধিকারী হবে। বিশেষ করে সাদকাহ যখন মৃত ব্যক্তির সন্তান করবেন তখন আরো বেশি ছওয়াব হবে। অনুরূপভাবে দোয়াও পৌঁছবে। সুতরাং সন্তানের পক্ষ থেকে এই কাজগুলো পিতা-মাতার জন্য আঞ্জাম দেওয়া হলে পিতা-মাতা ছওয়াব তো পাবেন। পাশাপাশি দানকারী সন্তানও ছওয়াব পাবেন। যেমন হাদিসে এসেছে-

عن ابْنُ عَبَّاسٍ – رضى الله عنهما – أنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ – رضى الله عنه – تُوُفِّيَتْ أُمُّهُ وَهْوَ غَائِبٌ عَنْهَا ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّ أُمِّى تُوُفِّيَتْ وَأَنَا غَائِبٌ عَنْهَا ، أَيَنْفَعُهَا شَىْءٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ .قَالَ فَإِنِّى أُشْهِدُكَ أَنَّ حَائِطِى الْمِخْرَافَ صَدَقَةٌ عَلَيْهَا

ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত,সা'দ ইব্ন উবাদাহ রা. এর মা মারা গেল। এ সময় তিনি অনুপস্থিত ছিলেন। তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন,হে আল্লাহর রাসুল! আমার মা মারা গেছে। সে সময় আমি অনুপস্থিত ছিলাম। আমি তার পক্ষ থেকে সদাকা করলে তার কি কোন উপকার হবে? তিনি বললেন,"হ্যাঁ"। তিনি বললেন,তাহলে আমি আপনাকে স্বাক্ষী রেখে বলছি,আমি আমার মিখরাফ নামক প্রাচীর বেষ্টিত খেজুর বাগানটি আমার মায়ের উদ্দেশ্যে সদকা করলাম।" *(বুখারী হাদিস/২৭৫৬, ২৭৬২; আহমাদ হাদিস/৩০৮০)।*

অন্য বর্ণনায় এসেছে, সা'দ বিন ওবাদাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসুল (ﷺ) কে বললাম-

: يا رسولَ اللّهِ، إنّ أمّ سعدٍ ماتت، فأيُّ الصّدقةِ أفضلُ؟ !قالَ :الماءُ، قالَ :فَحَفَرَ بِئْرًا وَقَالَ هٰذِهِ لأُمّ سعدٍ

"হে আল্লাহর রাসুল,আমার মা মৃত্যু বরণ করেছেন, অতএব তার জন্য কোন দানটি সবচেয়ে ভাল হবে? তিনি বললেন,"পানি"। তারপর সা'দ রা. একটি কুপ খনন করে ঘোষণা করলেন, "এই কুপ সাদের মায়ের উদ্দেশ্যে দান করা হল। *(আবু-দাউদঃ ১৬৮১; নাসাঈঃ ৩৬৬৪; মিশকাত- ১৯১২)।*

২০. উপসংহারঃ

কুরআন ও হাদীছের উপরোক্ত বিশ্লেষণের আলোকে বুঝা গেল যে, পিতা-মাতার মর্যাদা অতুলনীয়। তাদের একটি দীর্ঘশ্বাসের প্রতিদান দেওয়ার ক্ষমতা কোন সন্তানের নেই। অথচ অনেক সন্তান তার বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে বৃদ্ধাশ্রমে রেখে আসে। কেউবা পিতা-মাতাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়। কিন্তু ইসলামে পিতা-মাতার মর্যাদা অনেক উচ্চে অধিষ্ঠিত। যে পিতা-মাতার কারণে একজন সন্তান পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হয়, সেই পিতা মাতাকে যারা বৃদ্ধাশ্রমে রেখে আসে, বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়। তারা আর যাই হোক মানবিক বোধ সম্পন্ন নয়। যাদের হৃদয় আছে কিন্তু বুঝে না। চোখ আছে কিন্তু দেখে না। কান আছে কিন্তু শোনে না। ওরা হ'ল চতুষ্পদ জন্তুর মত, বরং তার চাইতে পথভ্রষ্ট। ওরা হ'ল উদাসীন। তারা হবে জাহান্নামের অধিবাসী *(আ'রাফঃ ৭/১৭৯)*।

আল্লাহ বলেন, 'তুমি কি মনে করো ওদের অধিকাংশ শোনে ও বোঝে? তারা তো চতুষ্পদ জন্তুর মত। বরং তার চাইতে পথভ্রষ্ট' (ফুরক্বান ২৫/৪৪)। সর্বাবস্থায় পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ করতে হবে। অন্যথা দুনিয়ায় অশান্তি ও পরকালে শাস্তি ভোগ করতে হবে। পিতা-মাতাকে শারীরিক, মানসিক ও আর্থিকভাবে চিন্তামুক্ত রাখতে হবে। পিতা-মাতার কষ্ট পাওয়া সন্তানের জন্য বদদোয়া তুল্য। সেজন্য কোনভাবেই যেন পিতা-মাতা কষ্ট না পান সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। পিতা-মাতার সাথে সদাচরণের মাধ্যমে তাদের দোয়ার আশা করতে হবে। তাদের ভাল দোয়া সন্তানের জন্য অফুরন্ত কল্যাণের কারণ হবে। পিতা-মাতার খিদমত করার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা আমাদের দুনিয়া ও পরকালে সফলতা অর্জন করার তাওফীক দান করুন-আমীন!

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب